भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA
वर्ग संख्या 18296
Class No.
पुस्तक संख्या 868.20
Book No.
रा० पु० /N.L.38

रा० पु०-44
N. L.-44

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय
NATIONAL LIBRARY
कलकत्ता
CALCUTTA

अंतिम अंकित दिनांक वाले दिन यह पुस्तक पुस्तकालय से ली गई थी । दो सप्ताह से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर प्रतिदिन 6 पैसे की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायगा ।

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 6 P. will be charged for each day the book is kept beyond two weeks.

GMGIP (Pub. Unit), Sant.—S7—4LNL/80—20-8-80—250,000.

NATIONAL LIBRARY
Bamba 387
F 2618

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৮ সংখ্যা | বৈশাখ ১২৯৪—মে ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

শাসন-পরিবর্ত্তন—বঙ্গদেশে সার রিভার্স টমসনের স্থানে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর হইয়াছেন। টমসন স্বজাতি-বৎসল থাকাতে এদেশীয়দিগের হিতসাধনে বড় একটা মনোযোগী হইতে পারেন নাই, তথাপি তিনি স্ত্রীজাতির চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার উৎসাহদানার্থ যাহা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। বেলী সাহেবের সদ্‌গুণের অনেক প্রশংসা শুনা যায়, আমরা তাঁহা হইতে অধিক উপকারের প্রত্যাশা করি। র পশ্চিমে লায়াল সাহেবের পদে লবিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। লায়াল উ, প, প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও ব্যবস্থাপক সভার সূচনা করিয়া, দেশবাসীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর আচিসন অতি প্রজারঞ্জন ছিলেন তিনি যেমন সাধারণের হিতব্রতে ব্রতী ছিলেন, বিদায়কালে তেমনি সাধারণে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। তিনি গবর্ণর জেনারলের কৌন্সিলের সভ্য হইয়া বেলী সাহেবের স্থান পূর্ণ করিয়াছেন মান্দ্রাজের মুখসর্ব্বস্ব গ্রাণ্ড ডফের পরিবর্ত্তে বুর্ক সাহেব গবর্ণর হইয়াছেন ইনি মহাত্মা লর্ড মেওর ভ্রাতা। ইনি ছদ্মবেশে রেলওয়ে ও অন্যান্য সাধারণ

কার্য্য পরিদর্শন করিয়া,ইতিমধ্যে অনেক অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—আগামী ২১এ জুন ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ করিবেন, এই জন্য ঐ দিবস ইংলণ্ডে আনন্দোৎসবের মহোদ্যোগ হইতেছে। ঐ দিন রাজপরিবার সকলে একত্র হইবেন, এবং মহারাণী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ওয়েষ্ট মিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিবেন। স্থল-সৈন্য নৌ-সৈন্যের প্রদর্শন হইবে। আরও অনেক ব্যাপার আছে। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী দেশহিতকর কার্য্য সম্পন্ন হইবে। (১) আলেকজাণ্ডার হাউস খুলিবে। যুবরাজপত্নীর উদ্যোগে এই অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাতে ২০০ ছাত্রীর অল্প ব্যয়ে বাস করিবার সুবিধা হইবে এবং তাহারা শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা লাভ করিবেন। (২) ইষ্ট ণ্ডন প্যালেস—ইহা অট্টালিকা সম্বলিত একটী বৃহৎ বাগান, কয়েক কোটী টাকা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছে, মহারাণী স্বয়ং ইহা খুলিবেন। লণ্ডনের পূর্ব্বাঞ্চলবাসী দরিদ্র লোকদিগের শিক্ষা ও আমোদ বিধান ইহার উদ্দেশ্য। (৩) অনাথ নিবাসে ১০০ অতিরিক্ত অনাথ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।৩টী লোক লইয়া ১৮৭৩ সালে ইহার কার্য্যারম্ভ হয়, এখন ৩০০ শতের অধিক লোক এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। আর ১০০ লোক রাখিতে দুই লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইবে। (৪) ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউট—ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাণ্ড এবং জুবিলীর স্মরণার্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মহারাণীর সাম্রাজ্যের সকল স্থান হইতে ইহার জন্য টাকা সংগৃহীত হইতেছে। এখানে পুস্তকালয়, পাঠাগার, চিত্রশালিকা থাকিবে এবং নানাবিধ শিল্পাদি (Technical) শিক্ষার ব্যবস্থা হইবে। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের দ্রব্যজাত প্রদর্শনার্থ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ থাকিবে। ইংলণ্ডের মহানন্দোৎসব দর্শনার্থ মহারাজ হোল্কার কচ্ছের (দ্বারকার) মহারাও, কাটিয়ারের রাজগণ, যোধপুরের রাজসহোদর এবং আরও অনেক হিন্দুরাজা ও রাজপুত্র বিলাত যাইতেছেন।

বজেট—আগামী বর্ষের জন্য গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। অনুমিত আয় ৭৭ কোটী ৪৬ লক্ষ, ব্যয় ৭৭ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। প্রদেশীয় ফণ্ড সকল কমাইয়া ইম্পিরিয়েল ফণ্ডের পুষ্টিসাধন করা হইতেছে, ইহার অর্থ এই যে, সাধারণ দেশ হিতকর কার্য্য সকল স্থগিত থাকিল। শিক্ষার ব্যয়টাও কমিয়াছে। ব্রহ্মদেশ শাসন ও কোয়েটা রেলওয়ে দ্বারা সীমান্ত রক্ষার জন্য যত অর্থ বিসর্জ্জন হইবে!!

নূতন সেতু—শোণপুর মেলা যেখানে হয়, তাহার নিকট গণ্ডক সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা ত্রিহুত ও

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ রেলযোগে সম্মিলিত হইল। চামার সেতু শিবি-কাণ্ডাহার রেলওয়ের জন্য রাজকুমার কনট কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। পর্ব্বত কাটিয়া টনেল করা হইয়াছে, তাহার উপরে এই সেতু। ইহা পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বোচ্চস্থানীয়। বেনারস সেতু আগামী পূজার সময় খোলা হইবে।

রেলওয়ে—পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত রেলপথ হইয়াছে। কাশী হইতে নাগপুর দিয়া কটক পর্য্যন্ত যে রেলওয়ে যাইবে, তাহারও কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষা—(১) বেথুন স্কুলে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু স্থায়ী লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে অল্প ব্যয়ে উৎকৃষ্টরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বেথুন স্কুলের শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি আবশ্যক। (২) বোম্বাই নগরে পারসী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শিক্ষার খুব উন্নতি। সম্প্রতি কয়েকটী পারসী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। তথায় মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও শিক্ষা বিস্তার হইতেছে। তাহাদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ের পারিতোষিক দান স্থলে কয়েকটী মাননীয়া মহিলা উপস্থিত ছিলেন। (৩) ঢাকা ইডেন স্কুলের একখানি বৃহৎ গাড়ীর জন্য পশ্চিম ময়মনসিংহের এক জমিদার মহিলা কয়েক হাজার টাকা দিয়াছেন।

সৎকার্য্যে দান—(১) বোম্বাইয়ের এক হিন্দু বণিক আফ্রিকার জাঞ্জিবারের বাণিজ্য করিয়া, বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনি তথায় এক হাঁসপাতাল নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। (২) বোম্বাইয়ের আর এক বণিক স্বদেশে স্ত্রী হাঁসপাতালের জন্য অনেক টাকা দিয়াছেন। (৩) বোম্বাইয়ের সেরিফ পিটিব দিন সা স্থানীয় অনেক সৎকার্য্যে অর্থ দান করিয়াছেন। (৪) ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ঘরের জন্য রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ও সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী অনেক টাকা দিয়াছেন।

জুবিলীর সৎকার্য্য—জুবিলী উপলক্ষে টিকিট বিক্রয় করিয়া এক মোরাদাবাদ নগরে ২০ হাজার টাকা উঠে। এই টাকায় তথায় এক স্ত্রী হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইবে। আলো ও বাজীতে না পোড়াইয়া সর্ব্বত্র সাধারণের টাকার এইরূপ সদ্ব্যবহার হওয়া আবশ্যক।

আফ্রিকার বিড়ম্বনা—জর্ম্মণ ডাক্তার ইমিনী পাশা মধ্য আফ্রিকার উষ্ণতম প্রদেশে বাস করিয়া সভ্যতা প্রচারে চেষ্টা করিতেছিলেন, তত্রত্য অসভ্য লোকেরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া তাঁহাকে বিষম সঙ্কটে ফেলিয়াছে। লিবিংষ্টনের আবিষ্কর্ত্তা সুবিখ্যাত ডাক্তার ষ্টানলী এই সংবাদ পাইয়া বিলাত ছাড়িয়া জাঞ্জিবারের পথ দিয়া কঙ্গোতে গিয়াছেন। ইমিনী পাশাকে উদ্ধার করা তাঁহার উদ্দেশ্য।

দুর্ঘটনা—(১) ভূমধ্যস্থ সাগরের রিবিরিয়া নামক স্থানে ভূমিকম্প হইয়া, ইটালী ও ফ্রান্সের উপকূলভাগ বিপর্য্যস্ত এবং চারি পাঁচ শত লোক বিনষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের যুবরাজ রাজকুমার আলবার্ণীর স্মরণার্থ তথায় এক ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন, সৌভাগক্রমে তাঁহার কোন আপদ ঘটে নাই। (২) কালনায় ভয়ানক অগ্নিদাহ হইয়া অনেক গৃহ ভস্মসাৎ ও ধন প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। (৩) ত্রিপুরায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। বিপন্নদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে, পাঠিকাগণ এসময় যথাসাধ্য দয়া প্রকাশে অগ্রসর হউন।

রুক্মাবাই—বোম্বাইয়ের এই সূত্রধর দুহিতা তাহার স্বামীর ঘর করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, স্বামী তাহাকে পাইবার জন্য আদালতে নালিস করেন। বোম্বাই হাইকোর্টের হুকুম হইয়াছে হয় সে স্বামীর ঘর করিবে, নয় জেলে যাইবে। আদালতের এ প্রকার হুকুম জবরদস্তী ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। হিন্দুশাস্ত্রে বড় জোর এই আছে, স্ত্রী স্বেচ্ছা পূর্ব্বক স্বামীর ঘর না করিলে বৎসরান্তে খোরপোষ হইতে বঞ্চিত হইবে। স্ত্রীলোক বলিয়া জোর করিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে কার্য্য করিতে বাধ্য করা কখন ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, রুক্মাবাইকে রাজ অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটী সভা গঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলা আছেন। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিলাত আপীল হইয়াছে। রুক্মাবাই সম্বন্ধে একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে। তাহার কার্য্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা এখন কোন কথাই বলিলাম না।

রসায়ন বিদ্যার অসাধারণ শক্তি—সল্সি নামক একজন ইতালীয় একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পান করিয়া অন্য কোন খাদ্য না খাইয়াও বহুদিন প্রাণ ধারণ করা যায়। পার্ম্মের ডাক্তার ফিসার ও একপ্রকার আরক প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অনেকদিন অনাহারে থাকিতে পারা যায়। একখানি বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকটিত হইয়াছে যে রাসায়নিক খাদ্য মৎস্য, মাংস উদ্ভিজ্জের স্থান অধিকার করিবে, ভবিষ্যতে শাক শব্জী ও মৎস্য মাংসের প্রয়োজন থাকিবে না, রাসায়নিক প্রক্রিয়া জাত পদার্থ দ্বারাই মানবের ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইবে এবং মানব অপেক্ষাকৃত সবল ও দীর্ঘায়ুঃ হইবে, এমন কি অকাল মৃত্যু অন্তরিত হইবে।

স্ত্রীরাজা—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাম্বৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে আমেরিকায় এক সাময়িক

পত্রিকায় মত প্রকাশিত করিয়াছেন যে রাজা অপেক্ষা রাণী দ্বারা দেশ উৎকৃষ্টতররূপে শাসিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর রাজগণের সহিত তুলনা করিলে, রাণীদিগকে সমধিক বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য, যখন এই বুদ্ধি শক্তি পরোক্ষভাবে সঞ্চালিত হয়,তখন তাহা দ্বারা প্রায়ই অনিষ্ট হইয়া থাকে। অনেক ক্লৈণ নরপতি স্ত্রী বা স্ত্রীমন্ত্রীর কুপরামর্শে স্বরাজ্যের সমূহ অনিষ্ট করিয়া নিজের পতন সাধন করিয়াছেন, ইহা ইতিহাসে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া অনেক রাণী অপেক্ষা অধিককাল রাজত্ব করিতেছেন।

ইন্ধন—জ্বালানি কাষ্ঠ সম্বন্ধে অনেক বিজ্ঞানবিদ্ মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ইহা বাস্তবিক ভাবনার বিষয়ই হইয়াছে। দিন দিন যেরূপ বাষ্পীয় শকট, তরী ও আলোকের উন্নতি হইতেছে, কাষ্ঠতো প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিয়াছে, মৃদঙ্গার বা পাথুরিয়া কয়লার খনি সকল ক্রমে শূন্যগর্ভ হইতেছে, রাসায়নিক রৌদ্র ধরিবার কৌশলে ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু তাহাতে কতদূর ফল হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং একটী নিশ্চিত উপায় উদ্ভাবন আবশ্যক হইয়াছে। কেহ কেহ পাথুরিয়া কয়লার গুঁড়াতে জ্বালানী কয়লা করিবার পরামর্শ দিতেছেন; অধ্যাপক এস সি লো কয়লা হইতে বাষ্প (গ্যাস) প্রস্তুত করিতেছেন, ইহা জ্বলে না, গন্ধহীন, কিন্তু অত্যন্ত উষ্ণ, ইহা দ্বারা খাদ্যাদি পাক হইতে পারে। ইহা ব্যবহারে ও ব্যয়ে সুলভ, একটন ওজনের কয়লা হইতে শত টনের কার্য্য হইবে।

স্বাধীনতার প্রতিমা—সম্প্রতি নিউইয়র্ক বন্দরে স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ শিল্পী বার্থল্ডী ইহার নির্ম্মাতা, তজ্জন্য ইহাকে বার্থল্ডির প্রতিমূর্ত্তিও বলিয়া থাকে। ইহার উচ্চতা বেদী হইতে বাতী পর্য্যন্ত ১৫১ পাদ। বেদী সমতল হইতে ১৪৮ পাদ। আমেরিকায় ইহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিরাট মূর্ত্তি বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। কিন্তু পাঠিকাগণ জানেন, আমাদিগের দেশে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর মূর্ত্তি বিদ্যমান। কাবুলে সীমান্ত কমিশন সেদিন দুইটী প্রকাণ্ড বিরাট বৌদ্ধ মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। কাবুলও বাল্‌খ রাজপথের মধ্যে এই দুইটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটীর উচ্চতা ১২০ পাদ ও অপরটীর ১৭৩ পাদ। ইহা নিরেট প্রস্তর কাটিয়া ১৮০০ বৎসর হইল, নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরিচারিকার পুরস্কার—প্রুসীয় মহারাণী অগষ্টা রাজ্য মধ্যে যে পরিচারিকা কোন এক পরিবারে ক্রমাগত ৪০ বৎসর ধরিয়া পরিচর্য্যা করিয়াছে, তাহাকে একটী সুবর্ণ ক্রুস ও রাজস্বাক্ষর যুক্ত ডিপ্লোমা পারিতো-

ষিক দিয়া থাকেন। গত বৎসরে ১১৫৬ জন পরিচারিকা এইরূপ পারিতোষিক পাইয়াছে। এদেশে ভাল চাকর ও দাসীর যেরূপ অভাব হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এইরূপ উৎসাহ দান করা নিতান্ত আবশ্যক।

নববর্ষ।

১

সুখ দুঃখ—হাসি কান্না—জীবন মরণ,
পল পল—দণ্ড দণ্ড— দিন দিন ধ'রে
একটী বছর যেই হইল গঠন
অমনি ডুবিয়া গেল সময় সাগরে॥

২

গ্রীষ্মের হৃদয় জ্বালা
বরিষার অশ্রু-ধারা,
শরতে ভরন্ত হৃদে
নিরমল চন্দ্র তারা ;
হেমন্তে প্রেমাশ্রু বিন্দু
শীতে হিমরাশি লয়ে,
বসন্তে নবীন সাজে
প্রকৃতিরে সাজাইয়ে ;
বিহঙ্গের কণ্ঠে নাহি মধুর সঙ্গীত,
পুরাণ, নূতনে রাজ্য দিয়া অন্তর্হিত॥

৩

দেখিতে দেখিতে ঝরিয়া পড়িল
একটী জীবন-কুসুম-দল।
দেখিতে দেখিতে এইত মিশিল
এক বিন্দু-কণা, সাগর জল॥
একটী স্বপন লুকাল নিদ্রার
কমিল প্রাণের একটু ভার।
এক দীপ-রশ্মি ডুবিল নিশার,
ছিঁড়িল একটী বীণার তার॥
(কিন্তু) সময় অনন্ত বক্ষে পাতিয়া আসন,
অনন্ত ঈশ্বর ধ্যানে আছেন মগন॥

৪

আনন্দ সাগরে ভাসি, নূতন বৎসর আসি
আপনার অধিকার করিল বিস্তার।
হাসিতে পূরিল ধরা, চারিদিক হর্ষভরা—
প্রত্যেক দেহেতে নবজীবন সঞ্চার।
নূতন উৎসাহে হৃদি উঠেছে নাচিয়া,
নব নব ভাবগুলি উঠেছে জাগিয়া।

৫

এইত নূতন রাজ্য নূতন রাজার।
এইত নূতন প্রাণ তোমার আমার॥
এইত আগত আজ, ধরি সবে নব সাজ
নূতন জীবন নাট্য করিবারে অভিনয়।
নূতন এ রঙ্গালয়ে লয়ে নূতন হৃদয়॥
তবু শিহরিয়া, উঠে এই হিয়া,
কিরূপে ঘটনাবলী হবে অভিনীত।
অভেদ্য ভবিষ্য পট সম্মুখে পতিত।

৬

নূতন উৎসাহে মাতি আজ মোরা উপনীত
জগদীশ, চরণে তোমার।

অজ্ঞান সন্তান মোরা কিরূপে পরিব পিতঃ
গলে তব প্রেম-গাথা-হার॥
আমাদের ক্ষুদ্র-হৃদি মিশাও অনন্ত প্রেমে,
প্রেমময় দয়ার সাগর।
এ বছর গত হয় মজিয়া তোমার প্রেমে,
তব প্রেম গাই নিরন্তর॥

বামাবোধিনী সমিতি ও পারিতোষিক রচনা।

গত ৩০এ চৈত্র সিটীকলেজ গৃহে বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা এবং হিতৈষী ব্যক্তিগণকে লইয়া, এক সমিতি হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন :—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী
বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়
পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন
বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়
,, শ্যামলধন মিত্র বি,এ,
,, চণ্ডীচরণ কুশারি
ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু
পণ্ডিত অন্নদাপ্রসাদ সরস্বতী
বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র
,, সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ
,, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়
,, নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস
শ্রীমতী কামিনী সেন বি এ
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত

বামাবোধিনীর উন্নতি সাধনার্থ কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, এবং ইহার আগামী পঞ্চবিংশ জন্মোৎসব কিরূপে সুসম্পন্ন করা উচিত, এই দুই বিষয় লইয়া কথোপকথন হয়। শ্রীমতী কামিনী সেন এই পত্রিকা সম্পাদনের সহকারিতা করিতে স্বীকৃত হন। বামাবোধিনীতে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াথাকে, তদ্ভিন্ন শিল্পকার্য্য, উদ্যান, তৈয়ারের কৌশল, গার্হস্থ্য, রসায়ন, রন্ধন, বিশ্বসেবায় স্ত্রী-জীবন সমর্পণ এইরূপ বিষয়ে যাহাতে ধারাবাহিক রূপে প্রস্তাব সকল লিখিত হয়, তাহার জন্য অনেকে পরামর্শ দেন। উপস্থিত মহোদয়গণ এক একটী নির্দ্দিষ্ট বিষয় অবলম্বন করিয়া, প্রস্তাব লিখিবার ভার গ্রহণ করেন এবং বামাবোধিনীর নিম্নলিখিত লেখক মহোদয় ও মহোদয়াদিগকে সেইরূপ লিখিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে স্থির হয়।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ
,, রজনীকান্ত গুপ্ত
বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়
বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু
,, কালীময় ঘটক
,, গোবিন্দচন্দ্র বসু
শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী
,, লাবণ্যপ্রভা বসু
শ্রীমতী শ্যামাসুন্দরী দেবী
বিবী নাইট

বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত
,, হেমনাথ মিত্র
,, বিজয়চন্দ্র মজুমদার
পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী
বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র

দ্বিতীয় বিষয়ে এইরূপ স্থির হয়, বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষে কতকগুলি রচনাপারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। এই পারিতোষিকে দুই প্রকার প্রতিযোগিতা থাকিবে, (১) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে (২) কেবল স্ত্রী-লোকদিগের মধ্যে। প্রথম প্রকার পারিতোষিকের মূল্য প্রত্যেকটী ৪০ টাকা করিয়া, দ্বিতীয় প্রকারের ২০ টাকা করিয়া।

১ম শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—আদর্শ বঙ্গ রমণী।

২—ভারতের দুঃখিনী বিধবা ও অনাথা স্ত্রী-লোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে।

৩—স্ত্রী ও পুরুষগণের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার।

৪—বর্ত্তমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা ও ও ইহার উন্নতি সাধনের উপায়।

৫—বিশ্বদেবাব্রতে স্ত্রী-লোকের সহকারিতা।

২য় শ্রেণীর রচনার বিষয়।

১—গৃহ-চিকিৎসা অর্থাৎ গাছ গাছড়া ও টোট্‌কা ঔষধে পীড়া আরোগ্য করণ।

২—প্রাচীনও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী, ও ইহার উন্নতির উপায়।

৩—বাঙ্গালী স্ত্রী-পরিচ্ছদ ও ইহার উৎকর্ষ সাধন।

৪—স্ত্রীজাতির পালনীয় ব্রত।

৫—নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়। *

বামাবোধিনী আপনার ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে রচনা পারিতোষিকের জন্য ৩০০ টাকা দান করিবেন। বিষয় গুলি যেরূপ গুরুতর, তাহাতে পুরস্কারের মূল্য অনেক অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই। বামাবোধিনী-রচনা-পারিতোষিক ফণ্ডে হিতৈষী কোন বন্ধু কিছু দান করিলে, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব এবং আনন্দের সহিত পুরস্কারের মূল্য বৃদ্ধি করিব। কিন্তু আমরা আশা করি চিন্তাশীল লেখক লেখিকাগণ পুরস্কারের অনুরোধে নয়, কিন্তু সমাজ ও স্ত্রী-জাতির হিতকামনায় লেখনী ধারণ করিয়া, এই উপলক্ষে আমাদিগের আশা পুরণ এবং সাধারণের মহোপকার সাধন করিবেন।

পারিতোষিক রচনা বর্ত্তমান বর্ষের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে গৃহীত হইবে। তৎপরে সুযোগ্য পরীক্ষকগণ দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া, যে রচনাগুলি পারিতোষিক লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ১২৯৫ সালের ভাদ্রমাসে তাহাদিগের প্রাপ্য পুরস্কার লেখক লেখিকাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

* বিজ্ঞাপন প্রচারের সময় বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সম্ভব।

যখন ক্ষুদ্র শিশু ছিলাম, কিরূপে যুক্তি তর্ক করিতে হয় জানিতাম না, তখন যদি আত্মীয় স্বজনদের কেহ আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, "দেখি তোর প্রাণ কোথায়?" অমনি বক্ষঃস্থলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতাম "প্রাণ আমার শরীরের মধ্যে।" প্রাণ শরীর নয়, কিন্তু শরীরের মধ্যে ইহা তখন যেরূপ বিশ্বাস ছিল, এখনও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রাণকে স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। জি এইচ লিউইস সাহেব প্রাণকে শারীরিক যন্ত্র সমূহের সাধারণ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হৃদয়, ফুসফুস, মাংসপেশী, স্নায়ু, প্রভৃতি যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া মানুষ ইহাদের সাধারণ গুণ যাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাহাকেই প্রাণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। শরীরের যন্ত্র সমূহ পরীক্ষা করা লিউস সাহেবের পক্ষেও সহজ সাধ্য কাজ নয়। তজ্জন্য মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে হয়, নিরীহ জেককে কারারুদ্ধ করিয়া অণুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন কত কষ্ট ও কত চিন্তার প্রয়োজন। এক ক্ষুদ্র শিশুর পক্ষে এইরূপে প্রাণ কি, তাহা জানা অত্যন্ত অসম্ভব। অথচ প্রত্যেক শিশুই প্রাণকে শরীর হইতে পৃথক্ বলিয়া জানিতেছে। লিউইস সাহেব ইহার কি উত্তর প্রদান করিবেন? বিবর্ত্তনবাদী* হয়ত বলিবেন শিশুর পক্ষে এই জ্ঞান পূর্ব্ব পুরুষাগত সংস্কার। পূর্ব্ব পুরুষগণ শারীরিক যন্ত্রসমূহ পরীক্ষা করিয়া সেই সকলের সাধারণ গুণকে প্রাণ বলিয়াছিলেন, সন্তানগণও সেই গুণকেই প্রাণ বলিতেছে, অথচ তাহারা ভ্রম-প্রমাদে পড়িয়া গুণবিশিষ্ট পদার্থ হইতে গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। বিবর্ত্তনবাদীগণ মানুষের আদিপুরুষদিগকে অসভ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। সেই অসভ্যদিগের সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান পার্ব্বত্য অসভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। এই বর্ত্তমান অসভ্য জাতিরাও প্রাণকে শরীর হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং আদিম জাতিদিগের মধ্যে কেহই লিউইস সাহেবের মত শরীরে যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া প্রাণের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে মানুষ স্বতঃই প্রাণকে শরীর হইতে পৃথক মনে

* যাহারা বলেন জড় পরমাণুর পরিবর্ত্তনে ক্রমশঃ উদ্ভিজ, নিকৃষ্টজীব ও মনুষ্য সকলেই হইয়াছে।

করিয়া থাকে। প্রাণ শরীর [illegible] না হইলে মানুষের মনে স্বভাবসিদ্ধ এইরূপ ধারণা হইত না।

প্রাণ শরীর হইতে স্বতন্ত্র অথচ শরীরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে, এই কথা স্বীকার করিলেও প্রাণকে জড়শক্তি হইতে পৃথক্ করিবার প্রয়োজন কি? হারবার্ট স্পেন্সার এবং টিণ্ডেল সাহেব বলেন প্রাণ জড়শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। যেমন তেজ গতিতে পরিণত হয়, সেইরূপ রাসায়নিক শক্তি এবং তেজ হইতেই প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র শক্তি নাই। প্রাণ বা জীবনী শক্তি দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, জড় শক্তি দ্বারা তাহা হইতেছে না। জড় শক্তি সম্বন্ধে মানব জাতির যে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা আছে, তদ্দ্বারা বিচার করিতে গেলে জড়শক্তিকে প্রাণ শক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এমিক শ্রেণীর অতি সামান্য কীটাণুকেও পরীক্ষা কর, দেখিবে সে ভিন্ন পদার্থকে নিজ শরীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া নিজ শরীররূপে পরিণত করিতেছে; যাহা অব্যবহার্য্য পদার্থ তাহা শরীর হইতে বাহির করিয়া দিতেছে—এইরূপে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, বিকসিত হইতেছে, অবশেষে নির্দ্দিষ্ট সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিভক্ত জীবদ্বয় আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ [illegible]। প্রস্তরখণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের উৎপত্তি বৃত্তান্ত আলোচনা কর, কিন্তু কোথাও এইরূপ শক্তির পরিচয় পাইবে না। বৈজ্ঞানিক আত্ম জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যাহাই বলুন না কেন, মানুষ প্রকৃতি কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া নিঃসন্দিগ্ধরূপে সাক্ষ্য দিতেছে—জীবনী শক্তির সহিত জড়ের কোনও সাদৃশ্য নাই। জীবনীশক্তি জড়শক্তি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই জীবনীশক্তি কোথা হইতে আসিল?

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বলেন জগৎ সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে, এক সময়ে নিরাকার তেজোময় বাষ্পরাশি বিদ্যমান ছিল, এবং ক্রমে সেই তেজোরাশি বিশ্লিষ্ট হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জগতের আদি সম্বন্ধে যদি এই অনুমান স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর আদিতে জীব ছিল না ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পৃথিবীর আদিম অবস্থায় অত্যন্ত তেজ থাকাতে তাহা জীবগণের বাসের অনুপযুক্ত ছিল, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবী যথোপযুক্ত শীতল হইবার পর তথায় জীবের সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন অপর গ্রহ হইতে এই জীব ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু অপর গ্রহেই বা জীব কোথা হইতে আসিল! আমরা বলিতেছি, যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি জড়শক্তি, এবং

জড়পদার্থকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি প্রাণ শক্তিরও সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন জন্য প্রাণ শক্তিকে জীবদেহ মধ্যে প্রেরণ করিয়াছেন। কি উপায়ে প্রাণ জড় মধ্যে আসিল তাহা এখন মনুষ্যের বুঝিবার সাধ্য নাই—এমন কি বিবর্ত্তনবাদের প্রবর্ত্তক ডার্ব্বিণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং সহজ জ্ঞানে যে সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে,তাহা স্বীকার করাই বিজ্ঞ লোকের কার্য্য। সহজ জ্ঞান অস্বীকার করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে গেলে ভ্রমাবর্ত্তে ঘুরিতে হয়। প্রাণ জড়দেহ মধ্যে আছে, কিন্তু ইহা জড়ের অতীত শক্তি, ইহা জানাই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

মায়ের আহ্বান।

দুরারোহ গিরিবর কূটে
অবহেলে চলেছিলি ছুটে,
পড়ে গেলি, কি হয়েছে তায় ?

আয় বাবা আঁচলে আমার
মুছে দিই নয়নের ধার,
আশীর্ব্বাদ বরষি মাথায়।

পাঠাইয়া তোরে দূর দেশে,
অনুদিন রহিয়াছি বসে,
পাতি কোল তোর প্রতীক্ষায়;

শ্রান্ত হোস, বাজে যদি দেহে,
ভুলে সব স্নেহের এ গেহে,
মার ছেলে মার কোলে আয়।

কত কেহ দুরাকাঙ্ক্ষ বলি
আপনার পথে যাবে চলি
মরম পীড়িয়া উপেক্ষায়;

বিদেশীরা বুঝিবে না ভায়,
বুঝিবা করিবে উপহাস,
করুক না, কিবা আসে যায় ?

তোর দেহ কার দেহ দিয়া ?
কার হৃদ্‌বীজে তোর হিয়া ?
লাজ ভয় কার কাছে হায় !

জঠরে দিয়াছি যদি ঠাঁই,
আজ কি গো কোলে স্থান নাই,
আয় তবে আয়রে হেথায়।

নিঠুর এ কঠোর সংসার,
কত আশা করে চুর মার,
হৃদয়ের প্রদীপ নিবায়;

ভাঙ্গা আশা উঠিবে যুড়িয়া,
দীপশিখা উঠিবে স্ফুরিয়া,
দুটি দিন মার কোলে আয়।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৭ সংখ্যা, ৫৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

গোয়ালঘর—বাটীর একপার্শ্বে হইবে। বহির্ব্বাটীতে হইলেই ভাল হয়; তদভাবে ভিতর বাটীতে হইলেই চলিবে। ইহা যথোচিত প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। গোয়াল ঘরের মেজে ঢালু হইবে অর্থাৎ একদিক্ কিছু উচ্চ অপরদিক্ কিছু নিম্ন, ঘরের মেজে পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। বিলাতি মাটীর (সিমেণ্টের) মেজে হইলে ভাল হয়, তাহা না হইলে আস্ত ইট খাজরী করিয়া গাঁথিয়া অর্থাৎ ইট লম্বা অবস্থায় দাঁড় করাইয়া গাঁথিয়া মেজে প্রস্তুত করিলে বেশ ভাল এবং মজবুত হয়। জল নির্গমের নর্দ্দমা মেজের ঢালু দিকে থাকিবে। নর্দ্দমাটী যেন বাহির দিকে থাকে অর্থাৎ যেন সমস্ত জল মূত্র প্রভৃতি একেবারে বাহির হইয়া যায়। কলিকাতা হইলে ঐ নর্দ্দমার সহিত ড্রেণের যোগ করিয়া দিলে উত্তম হয়। যদি মফস্বল হয়, তাহা হইলে ঐ নর্দ্দমার মুখে খানা খুঁড়িয়া তাহাতে একটী জালা বসাইতে হইবে, ঐ জালার মুখে সরা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে এবং ঐ সরায় একটী ছিদ্র থাকিবে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে জালায় যে মূত্র পড়িবে, তাহা প্রতি দিবস ফেলিয়া দিবার সুবিধা না হইলে ঐ জালার মুখ খোলা থাকিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হইয়া স্বাস্থ্যের হানি হইতে পারে। জালার মুখে সরা চাপা থাকিলে দুর্গন্ধ নির্গত হইবে না—কেবল একটী ছিদ্র থাকিবে, ছিদ্র দিয়া জল ও মূত্র অনায়াসে জালার ভিতরে গিয়া পড়িবে। পরে জালা পূর্ণ হইলে অথবা একটী ভাঁড়ে করিয়া ঐ ময়লা জল ক্রমে ক্রমে বাহির করিয়া একটী কলসী করিয়া মাঠে ফেলিয়া দিলে ভাল হইবে। যাঁহাদের প্রত্যহ পরিষ্কার করিবার সুবিধা হইবে, তাঁহারা জালা না পুতিয়া নর্দ্দমার মুখে একটী কলসী বসাইয়া রাখিবেন এবং প্রত্যহ প্রাতে গোয়াল পরিষ্কার করিবার সময় ঐ কলসীর জলও মাঠে ফেলিয়া দিয়া আসিবেন। মেজের যে দিক্ উচ্চ, সেই দিকে দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় গাভীর আহারের পাত্র থাকিবে। যদি একটী গাভী থাকে, তাহা হইলে একটী পাত্র থাকিবে; যদি অধিক গাভী হয়, তাহা হইলে সারি সারি দেড় কি দুই হস্ত অন্তর এক একটী পাত্র থাকিবে। কখন কখন একপাত্রে দুইটীরও আহার দেওয়া হয়, সে সময়ে ঐ একটী পাত্র দুইটী গাভীর মধ্য স্থলে থাকিবে অর্থাৎ দুইটী গাভী যেন অবাধে আহার করিতে পারে। কিন্তু তাহা সুবিধাজনক বলিয়া বোধ হয় না;

কারণ এক পাত্রে দুইটী গাভীর পর্য্যাপ্ত আহার কুলায় না। ঐ পাত্রের কাছে খোঁটা থাকিবে। সেই খোঁটার দড়ীতে গাভী বাঁধা থাকিবে; দড়ী যেন বেশী লম্বা না হয়। কেবল মাত্র দেখিতে হইবে যে গাভীর গামলায় মুখ দিয়া আহার করিতে কষ্ট না হয়। দড়ী ছোট হওয়াতে গাভী ঘুরিতে ফিরিতে পারিবে না, সুতরাং মল মূত্র সমস্ত একস্থানে তাহার পশ্চাৎ দিকে পড়িবে এবং সেই দিক ঢালু থাকাতে ও সেই দিকে নর্দ্দমা থাকাতে সহজে তাহা দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাইবে এবং গাভীর শয়নের স্থানও বেশ পরিষ্কার ও শুষ্ক থাকিবে। দড়ী বড় হইলে গাভী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিয়া শয়নের স্থান পর্য্যন্ত খারাপ করিতে পারে, এজন্য বাঁধিবার দড়ী ছোট হওয়া আবশ্যক। গাভীদিগের আহারার্থ সচরাচর মাটীর গামলা ব্যবহার হইয়া থাকে, মাটীর গামলা ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া এখন অনেকে কাষ্ঠের টব্ ব্যবহার করিতেছেন। মাটীর গামলা ব্যবহার করিতে হইলে তাহা কিছু উচ্চে রাখা উচিত। কারণ তাহা না হইলে গরুর পা লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্ভব এবং নীচে থাকিলে কোনরূপে মল মূত্রের ছিটা তাহার ভিতর পড়িতে পারে, এজন্য কাদা ও ইট দ্বারা গাঁথিয়া কিছু উচ্চ করিয়া তাহাতে শক্তরূপে গামলা বসাইয়া দিলে ভাল হয়, গামলা ভাঙ্গিবারও সম্ভাবনা থাকে না এবং মল মূত্রও ছিটকাইয়া পড়িতে পারিবে না। গাভীর আহারে গোময় পড়িলে গাভী তাহা কখন খায় না। অনেকে গামলা ও টবের পরিবর্ত্তে মিস্ত্রির দ্বারা ইট গাঁথিয়া গামলার ন্যায় করিয়া থাকেন এবং উহার ভিতর দিকে পরিষ্কাররূপে সিমেণ্টের লেপ দেওয়াইয়া লন ইহা বেশ টেঁকসই। গোয়ালঘর ভিন্ন বাটীর বাহিরে কোন অনাবৃত স্থানেও গরুর আহারের জন্য একটী পাত্র থাকিবে, প্রাতঃকালে গরু সেই স্থানে আহার করিবে। গরুকে কেবল মাত্র গৃহের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিলে তাহার স্বাস্থ্য হানি হয় ও মনের প্রফুল্লতা থাকে না। প্রত্যহ প্রাতে গরুকে গৃহের বাহির করিয়া নির্ম্মল বায়ু সেবনের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে গরুকে বাহিরে রাখিবার পর গোয়ালঘর পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রথমতঃ গোময় সকল বাহিরে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া গৃহের মধ্যে অল্প ছাই ছড়াইয়া দিবে। তাহার উপর ঝাঁটা দিয়া (ঝাঁটার কাটী খুব শক্ত হওয়া চাই) ঝাঁট দিবে; ঝাঁট দিয়া যে সকল ময়লা অর্থাৎ গোময় মিশ্রিত খড় ইত্যাদি জড় হইবে, তাহা গোময় রাখিবার স্থানে রাখিবে। গামলার চারি দিকে অনেক খড় পড়ে, তাহার মধ্যে যে গুলিতে গোময় না লাগিবে, সেগুলি ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় গামলায় দিবে, আর

যাহাতে অল্প গোময় লাগিবে, সেগুলি জলে ধৌত করিয়া গামলায় দিলে গরু গোময়ের গন্ধ না পাইয়া আহার করিবে। পরে ঘরের মেজেতে আবার ছাই ছড়াইয়া দিবে। ছাই ছড়াইবার কারণ এই যে ছাইয়ের শোষকতা শক্তি আছে। পরে মূত্র পড়িবার কলসীটী লইয়া মাঠে গিয়া সেই মূত্র ফেলিয়া দিয়া আসিবে। পুনরায় কলসীটী যথাস্থানে রাখিবে। ছাই ছড়াইলে ঘর বেশ শুষ্ক হইবে। প্রাতঃকালে গোয়াল ঘরের বাতায়ন খুলিয়া দিতে হইবে। ঘরে নির্ম্মল বায়ু প্রবেশ করিবে, রাত্রিকালের দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবে। সন্ধ্যাকালে আবার গৃহে ছাই ছড়াইয়া গামলায় গরুর আহার দিয়া গরুকে গৃহে রাখিবে, পরে গৃহের এক কোণে ঘুঁটের আগুন করিয়া ধূম দিবে। ঘুঁটের আগুন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অন্য দ্রব্যে বেশী ধুম হয় না আগুন বেশী হইলে জ্বলিয়া উঠে। গোয়ালঘরে ধূম দিলে রাত্রিকালে মশা প্রভৃতির দ্বারা গরুর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয় না অথচ ঘর শীতল হয় না। শীতকালে ধূম দিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিবে, পরে ধূম বেশী হইলে অল্প কালের জন্য জানালা খুলিয়া দিয়া কতক ধূম বাহির হইলেই আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে ধূম হইলে পর জানালা খুলিয়া দিয়া সমস্ত ধূম বাহির হইয়া গেলে আবার জানালা বন্ধ করিয়া দিবে। দাস দাসীর উপর ভার থাকিলেও গৃহিণী প্রতিদিবস গোয়ালঘরের পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। এটী তিনি বিশেষ দায়িত্বের কাজ বলিয়া মনে করিবেন। গরু তাহার অসুবিধা ও কষ্ট আমাদিগকে বলিতে পারে না; আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা আমরা সেই বিষয়ে যতটুকু অনুভব করিতে পারি ততটুকু দূর করা আমাদের সাধ্যানুসারে কর্ত্তব্য। গোয়ালঘরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর গাভীর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। আবার স্বার্থের দিক্ দিয়া দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে গরুর স্বাস্থ্য হানি হইলে দুগ্ধ কমিয়া যায় ও বিকৃত হইয়া যায়।

পায়খানা—পল্লীগ্রামের লোকদিগের পায়খানা তত আবশ্যক নহে, কিন্তু সহরের লোকদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ আবশ্যক। পায়খানা বাসগৃহ হইতে যত অন্তর হইবে ততই ভাল। পায়খানার ময়লা প্রতি দিবস পরিষ্কার হওয়া বিধেয়, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ; যে পরিবারে লোকের সংখ্যা কম, তাঁহারা সপ্তাহে দুইবার অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করিতে পারেন। কিন্তু উপরিভাগ প্রত্যহ পরিষ্কার হওয়া উচিত। প্রত্যহ স্নানের সময় এক কলসী জল পায়খানার ঢালিয়া দিয়া ঝাঁট দিলে বা তাহার উপর কিঞ্চিৎ চুণ ছড়াইয়া দিলে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তাহাতে খরচও হয় না। চূর্ণের দুর্গন্ধ হরণ করিবার শক্তি আছে।

এখানে একটী কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, এমন অনেক স্থান আছে যেখানে মেথরের ব্যয় অধিক, অথচ পায়খানা আবশ্যক, সেরূপ স্থলে অনেক গৃহস্থ পাতকুয়ার পায়খানা করিয়া থাকেন। ইহাতে যদিও আপাততঃ মেথরের ব্যয় দিতে হয় না, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, দিবারাত্রি পায়খানার ভিতর হইতে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ স্থান সকলকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলে এবং যাঁহারা এই পায়খানায় গমন করেন, তাঁহাদেরও স্বাস্থ্য হানি হয়।

যাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করেন, তাঁহাদের পায়খানা প্রায়ই আবশ্যক হয় না। কিন্তু বালক বালিকাদিগের জন্য বাটীর নিকটস্থ কোন স্থানে মলত্যাগের স্থান থাকা আবশ্যক। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া দিলে বালক বালিকাদিগের মলত্যাগের বেশ সুবিধা হইবে। কিন্তু একটী বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ঐ মল অনাবৃত থাকিলে তাহার দুর্গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া ঐ স্থানকে বিশেষ অস্বাস্থ্যকর করিয়া ফেলিবে। সেই জন্য মলত্যাগের পরই মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করা উচিত। বালকদিগের মল পরিত্যাগের স্থানের নিকট কিছু শুষ্ক মাটী রাখা উচিত। ঐ গর্ত্ত খুঁড়িবার সময় যে মাটী উঠিবে তাহা রাখিলেই চলিতে পারে। বালকদিগকে বিশেষ রূপে উপদেশ দিতে হইবে যে তাহারা মলত্যাগের পর মাটী দ্বারা বিষ্ঠা আবৃত করে। শুষ্ক মৃত্তিকার দুর্গন্ধ-হারিকা শক্তি আছে।

(ক্রমশঃ)

মৃচ্ছ-কটিক।

(২৬৭ সংখ্যা—২৬৮ পৃষ্ঠার পর।)

মদনিকা শর্ব্বিলক সমভিব্যাহারে বসন্ত-সেনা ভবন হইতে চলিয়া গেলে রত্নাবলী লইয়া মৈত্রেয় তথায় উপস্থিত হইলেন। বসন্তসেনা পরম সমাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, "সার্থবাহের শারীরিক কুশল ত? মহাশয়ের এখানে কি নিমিত্ত আগমন হইয়াছে?" মৈত্রেয় কহিলেন আপনার নিকট চারুদত্তের নিবেদন এই যে, আপনি চারুদত্তের নিকট যে আভরণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তিনি আত্মীয় জ্ঞানে দ্যূত-ক্রীড়ায় পণ রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার বিনিময়ে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন।" বসন্ত-সেনা রত্নাবলী গ্রহণ পুরঃসর কহিলেন "মহাশয় আপনি সার্থবাহকে

বলিবেন যে আমি অদ্য প্রদোষ সময়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।" তদনন্তর মৈত্রেয় তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যাকালে নভোমণ্ডল মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুধাংশু-অদর্শনে বিষাদনিমগ্না প্রকৃতি দেবীর নেত্র হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইতেছিল। এই দুর্যোগের সময় বসন্তসেনা শীর্ষে আতপত্র ধারণ পুরঃসর চারুদত্ত ভবনে উপনীত হইলেন। চারুদত্ত তৎকালে মৈত্রেয় সহিত বৃক্ষ বাটিকায় সমাসীন ছিলেন। তাঁহারা বসন্ত-সেনার অভ্যর্থনা করিয়া সাদরে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন বসন্তসেনার সহচরী উত্তর করিল যে, "সার্থবাহ বসন্ত-সেনাকে যে রত্নাবলী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা ইনি দ্যূতে হারিয়াছেন, এবং তদ্বিনিময়ে ইহাঁকে এই আভরণখানা দিতে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া মৈত্রেয় হস্তে আভরণখানি সমর্পণ করিল। শর্বিলক যে আভরণ অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, এই খানি সেই আভরণ; এতদ্দৃষ্টে মৈত্রেয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৃক্ষবাটিকায় সুখাসীন হইয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল সম্ভাষণ সুখ সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। পয়োধর পটল হইতে মুষলধারে বারিধারা নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং বৃক্ষবাটিকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। প্রফুল্ল পঙ্কজাননা বসন্ত-সেনা জাগরিত হইলেন। তদীয় পরিচারিকা তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "আর্য্যে, বর্দ্ধমানককে শকট সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া, আর্য্য চারুদত্ত জীর্ণোদ্যানে গমন করিয়াছেন।" এই সময়ে ধূতার (চারুদত্তের পত্নী) পরিচারিকা রজনিকা চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া তথায় সমাগত হইল। বসন্তসেনা শিশুটীকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "রজনিকে, এ শিশুটী কে? কি নিমিত্তই বা ইহার নয়ন-ইন্দীবরে নীহারকণা সন্নিভ অশ্রুবিন্দু সন্দৃষ্ট হইতেছে?" রজনিকা উত্তর করিল, "এ শিশুটী আর্য্য চারুদত্তের পুত্র। প্রতিবেশিক শিশুর সুবর্ণ বিনির্ম্মিত শকট লইয়া ক্রীড়া করিয়াছিল। এক্ষণে সে তাহা লইয়া গিয়াছে। সেই জন্য রোহসেন ক্রন্দন করিতেছে। আমি ইহাকে এই মৃণ্ময় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহাতে বৎসের হৃদয়ে সন্তোষ জন্মিতেছে না।" (এই স্থলে পাঠিকাদিগকে বলিয়া দিতে হইতেছে যে, এই মৃণ্ময় শকট হইতেই এই গ্রন্থখানির নাম মৃচ্ছ-কটিক হইয়াছে।) ইহা শুনিয়া বসন্ত-সেনা স্বদেহ হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক রোহসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন

"বৎস, এই অলঙ্কার গ্রহণ কর, ইহাতে তোমার সুবর্ণ শকট প্রস্তুত হইবে।" এই সময়ে বর্দ্ধমানক আসিয়া নিবেদন করিল, "আর্য্যে, আপনার উদ্যান গমনার্থ শকট সজ্জিত করিয়া পক্ষদ্বারে সংস্থাপিত করিয়াছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন, "মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, আমি অঙ্গে আভরণ বিন্যাস করি।" বর্দ্ধমানকও মনে করিল আমি শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিতে বিস্মৃত হইয়াছি; অতএব শকট লইয়া গিয়া, ইহাতে আস্তরণ সংযোজিত করিয়া আনি।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া বর্দ্ধমানক পুনরপি পক্ষদ্বার হইতে শকট লইয়া চলিয়া গেল। ঈশ্বরের লীলাখেলা কে বুঝিতে পারে? ঠিক এই সময়েই শকারের (রাজ-শ্যালক) ভৃত্য স্থাবরক স্বকীয় প্রভুর শকট সজ্জিত করিয়া সেই পথ দিয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। পথিমধ্যে জনৈক শকটচালক "ভাই আমার এই চাকাটা একবার আসিয়া ঠেলিয়া দাও," বলিয়া সকাতরে প্রার্থনা করাতে, স্থাবরক চারুদত্তের পক্ষদ্বারে শকট সংস্থাপিত করিয়া সাহায্যপ্রার্থীর মনোরথ সিদ্ধির নিমিত্ত গমন করিল। এই সময়ে বসন্ত-সেনাও নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেই শকটে প্রবেশ করিলেন। অনতিকালমধ্যে স্থাবরক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জীর্ণোদ্যানাভিমুখে শকট সঞ্চালিত করিল।

দৈব বিচেষ্টিত কাহারও বোধগম্য নহে। যদ্দ্বারা কাহারও পতন হয়, তাহাই আবার অপরের সৌভাগ্যসোপান রূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই সময়ে কারারুদ্ধ আর্য্যক শর্বিলক সাহায্যে কারাগার হইতে বিনির্গত হইয়া চারুদত্তের পক্ষদ্বার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। বর্দ্ধমানকও শকটে আস্তরণ বিস্তৃত করিয়া ঠিক্ সেই সময়েই পক্ষদ্বার সমীপে সমাগত হইল। আর্য্যক সজ্জিত শকট দৃষ্টে তদভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বর্দ্ধমানকও নিগড়শব্দ নূপুর শব্দ মনে করিয়া বসন্ত-সেনাই শকটে আরোহণ করিলেন বলিয়া স্থির করিল; এবং জীর্ণোদ্যানে যথায় চারুদত্ত অবস্থিতি করিতেছেন, বসন্তসেনাকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইবে, এই আশয়ে শকট সঞ্চালিত করিল।

অনতিবিলম্বেই বীরক এবং চন্দনক নামে রক্ষিদ্বয় আর্য্যককে অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বীরক শকট সন্দৃষ্টে বর্দ্ধমানককে জিজ্ঞাসা করিল, "ওহে, ওখানি কাহার শকট, কে বা ও শকটে সমারূঢ় এবং কোথায় বা ও শকট যাইতেছে?" বর্দ্ধমানক উত্তর করিল, "এ শকটখানি আর্য্য চারুদত্তের, ইহাতে আর্য্যা বসন্ত-সেনা উপবিষ্টা আছেন, এবং ইহা জীর্ণোদ্যানাভিমুখে সঞ্চালিত হইতেছে।" ইহা শুনিয়া চন্দনক নামা রক্ষী কহিল, "ভাই বীরক, তবে আর

এ শকট দেখিতে হইবে না, বরাঙ্গনা বসন্ত-সেনা ইহাতে সমুপবিষ্ট হইয়া, মহাত্মা চারুদত্ত সন্নিধানে গমন করিতেছেন। এইরূপে ঈশ্বরানুগ্রহে আর্য্যক রক্ষি-হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। অনন্তর যখন সেই শকট জীর্ণোদ্যানে চারুদত্ত সন্নিধানে নীত হইল, তিনি বসন্ত-সেনা আসিয়াছেন মনে করিয়া, পরম প্রীতির সহিত তাঁহাকে শকট হইতে নামাইবার জন্য তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি শকট মধ্যে আর্য্যককে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কে? আর্য্যক উত্তর করিল "আমি আর্য্যকনামা গোপাল। নরপতি কিম্বদন্তী শ্রবণে আমাকে ধরিয়া আনিয়া কারাগারে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তথা হইতে পলায়ন করিতেছি; মহোদয়ের আমি শরণাগত, মহোদয় আমাকে রক্ষা করুন।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত বর্দ্ধমানককে আদেশ করিলেন, "বর্দ্ধমানক, ইহাঁর চরণ হইতে নিগড় উন্মুক্ত করিয়া, ইহাঁর অভিমত স্থানে ইহাঁকে রাখিয়া আইস।" আর্য্যক তথা হইতে প্রস্থান করিলে, চারুদত্ত প্রিয় মিত্র মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "সখে, আমার বাম নেত্র স্পন্দিত হইতেছে, এবং হৃদয় বিনা কারণে বিষাদপূর্ণ হইতেছে, বসন্ত-সেনাও আসিলেন না, তবে চল গৃহে ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া তিনি মৈত্রেয় সমভিব্যাহারে চলিয়া গেলেন।

এদিকে শকারের (রাজশ্যালকের) ভৃত্য স্থাবরক যানারূঢ় বসন্ত-সেনাকে লইয়া প্রভু সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। যানমধ্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসন্ত-সেনাকে সন্দর্শন করিয়া শকারের আর আনন্দের সীমা রহিল না। সে ভৃত্যকে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া বিশ্রাম করিতে আদেশ করিল, এবং বসন্ত-সেনাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বিশাল-নেত্রে, আমি তোমার চরণে যে সমস্ত অপরাধ করিয়াছি, তুমি এক্ষণে আমার সে সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর, আমি এই তোমার পদতলে পতিত হইতেছি।" বসন্ত-সেনা বলিলেন," তুমি দূর হও, আমার সমক্ষে এরূপ কুৎসিত কথা কহিও না।" এই কথা শুনিয়া শকার সাতিশয় ক্রুদ্ধ এবং "যেরূপ দ্বাপর যুগে চাণক্য সীতাকে বিনাশ করিয়াছিল, ও জটায়ু কর্ত্তৃক যেরূপ দ্রৌপদী নিহত হইয়াছে, অদ্য আমিও তোমাকে সেইরূপ বিনাশ করিব।"* বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিল। "হা মাতঃ! তুমি কোথায়! আর্য্য চারুদত্ত! তোমার চরণকমলে প্রণিপাত!" এই বলিয়া বসন্ত সেনা তার স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শকার আরও সংক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। প্রভঞ্জন তাড়িত লতার ন্যায়

* রাজশ্যালকের পুরাণে নূতন বিদ্যার পরিচয় ইহাতে আছে।

বসন্ত-সেনা চৈতন্যরহিতা হইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন। অনন্তর সেই নৃশংস শকার শুষ্ক পর্ণরাশি একত্র করিয়া, তদ্দ্বারা বসন্ত-সেনাকে আচ্ছাদন করিল। অতঃপর সে স্থির করিল যে বিচারালয়ে গিয়া লিখাইয়া দিয়া আসি যে "চারুদত্ত অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বসন্ত-সেনাকে মারিয়া ফেলিয়াছে"। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই দুরাচার বিচারালয়াভিমুখে যাত্রা করিল।

এই সময়ে শ্রমণক বেশধারী (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) সংবাহক প্রক্ষালিত বস্ত্রখণ্ড শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, যথায় বসন্ত-সেনা চৈতন্য-শূন্যা পতিত ছিলেন, তথায় সমুপস্থিত হইল। শুষ্ক পর্ণরাশির মধ্য হইতে অলঙ্কারভূষিত রমণীহস্ত যেন বহির্গত হইতেছে, এইরূপ বোধ হইল। এইরূপ বোধ হওয়াতে, সে অগ্রসর হইয়া উত্তমরূপে দেখিতে লাগিল, এবং বসন্ত-সেনাকে চিনিতে পারিল। বসন্ত-সেনার তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, তিনি শ্রমণককে দেখিয়া জল চাহিলেন। দীর্ঘিকা তথা হইতে বহুদূরে, এই বিবেচনায় শ্রমণক স্বকীয় আর্দ্রবসন নিপীড়িত করিয়া তাঁহার মুখে সলিলধারা সিঞ্চন করিল। এইরূপে বসন্ত-সেনা কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্তা হইলে, সংবাহক কহিল "অনতিদূরস্থ বিহারে (বৌদ্ধমঠ) আমার ধর্ম্ম-ভগিনী অবস্থিতি করেন, আপনি তথায় গিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বাটী যাইবেন।" এই বলিয়া শ্রমণক বেশধারী সংবাহক বসন্ত-সেনাকে লইয়া বিহারাভিমুখে গমন করিল। এই সংবাহককে পূর্ব্বে বসন্ত-সেনা দ্যূতক্রীড়কদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

আইসলণ্ড।

আইস্‌লণ্ড উত্তর আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটী বৃহৎ দ্বীপ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপকূলস্থ নর্ড (Nord) নামক অন্তরীপ গ্রীনলণ্ড হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে। ইহার পরিমাণ ৩৮,২০০ বর্গ মাইল, এবং লোক সংখ্যা ৬০,০০০। এই দ্বীপ এক্ষণে ডেন্‌মার্কের অধীন।

আইসলণ্ড দ্বীপের দক্ষিণভাগে অনেকগুলি বৃহৎ বৃহৎ উচ্চ নীচ পর্ব্বত আছে, এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বাহির হইয়া সমস্ত দ্বীপে ব্যাপ্ত হইয়াছে। দ্বীপবাসীরা এই সকল অসংখ্য পর্ব্বতের মনোরম উপত্যকা ভূমিতে আপনাদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। বড় বড় নদীর মোহানার নিকট, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেকানেক মহাজনী কুঠী নির্ম্মিত আছে; এবং সেই সকল কুঠীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু

সংখ্যক লোকে বাস করে। এই দ্বীপের মধ্যদেশ মরুভূমির ন্যায় বৃক্ষাদি বর্জ্জিত ও মনুষ্য সমাগমশূন্য। এই স্থানের ১০০ ক্রোশের মধ্যে কোন মনুষ্যের বাস দেখা যায় না। ইহার অধিকাংশই "জোকুল" নামক তুষারাচ্ছাদিত আগ্নেয় পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, এবং কিয়দংশ অগ্ন্যুৎপাত দগ্ধ ও বালুকাময়। ঐ সকল তুষারময় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে "কলকা জোকুল" নামক পর্ব্বতই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বৃহদাকার তুষার-খণ্ডে আবৃত হওয়াতে, সেইস্থানের মধ্যে উহা একটী অতিশয় মনোহর দৃশ্য হইয়াছে। এই দ্বীপে কতকগুলি হ্রদও আছে, তন্মধ্যে "মাইভান" নামক হ্রদই সর্ব্বপ্রধান।

আইসলণ্ডের সর্ব্বত্রই (বিশেষতঃ দক্ষিণাংশে) উষ্ণজলের প্রস্রবণ (Gysers) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল "গয়সার" হইতে অত্যন্ত উত্তপ্ত জল বহু উচ্চে উৎক্ষিপ্ত হয়। "গ্রেট গয়সার" (The Great gyser) নামক একটী বৃহৎ প্রস্রবণ হইতে প্রায় ৩২ ফিট পরিধি পরিমিত উত্তপ্ত জলের স্তম্ভ ২০০ ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। জল উত্থিত হইবার পূর্ব্বে এককালে অনেকগুলি কামানের শব্দের ন্যায় একপ্রকার ভয়ানক শব্দ হইয়া থাকে, এবং তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত শুনা যায়। এই সকল গয়সার ব্যতীত কোন কোন স্থানে গলিত গন্ধকের প্রস্রবণ, কোথাও বা অত্যুষ্ণ কর্দ্দমময় বিস্তীর্ণ স্থান, এবং কোথাও বা ভূমি হইতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি ও বহুল পরিমাণে বাষ্প সমুত্থিত হইতেও দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই দ্বীপ পর্ব্বত সমাকুল; এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে অধিকাংশই আগ্নেয়; এবং বহু সংখ্যক পর্ব্বত হইতে অদ্যাপিও নিয়ত অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলের নিকটবর্ত্তী "কাট্‌লেজিয়া" নামক আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইয়া বড় বড় ৫০টী শস্যের গোলা একবারে দগ্ধ হইয়াছিল এবং ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে "স্কীদারা" নামক পর্ব্বত হইতে, তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত হইয়া, তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বহুদূরব্যাপী কর্ষিত ভূমি কেবলমাত্র গলিত ধাতু দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল; এবং অঙ্গারাদি পাতে সমুদ্রের জল এতদূর দূষিত হইয়াছিল যে উপকূলের নিকটে আর কোন প্রকার মৎস্যাদি জলজন্তু জীবিত ছিল না। এই ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতের ফল স্বরূপ দুর্ভিক্ষ ও রোগাদিতে দ্বীপের প্রায় ৯০০০ লোক, এবং সহস্র সহস্র পশ্বাদি মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছিল। "হেক্‌লা" পর্ব্বত হইতেও নিয়ত অগ্ন্যুৎপাত হয় বটে, কিন্তু তাহা এরূপ বিপদজনক

RARE BOOK

Temp 3875-dt-26/8/09

নহে। "ষ্নীফেল জোকুল" নামক পর্ব্বতই আইসলণ্ডের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, ইহা উর্দ্ধে ৪৬০০ ফিট্; হেকলা পর্ব্বত প্রায় ৪৪০০ ফিট্ উচ্চ। দক্ষিণ এবং পশ্চিম উপকূলের নিকট সমুদ্র হইতে সময়ে সময়ে দুই একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উত্থিত হয়, এবং ইহার মধ্যে অদ্যাপিও কতকগুলি বর্ত্তমান আছে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম উপকূলের নিকট হইতে একটী দ্বীপ উঠিয়া, পুনরায় এক-মাসের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আইসলণ্ডে অনেক অরণ্য ছিল; কিন্তু এক্ষণে সে সমুদায় কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এবং সেই সকল স্থান বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। আজকাল আইসলণ্ডে বন জঙ্গলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প—এমন কি একস্থানে কতকগুলি বৃক্ষ একত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যেখানকার বৃক্ষ সকল ১০ ফিটের অধিক উচ্চ হয় না।

গ্রীষ্মারম্ভে গ্রীন্‌লণ্ড হইতে বৃহদাকার তুষারখণ্ড (Glaciers) বায়ুতাড়িত হইয়া, আইসলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে সচরাচর আসিয়া সংলগ্ন হয়। ইহাতে চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু এত শীতল হয়, যে সে সকল স্থানে শস্য উৎপাদন অতিশয় কষ্টকর হইয়া পড়ে। তদ্ভিন্ন, সমুদ্রের জল এত শীতল হয় যে মৎস্য ও অন্যান্য জলজন্তু কূলের নিকট হইতে বহুদূরে পলায়ন করে; ইহাতে দ্বীপবাসীদের আহারের অত্যন্ত ক্লেশ হয়। ঐ সকল চতুর্দ্দিকস্থ তুষার পর্ব্বতের আয়তন এত বৃহৎ যে তাহাদের সম্পূর্ণরূপে গলিত হইতে ২।৩ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়। কখন কখন এই সকল পর্ব্বতের সহিত শ্বেতভল্লুক ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু আসিয়া, গৃহপালিত পশ্বাদি বিনাশ করিয়া দ্বীপবাসীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। সুবিধা পাইলে মনুষ্যেরও প্রাণ পর্য্যন্ত সংহার করিয়া থাকে।

পূর্ব্বে আইসল্যাণ্ডে কৃষিকার্য্যের খুব চলন ছিল; কিন্তু আজ কাল দ্বীপবাসীরা বহু পরিমাণে পশ্বাদি পালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ সুবিধাজনক বোধ করে। এক্ষণে সমগ্র দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ মাত্র শস্যের গোলা আছে; এবং কৃষকগণ মুদ্রা অথবা ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য দ্বারা রাজাকে কর দিয়া থাকে। পশ্বাদির সংখ্যা এইরূপ:—মেষ ৫০০০,০০০; অশ্ব ৫৫০০০; এবং অন্যান্য পশু ৪০,০০০; এই সকল পশু হইতে প্রতি বৎসর প্রায় একলক্ষ পাউণ্ড পশম, বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। উপকূল বাসীরা মৎস্যব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। মৎস্য, দুগ্ধ, ও মাখন দেশের প্রধান খাদ্য সামগ্রী; মাংস ও রুটী কেবল ভোজের সময় ব্যবহৃত হয়। "লাইচেন্ আইল্যাণ্ডিকস্" নামক ঘাসের ন্যায় এক প্রকার দ্রব্যও লোকে সচরাচর খাইয়া

থাকে। কাফি, মদ্য, ও অন্যান্য পানীয় বিলাস দ্রব্য, ধনী ব্যতীত অপর কাহারও ভোগ্য নহে। কড ও অন্যান্য মৎস্য, তিমি মৎস্যের তেল, মেষ-মাংস, পশম, নানারূপ পাখীর পালক, ও পক্ষক, এই সকল দ্রব্য সচরাচর বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ধাতুর মধ্যে কেবল তাম্র ও লৌহ সর্ব্বদা পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা বিশেষ কোন ব্যবহারে আইসে না।

শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য আইস্‌লণ্ড দ্বীপ "ফিয়র্ড নঙ্গ (fiordnung, ইংরাজী district) নামক তিনটী বৃহৎ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক "ফিয়র্ড-নঙ্গ" আবার "সাইসেল" (syssel ইংরাজী sherifdom) নামক ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত। এখন সর্ব্বশুদ্ধ ১৯টী "সাইসেল" আছে। প্রতি "সাইসেলে" "সাইসেল ম্যান" নামক রাজকর্ম্মচারীর হস্তে বিচার ও রাজকীয় কর আদায়ের ভার ন্যস্ত আছে। সমগ্র দ্বীপটী একজন stiftamtman বা গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। ইনি স্বয়ং ডেন্মার্কের রাজা কর্ত্তৃক নিয়োজিত; এবং ইহার শাসনকাল পাঁচ বৎসর মাত্র। ইহার অধীনে দুই জন amtmen বা ছোট লাট নিযুক্ত থাকে; তাহাদের মধ্যে একজন পশ্চিম এবং অপর ব্যক্তি পূর্ব্ব ও উত্তর অংশের শাসন কর্ত্তা। রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় "আল্‌থিং" (Althing) নামক মহাসভার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই সভায় ২০ জন মাত্র সভ্য ও রাজধানী হইতে একজন, এবং প্রতি "সাইসেল" হইতে একজন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়।

"রেইক্যাভিক্" আইস্‌লণ্ডের রাজধানী। ইহার লোকসংখ্যা ৯০০ মাত্র সমস্ত দ্বীপের মধ্যে এইটীই কেবল প্রকৃত নগর নামে খ্যাত হইতে পারে- ইহা দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে "ফ্যাক্‌স্ ফায়র্ড" নামক নদীর মোহানার নিকট স্থাপিত। ইহাতে কেবল মাত্র দুইটী রাজপথ আছে, তন্মধ্যে একটী নগরের প্রান্তে, নদীর ধারে; এই স্থানে কেবল মহাজন ও সওদাগরদিগের বাস। নগরের মধ্য ভাগে "ট্যাট্‌স্রোএড্" প্রধানতম বিচারপতি, আইস্‌লণ্ডের বা ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও "ল্যাণ্ডফোগেড্" বা রিসিবার জেনারলের বাসস্থান। গবর্ণর জেনারলের প্রাসাদ নগরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। এই নগরের ২।৩টী বাটী ব্যতীত অন্যান্য সমুদায় বাটীই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাদ্দেশে একটী করিয়া ভাণ্ডার ও ক্ষুদ্র বাগান আছে; বাগানে আলু, কপি, ও অন্যান্য তরকারী উৎপন্ন হয়। রেইক্যাভিকে একটী গির্জ্জা আছে, এবং তাহার নিকটে একটী পুস্তকালয়ও আছে; পুস্তকালয়ে পুস্তকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০০ মাত্র।

আইস্‌লণ্ড বাসীরা আদিম স্ক্যাণ্ডিনিয় বংশ হইতে সমুৎপন্ন। পুরুষদের শরীরের আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ ঈষৎ লাল, কেশ ধূষর বর্ণ; এবং মুখের আকৃতি সরলতা-ব্যঞ্জক। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও ঈষৎ খর্ব্বাকার। কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদিগকে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ইতর লোকদিগের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য চারিটী সামান্য প্রকারের চিকিৎসালয় আছে; কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না।

সামান্য রকমের লেখাপড়া আইস্‌লণ্ড বাসীদের মধ্যে প্রায় সকলেই জানে। রাজধানীর নিকটবর্ত্তী "বেসেস্‌ট্যাড্‌" নামকস্থানে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত এক বিদ্যালয় আছে; তথায় বহুলোকে অধ্যয়ন করে। কোন কোন ধনিসন্তান কোপেনহেগেনে আসিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়, গথিক এবং আইস্‌লণ্ডীয় ভাষা পূর্ব্বে একরূপই ছিল; কিন্তু টিউটন ভাষার সহিত সংস্রব থাকাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অতএব আইস্‌লণ্ডীয় ভাষাই এক্ষণে এই তিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। অতি পুরাকালে এই ভাষা "দংস্কতুঙ্গা" নামে অভিহিত হইত; পরে আইসলণ্ডবাসীরা ইহাকে "নরীণা" (Narrœna) ভাষা বলিত। কিন্তু আজকাল ঐ প্রকার ভাষা অন্য কোথাও প্রচলিত না থাকায় উহাকে আইসলণ্ডীয় ভাষাই বলিয়া থাকে।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইন্‌গউল্ফ নামক এক সম্ভ্রান্ত নরওয়েবাসী, এই দ্বীপে প্রথম আসিয়া রেইক্যাভিকে আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। ইহার অনতিবিলম্বেই তাঁহার দেখাদেখি বহুসংখ্যক ধনী ও বিখ্যাত বংশীয় নরওয়েবাসী সেই কালের নরওয়ের রাজা "হারল্‌ড্‌ হারপাগ্রা"র অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আহারা তথায় বিচারকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া এবং "আল্‌থিং" নামক বৃহৎ জাতীয় সভা সংগঠিত করিয়া এক প্রকার প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী স্থাপন করিলেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে আইস্‌লণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ১০৫১ খৃষ্টাব্দে "আইস্রীফ্‌" নামক একজন ধর্ম্মযাজক এই দ্বীপে রোমান অক্ষরে লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দেন। ইতিপূর্ব্বে পুরাতন আইসলণ্ডীয় লেখাই অতি সামান্যরূপ চলন ছিল; অতএব নূতন লেখার চর্চা বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকের ভাষা

শিখিবার ও সেই ভাষায় পুস্তক লিখিবার ইচ্ছাও বলবতী হইয়াছে।*

১২৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা নিবন্ধন দ্বীপবাসীরা স্বতঃই "হাকো" (Haco) নামক নরওয়ে-রাজের অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু দ্বীপের শাসন প্রণালী সেই পূর্ব্ববৎই রহিল। অবশেষে ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে, নরওয়েও সম্পূর্ণরূপে ডেমার্কের অধীন হইয়া পড়িল।

শিক্ষিতা মহিলাদিগের ত্রুটি।

মাঝে মাঝে আধুনিক শিক্ষিতা মহিলাদিগের নিন্দা শুনা যায়। স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীগণ যে সকল অলীক অপবাদ আনয়ন করেন, তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী যাঁহারা, যাঁহারা সমাজের হীনাবস্থা দর্শনে মর্ম্মান্তিক ব্যথিত, যাঁহারা রমণীকুলের হিতকামনায় অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং করিতেছেন, তাঁহারাও সময়ে সময়ে শিক্ষিতা মহিলাদিগের দুই একটী ত্রুটি দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি উপায়ে এই ত্রুটী দূর হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বোধ হয় কেহই বিশেষ চিন্তা করেন না।

শিক্ষিত মহিলাদিগের নামে অভিযোগ প্রধানতঃ তিনটি:—(১) তাঁহারা ইংরাজানুকরণ প্রিয়, (২) গৃহকর্ম্মে অপটু, অতএব (৩) অপরিমিতব্যয়ী। অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ অমূলক নহে। কিন্তু এই দোষে শিক্ষিতা মহিলাকে অভিযুক্ত করিয়া, দোষটা শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইলে বড়ই অবিচার হয়—বলিতে কি, শিক্ষিতা মহিলাকেও এই সকল দোষের জন্য নিন্দা করা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রথমতঃ ইংরাজানুকরণ। আজ কাল সমস্ত বঙ্গ সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত। ইংরাজানুকরণ রোগ অগ্রে পুরুষ সমাজকে আক্রমণ করিতে না পারিলে হাওয়ায় চড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিত না। দূষণীয় বিদেশীয় অনুকরণ যদি কিছু আসিয়া থাকে, পুরুষগণই তাহার প্রবর্ত্তক ও প্রশ্রয়দাতা। আর ইংরাজানুকরণ সকল সময়েই দূষণীয় নহে।

---

* নূতন লেখার প্রচলন হইবার পরই আইসলণ্ডীয় ভাষায় দুই একখানি ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। "এয়ার থরজিলসন্" (Are Thorgillson) নামক একজন লেখক দুই খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আইসলণ্ডের ইতিহাসই প্রধান। "শ্নরো ষ্টর্লি" (Snorro Sturtle) নামে আর এক জন বিখ্যাত লেখক নরওয়ের এক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১১২০ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সভার সভ্যগণের দ্বারা এক বৃহৎ আইন পুস্তকও প্রণীত হইয়াছিল। ১০২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আইসলণ্ডে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য প্রচলিত হয়।

ইংরাজেরা অনেকাংশে সভ্যতর, তাহাদিগের রুচি উৎকৃষ্টতর, তাহাদের ন্যায় আমাদের আভরণ ও রুচি যাহাতে পরিমার্জ্জিত হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টিত হওয়াই উচিত। তবে প্রতি কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে ইংরাজানুকরণ সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে এবং স্থল বিশেষে ইষ্টকর না হইয়া অনিষ্টকর হইয়া থাকে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না।

আর একটী কথা, অনেক বিষয়ে ইংরাজী রুচি অনুসারে চলিতে গেলে অর্থের সচ্ছন্দতা চাই; সেখানে দরিদ্রের পক্ষে ইংরাজানুকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও পরিত্যাজ্য।

অভিভাবকগণ একটু বিবেচনা পূর্ব্বক প্রথম হইতে যদি বালিকাদিগকে সাবধানে চালান, এবং আপনারা সাবধানে চলেন, তাহা হইলে কোন অতিরিক্ত অনুকরণ গৃহে স্থান পাইতে পারে না। বালিকাদিগের সমক্ষে ইংরাজ সমাজ সম্পূর্ণ আদর্শ রূপে ধারণ করিলে তাহারা স্বভাবতঃই সকল বিষয়েই ইংরাজরীতির পক্ষপাতী হইবে। সে সমাজের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিয়া দেখান কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ কর্ম্মে অপটুতা। মাতা যাহা জানেন, কন্যা তাহা জানে না, জানিবে না; মাতা মাতামহী যাহা করিতে পারিতেন, এবং আজন্ম করিতেছেন, নব্য কন্যাসম্প্রদায় তাহা পারে না, পারিবে না। এখানেও আরম্ভে বালিকাদিগের কিম্বা শিক্ষার দোষ নাই। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী মহোদয়গণ কন্যাদিগের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে অতি আগ্রহবশতঃ গৃহ কর্ম্মের দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই। এজন্য আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দিতেছি না, যাহা হইয়াছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু এখন যখন আমাদিগের চারিদিক দেখিবার অবসর হইয়াছে, তখন যেমন বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে, তেমনই গৃহকর্ম্ম শিক্ষা সম্বন্ধে সমান মনোযোগী হইতে হইবে। আজও মাতা, মাতামহীগণ আপনাদিগের লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করিয়া, কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার্থ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুর ঘরেও ভাল বর পাইবার আশায় বালিকার সহিত বর্ণপরিচয়—বোধোদয়ের পরিচয় হয়। কন্যা গুলিরও সংস্কার যে লেখা পড়াই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার, গৃহকর্ম্ম গৃহধর্ম্ম রাতারাতি শিখিয়া লওয়া যায়, অথবা ভাগ্য থাকিলে শিখিতেও হয় না, অন্নপূর্ণার রন্ধনের ন্যায় অলক্ষ্যে অক্লেশে কাজ গুলি আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যায়। এই অবিবেচনার ফলে বিবাহের পর শিক্ষিতা সীমন্তিনী অনেক রমণী অসুখী হয়, অনেকে অনভ্যাস বশতঃ গৃহকর্ম্মের ভারে পীড়িত হইয়া পড়ে। এই কারণে অনেক সময় পিতা মাতা দরিদ্র বরে কন্যা দান করিতে শঙ্কিত হয়েন; বিবাহার্থী মনে

করে নিজের বিদ্যার গর্ব্বে অথবা অন্যত্র অধিক ধন সম্ভোগের আশায় কন্যা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে।

পিতা মাতা অনেক সময়ে বালিকাকে গীতবাদ্য, চিত্র প্রভৃতি সুন্দর ও সুকুমার বিদ্যা শিক্ষা দিতে যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম্ম শিখাইবার জন্য কিছুই করেন না। সকল বিষয়ই দক্ষতা—শিক্ষা ও অভ্যাস সাপেক্ষ। জলে না নামিয়া কেহ সাঁতার শিখে না, দুই চারি মাস না রাঁধিলে কেবল পাকপ্রণালী বা রন্ধনরহস্য প্রভৃতি বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ সুপাচিকা হইতে পারে না। সুমাতা ও সুগৃহিণীর কর্ত্তব্য তিনি কন্যাকে অল্প বয়স হইতেই যথাসম্ভব গৃহকর্ম্মে আপনার সহচারিণী এবং সহকারিণী করেন। যে রমণী ষোড়শ কিম্বা সপ্তদশ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহের কোন ধার ধারে নাই, সংসারে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ তাহার বড়ই কষ্ট হইবে। সে স্বভাবতঃই দাস দাসীর হস্তে সংসারের অনেক ভার ন্যস্ত করিয়া আপনাকে কষ্ট মুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

যে সকল বালিকা আধুনিক রীতিমতে স্কুলে পড়ে, তাহারা লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাই শেখে। এই দ্বিতীয় শিক্ষা অংশতঃ অসম্পূর্ণ থাকে। সাধারণতঃ বালিকার পশমের কাজ ইত্যাদি (Fancy work) শিক্ষা করে। কাটা কুটির কাজ (plain work) তত রুচিকর নহে, কর্ত্তৃপক্ষেরাও উহা শিখাইবার জন্য ততটা পীড়াপীড়ি করেন না। প্রথম প্রকারের উপকরণ সংগ্রহ করিতে অর্থ ব্যয় হয়, অথচ জিনিষটি প্রস্তুত হইলে উহা বিশেষ ব্যবহারে আসে না। যাঁহাদের সৌখীন বৈঠকখানা ঘর (Drawing Room) নাই, তাহাদের সুন্দর সুন্দর পশমী (antimacasar cushion) দিয়া কি হয় জানি না। কথায় কথায় আর একটী কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে পশমের টুপির কোন আবশ্যকতা নাই, অনেক গৃহিণী ছেলের গায়ে একটী সাদা জামা পরাইয়া, তাহার বক্ষ ও পদদ্বয় অনাবৃত রাখিয়া মাথায় পশমের ভারি টুপি ও গলায় সুদীর্ঘ গলাবন্দ জড়াইয়া দেন কেন কেহ বলিতে পারেন?

বালিকারা যদি আপনাদের পিতা মাতার এবং ভাই ভগিনীর গাত্র বস্ত্র কাটিতে ও সেলাই করিতে পারে, তাহা হইলে গৃহের ব্যয় অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। ইংরাজ মহিলাগণ এ সকল কার্য্যে আশ্চর্য্য নিপুণ।

অনেকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন। ব্রাহ্মসমাজে যে বস্ত্র পরিধান রীতি প্রচলিত হইয়াছে, আমাদিগের মতে উহা উৎকৃষ্ট। বস্ত্রের সংখ্যা পরিবর্ত্তন না করিয়া অবস্থানুসারে উহার মূল্য পরিবর্ত্তন করিলেই ভাল হয়। ধনীর স্ত্রী যে দরের বস্ত্র পরিধান করেন, দরিদ্রের পত্নীর সেই

দরের কাপড় না হইলে যেন সমাজে চলিতে ফিরিতে লজ্জা না হয়। ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ এবং মূল্যবান্ পরিচ্ছদ একই কথা নহে। অনেকের সংস্কার রেশমী কাপড় পরিধান না করিয়া গৃহের বাহির হইতে নাই, প্রকাশ্য স্থানে গেলে ত একটি গুরুতর অন্যায় কাজ করা হয়, এ জন্য অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক মহিলাগণ তিরস্কৃত হইবেন। এ সংস্কার কোথা হইতে আসিল? কত দিনে দূর হইবে?

সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে, অলঙ্কারের জন্য শিক্ষিতা মহিলা অভিভাবককে ব্যস্ত করেন না। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে একদিকে স্ত্রীশিক্ষা অনর্থক ব্যয় হ্রাস করিতে চায়।

পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম—ঘরে পিয়ানো নাই,—হইবার বড় একটা সম্ভাবনাও নাই, এরূপ অবস্থায় ছয়মাস—এক বৎসরের জন্য বালিকাকে ইংরাজী বাজনা না শিখাইয়া এবং কেবল পশমের কাজ না শিখাইয়া যদি রন্ধনাদি এবং কাটাকুটি সাদা সেলাই শিখান হয়, তাহা হইলে অধিকতর উপকার হয়। অভিভাবকগণ বালিকাদিগের ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া এমন কাজ করেন, যদ্দ্বারা তাহাদিগকে ভবিষ্যতে নিন্দার পাত্রী এবং অসুখিনী হইতে হয়।

শিক্ষিতা মহিলাদিগের নামে যে রূপ অভিযোগ উপস্থিত হইতেছে, তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমরা এত কথা গুলি বলিলাম, কারণ অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্ব্বত্র প্রযুক্ত না হইলেও কিছু পরিমাণে সত্য এবং কালে সম্পূর্ণ সত্য এবং সাধারণতঃ প্রযুক্ত হইতে পারে। আমরা জানি 'শিক্ষিত মহিলা' নামই অযথা-প্রযুক্ত এবং বিদ্রূপসূচক। আমরাই জানি আমাদিগের বালিকারা যে শিক্ষা পাইতেছে, উহাতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইতেছে না। আমরা বুঝি এ শিক্ষা কত অসম্পূর্ণ, সুতরাং সময় সময় কত অপকারী। যাঁহারা বলেন অল্প বিদ্যা প্রলয়ঙ্করী, তাঁহারা তবে স্ত্রীশিক্ষার আরও উন্নতির জন্য যত্নশীল হউন। স্ত্রীলোকদিগের অল্প বিদ্যা প্রচলিত হওয়াতে যদি এতদপেক্ষা অধিকতর অনিষ্ট প্রসূত না হয়, তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিতে হইবে।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাস বৃদ্ধি।

নানা কারণে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রতিনিয়ত ক্ষয় হইতেছে। খুব ভারি এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখা যায়, চারিদিক্ দিয়া ঘোলা জল গড়াইয়া যাইতেছে। মেঘ হইতে যে জল পড়ে, তাহার সহিত বায়ু সংস্থিত ধূলিকণা ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অতি অল্প। তবে এত ময়লা, এত কর্দ্দম কোথা হইতে আসিল? যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে যে রাস্তা, ঘাট, বাটীর ছাদ, প্রভৃতির ধূলি কর্দ্দম ও আবর্জ্জনারাশি বৃষ্টির জলের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়াই উহা এত ময়লা হয়। বৃষ্টির সময় মাঠে যাও, সেখানেও দেখিবে চারিদিক দিয়া ময়লা জলের স্রোত চলিয়াছে। বৃষ্টির জলে মৃত্তিকার উপরিভাগ ধুইয়া যায় বলিয়াই এরূপ হয়। এই কর্দ্দমাক্ত জল নানা পথ দিয়া ক্রমে নদীতে গিয়া পড়ে, এবং স্রোতের বেগে সমুদ্র মধ্যে নীত হয়। এই জন্যই বর্ষাকালে নদীর জল এত ঘোলা হয়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করেন, তাঁহাদের স্নানের কাপড় ও গামছা গৈরিক বসনের ন্যায় হইয়া যায়। এই জন্য অনেকে এই সময় স্নানের জন্য স্বতন্ত্র বসন ব্যবহার করেন। সে যাহা হউক, আমাদের ন্যায় বৃষ্টিপ্রধান দেশে প্রতি বৎসর এইরূপে যে কত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যাইতেছে তাহা বলা যায় না। অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে পূর্ব্বে যে পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইত, এখন আর সে পরিমাণে হয় না। একথা স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে ভূ-পৃষ্ঠের বৃষ্টিজনিত ক্ষয় আরও অধিক ছিল।

বর্ষাকালে যে ঘোলা জল নদীতে গিয়া পড়ে তাহার সহিত ও নানাবিধ ছোট বড় নানা আকারের পদার্থ মিশ্রিত থাকে। গাছপালা জীবজন্তুর মৃতদেহ, কর্দ্দম, বালুকা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড এবং কখন কখন বড় বড় প্রস্তর পর্য্যন্ত নদী স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের দিকে নীত হয়। এই সকল প্রস্তরখণ্ড ক্রমে পরস্পরের সংঘর্ষণে মসৃণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া নুড়ীর আকার ধারণ করে। ভারি প্রস্তরখণ্ড সকল নদীর তলায় পড়িয়া স্রোতের বেগে গড়াইতে গড়াইতে যাইতে থাকে। নদীর স্রোত যতদূর বেশ প্রবল থাকে, ততদূর পর্য্যন্ত উহার সহিত যে কর্দ্দম ও অন্য পদার্থ থাকে তাহা বিশেষ বাধা ব্যতীত একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ স্রোত সমুদ্রের যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে, ততই সমুদ্রের বারিরাশির প্রতি-

যাতে উহার বেগ মন্দীভূত হইতে থাকে এবং উহার সহগামী কর্দ্দম প্রভৃতি নদীমুখের নিকটে সঞ্চিত হইতে থাকে। ক্রমে ঐ সকল সঞ্চিত পদার্থ এত উচ্চ হয় যে জোয়ারের সময় ভিন্ন সমুদ্রের জল উহার উপর উঠিতে পারে না। ইহাকেই ডেল্টা বা বদ্বীপ কহে। কালে সমুদ্র স্রোতের সাহায্যেও অন্যান্য উপায়ে নানাবিধ বৃক্ষ লতাদির বীজ ইহার উপর পতিত ও অঙ্কুরিত হইতে থাকে এবং ক্রমে ঐ সকল বৃক্ষ লতার পত্রাদি পড়িয়া ঐ নবজাত ভূ-খণ্ড এরূপ উচ্চ হইয়া উঠে যে জোয়ারের সময়েও সমুদ্রজল উহাকে প্লাবিত করিতে পারে না। তখন উহা কর্ষণোপযোগী ও মনুষ্যের বাসযোগ্য হয়। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে নিম্নবঙ্গের সমস্ত উর্ব্বরা ভূমি এইরূপে গঠিত হইয়াছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে বৃষ্টির জলে ক্রমাগত ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় সংসাধিত হইতেছে। এই ক্ষয় প্রাপ্ত ভূভাগের কিয়দংশ দ্বারা নূতন ভূমি গঠিত হয় বটে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই সমুদ্রের অতলগর্ভে সঞ্চিত হইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের তরঙ্গমালার আঘাতে উহার উপকূল ভাগের মৃত্তিকা ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। যদি এই সকল ক্ষতি পূরণের কোন উপায় না থাকিত, তাহা হইলে কালক্রমে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সমুদ্র জলে নিহিত হইয়া যাইত। কারণ, সমুদ্রের জলের উপর যে ভূভাগ জাগিয়া আছে তাহার পরিমাণ অপেক্ষা সমুদ্রের জল রাশির পরিমাণ অনেক অধিক। কিন্তু অনন্ত জ্ঞানময় পরমেশ্বর আশ্চর্য্য নিয়ম দ্বারা ইহার প্রতিবিধানের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। দুইটী কারণের প্রভাবে সমুদ্র গর্ভস্থ ভূভাগের কোন কোন অংশ মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকে। যদিও ঐ দুই কারণে ভূপৃষ্ঠের কোন কোন অংশ কখন কখন অবনত হইয়া যায়, তথাপি মোটের উপর উত্থাপিত অংশের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক। সে দুইটী কারণ কি?

(১) ভূকম্প। ভূকম্পের কারণ নির্ণয় করা অথবা ইহাদ্বারা যে সকল ভয়ানক ব্যাপার সংসাধিত হয়, তাহা বর্ণন করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে কেবল ইহাই বলা আবশ্যক যে, অনেক সময় ভূকম্প-নিবন্ধন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের কোন কোন অংশ স্থায়িভাবে উন্নত বা অবনত হইয়া যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশের উপকূলভাগে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তাহার পর দেখা গেল যে, কন্‌সেপ্‌শন উপসাগরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি জল হইতে প্রায় চারি পাঁচ ফীট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। ঐ ভূমিকম্পে কন্‌সেপ্‌শন হইতে পঁচিশ মাইল দূরবর্ত্তী

সাণ্টা মেরিয়া নামক একটী দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ আট ফীট ও উত্তরাংশ দশ ফীটের ও অধিক উর্দ্ধে উত্থাপিত হয় এবং ঐ উত্থাপিত অংশে যে সকল শঙ্খ শুক্তি জাতীয় সামুদ্রিক জীব লাগিয়াছিল, তাহারা জলাভাবে মরিয়া যাওয়াতে চতুর্দ্দিক্ পূতিগন্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন জলনিমগ্ন এক খণ্ড বহু বিস্তীর্ণ প্রস্তরময় সমতল ভূমি ভূমিকম্পের পর জলের উপর জাগিয়া উঠে এবং পরিমাণ দ্বারা দেখা গেল যে, এই প্রদেশের সন্নিহিত সমুদ্রের গভীরতা প্রায় নয় ফীট কমিয়া গিয়াছে। যদিও পরে এই সমস্ত ভূভাগ কতক পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার অধিকাংশ অদ্যাপি স্থায়িভাবে উন্নত হইয়া আছে। অনেকে ইহা সম্ভব মনে করেন যে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ভাগের অধিকাংশ এইরূপে ক্রমাগত অল্পে অল্পে উত্থাপিত হইয়া শত শত ফীট উচ্চে উঠিয়াছে। ১৮১১ খৃষ্টাব্দের শেষ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিসিসিপি নদীর উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশে উপর্য্যুপরি ভূমিকম্প হয়। তাহাতে অনেক স্থান দহ পড়িয়া এত নামিয়া যায় যে ঐ সকল অংশ তদবধি হ্রদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোনটীর পরিধি প্রায় পঞ্চাশ মাইল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় ন্যাসান্যাল কন্‌গ্রেস নামে যে জাতীয় মহাসভা হয় তাহার একখানি উৎকৃষ্ট রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। পুস্তকখানি জাতীয় সম্পত্তি।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বদান্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৩। পৃথিবী মধ্যে পারিসের পুস্তকালয় সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহাতে ২০ লক্ষ পুস্তক আছে, তদ্ভিন্ন হাতের লেখা গ্রন্থ অনেক আছে।

৪। গ্রেট-ব্রিটেনে এক্ষণে ১৬৩ জন ভারতবাসী আছেন, ৮৩ জন হিন্দু ৪৪ জন মুসলমান ও ৩৬ জন পারসী।

৫। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ২ বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়েও একজন বাঙ্গালী রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন, তাঁহার নাম বাবু চন্দ্রনাথ মিত্র।

৬। তৃতীয় রাজকুমার ডিউক অব কনট বোম্বাইয়ের সেনাপতি হইয়া আসিয়াছেন।

৭। কোচবিহারের মহারাজ এবার সস্ত্রীক বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

মহারাণী সুনীতির যাত্রার পূর্ব্বে ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁহাকে এক অভিনন্দন দেন, তিনি তদুত্তরে এই কলেজকে রক্ষা করিয়া সর্ব্বতোভাবে ইহার উন্নতি সাধন করিবেন, আশ্বাস দিয়াছেন।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। মহাভারত আদিপর্ব্ব ও সভাপর্ব্ব—খ্যাতনামা কবি বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের পদ্যানুবাদ পাঠে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষা যেমন সরল, তেমনি মধুর হইতেছে। সংস্কৃত হইতে এ প্রকার অবিকল অনুবাদ করা সহজ ক্ষমতার কার্য্য নহে। আকৃতি হিসাবে পুস্তকের মূল্যও অতি সুলভ। এ কার্য্যে সাধারণের উৎসাহ দান নিতান্ত কর্ত্তব্য।

২। শান্তিজল—বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। সংসারী, উন্মত্ত, রোগী, শোকার্ত্ত, পাপী, তাপী ও দীন—পৃথিবীর এই সপ্ততাপে তাপিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে শান্তি দান করা এই "শান্তিজলের" উদ্দেশ্য। ইহার কবিতা সকল সুললিত ও বিশুদ্ধ এবং ইহার আদ্যন্ত বিশুদ্ধ ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। এই পুস্তক পাঠে প্রাণের অনেক জ্বালা জুড়াইবে, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইবে এবং নিরাশ আত্মা আশা ও ধর্ম্মের শান্তি লাভে সুখী হইবে।

৩। প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত—শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত, মূল্য ।৵১০ আনা মাত্র। ইহাতে ২১টী প্রাচীনতম আর্য্যরমণীর বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থকার অনেক অনুসন্ধান, যত্ন ও অধ্যবসায় দ্বারা এই মহার্ঘ রত্নগুলির উদ্ধার করিয়াছেন বামাবোধিনীতে ক্রমান্বয়ে বিবরণগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং পুস্তকের গুণ সম্বন্ধে আমাদিগের বলা বাহুল্য। প্রত্যেক পাঠিকা ইহার এক এক খণ্ড নিকটে রাখেন, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বামারচনা।

ঊষা-সমাগমে।

কে তুমি আমার বুকে
ঢালিলে অমৃত ধারা!
সহসা কিসের তরে
হইনু আপনা হারা! ১
অমন আদর করি
কে তোমারে জাগাইলে?
আ মরি সোণার বালা!
তুমি মা কোথায় ছিলে! ২
হেরি ও রূপের ছটা
জুড়া'ল নয়ন প্রাণ;
অঙ্গের সৌরভ কিবা
আনন্দে পূরিছে ঘ্রাণ। ৩
ললাটে পরেছ ফোঁটা
দশদিক্ উজলিছে;
মধুর মধুর ধারা
স্নেহ অশ্রু বিগলিছে। ৪
আহা কি মল্লার রাগে
ভরিয়াছ সপ্ত-স্বরা!
ব্যজন করিছ যেন
স্বরগের সুধা ভরা। ৫
অমনি সোণার মুখ
আমি বড় ভাল বাসি—
মলিনতা লেশ নাই
কথায় কথায় হাসি! ৬
সরল তরল হাসি
কপোলে মিলায় হায়!—
হ্যাঁ মা তুমি কার মেয়ে
বল বল পড়ি পায়! ৭
এমন মনের মত
কে তোমারে সাজাইল,
অমূল রতন এত
কাহার ভাণ্ডারে ছিল? ৮
যোগীর যোগের বল
শিশুর ঘুমন্ত হাসি!
প্রেমিকের সুখ-অশ্রু
প্রভাতে ললিত বাঁশি! ৯
যা হও তা হও আমি
কিছু না বলিতে জানি,
নিরুপমা মনোরমা!
এই মাত্র মনে জানি। ১০
দেখা'তে স্বর্গের আলো
ভালবাসা মধুরতা,
তোমারে আনন্দময়ি,
কেউ কি পাঠা'ল হেথা? ১১
যেই জন সাজাইলা
(কেন ছটা! এ মাধুরী!)
ধন্য ধন্য কারু সেই!
ধন্য বটে কারিগরি! ১২
বিচিত্র শকতি হেন,
প্রেম-মাখা কর যাঁর,
আমার প্রাণের সাধ
দেখি তাঁরে একবার।— ১৩
জানিনে বুঝিনে, শুধু
দেখে শুনে এই চাই
অনন্ত কালের তরে
তাঁর নামে ডুবে যাই! ১৪

প্রিয় প্রসন্ন রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৯ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪—জুন ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বি এ, এফ এ, ও প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বি এ পরীক্ষায় ৪৫০ ও এফ এ ৮৪৫ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজ হইতে কুমারী কুমুদিনী কাস্তগিরি ও নির্ম্মলা সোম বি এ হইয়াছেন। অধিক আহ্লাদের বিষয় নির্ম্মলা সোম ও তাঁহার স্বামী জি সি সোম একসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ দৃশ্য অতি সুন্দর। বিদ্বানের স্ত্রীরা আর স্বামীর নামে পরিচিতা হইবেন না, স্বনামখ্যাত হইবেন।

পত্রিকার জুবিলী—আমরা বামাবোধিনীর ২৫ বৎসরের জুবিলী করিতে যাইতেছি, বেলজিয়মের ম্যাডাম প্যাপ নাম্নী এক মহিলা তাঁহার সম্পাদিত 'জর্ণাল ডি ব্রজিস' নামক দৈনিক পত্রের ৫০ বার্ষিক জুবিলী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এই পত্রিকা তাঁহার স্বামীর প্রতিষ্ঠিত।

রুস ভীতি—খিলিজী জাতি কাবুলের আমীরের প্রতি বিদ্রোহী হইয়াছে, রুস (সম্রাট্) পারস্যাধিপতির সহিত কি গোপনীয় পরামর্শ আঁটিতেছেন, এ দিকে মহারাজ দলীপ সিংহ রুসিয়া মহারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া রুসদিগের সহিত খুব মিশিতেছেন।

কলিকাতার স্মরণীয় ঘটনা—(১) গত ১৪ই মে টাউনহলে কলিকাতা-

বাসিগণ বাবু লালমোহন ঘোষকে সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছেন, পার্লেমেণ্টে তাঁহার সভ্য হইবার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। (২) ১৮ই মে ছোট লাট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিমাংশে 'ইডেন হোষ্টেল' নামক ছাত্রনিবাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার জন্য ১॥ লক্ষ টাকা মূল্যের একখণ্ড ভূমি দান করিয়াছেন, এবং গৃহ নির্ম্মাণার্থ ৮০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও উঠিবে। কলিকাতায় বিদেশীয় ছাত্রদিগের সচ্ছন্দে থাকা ও তৎসঙ্গে তাহাদের শিক্ষা ও চরিত্রের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে সুব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা আশা করি, এই ছাত্রনিবাস দ্বারা সে অভাব পূর্ণ হইবে।

দুর্ঘটনা—(১) ত্রিপুরার দুর্ভিক্ষ ক্রমে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে, সাধারণের সাহায্যে ইহার নিবারণ আবশ্যক হইয়াছে। (২) পিমেনো কোম্পানির যে টাসমানিয়া জাহাজে বিলাত হইতে মেল আইসে, ৫০ বৎসর ইহা চলিতেছে। সম্প্রতি ইহা ভূমধ্যস্থ সাগরের কর্সিকা দ্বীপের নিকট জলমগ্ন হইয়াছে। গুজরাটী লস্করদিগের পরিশ্রমে একটী আরোহীরও প্রাণনাশ হয় নাই, কিন্তু লস্করদিগের মধ্যে ১৮ জন মারা গিয়াছে। যোধপুর রাজের অনেক রত্নালঙ্কার জলসাৎ হইয়াছে। (৩) ইংলণ্ডের হেবেনপোর্ট হইতে ফ্রান্সে বহুসংখ্যক লোক লইয়া একখানি জাহাজ প্রতিরাত্রে আসিত, কোয়াসায় দিক্ নির্ণয় না হওয়াতে তাহা জলমগ্ন হইয়া অনেক লোক মারা পড়িয়াছে।

ধর্ম্মপ্রচার ও সংস্কার—মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায় ভারতবর্ষীয় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের জন্য একখানি কাগজ নানা ভাষায় প্রচার করিতেছেন, এক এক ভাষায় হাজার খণ্ড করিয়া ছাপিতেছেন। একটী ছাপাখানার জন্য অনেক হাজার টাকা তুলিয়াছেন। (২) মহারাষ্ট্রীয় মিসনের যে বালিকারা এদেশে জন্মেন, তাঁহারা এদেশে থাকিয়াই কার্য্য করিতে অধিক অনুরাগিণী। সাহেবদিগের অনুপস্থিতিতে তাঁহাদের স্ত্রীরা তাঁহাদের সকল কার্য্য চালাইয়া থাকেন। (৩) মুক্তি ফৌজের একজন সৈনিক এক দেশীয় স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছেন, পূর্ব্ব পশ্চিমের গাঢ় সম্মিলন তাঁহার উদ্দেশ্য।

স্ত্রীজাতির উন্নতি—(১) বঙ্গমহিলা সমাজের বৈশাখ মাসের অধিবেশনে আলীপুরের পশুশালার অধ্যক্ষ বাবু রামব্রহ্ম সান্যাল জীবদিগের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ নমুনা দেখাইয়া বক্তৃতা করেন এবং বানর জাতির বিশেষ বিবরণ বর্ণন করেন। সমাজে এরূপ বক্তৃতা মধ্যে মধ্যে হইবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। (২) পণ্ডিতা রমাবাই আমেরিকায় থাকিয়া "কিণ্ডার গার্টেন" প্রণালী শিখিতেছেন। তিনি আগামী বর্ষে ভারতবর্ষে আসিয়া এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদানের রীতি প্রবর্ত্তিত করিবেন।

রেলওয়ে ও সেতু—(১) কানাডায় রেলওয়ে হওয়াতে বিলাতের সংবাদ জাপান চিন প্রভৃতি স্থানে অতি অল্প দিনে আসিতেছে। (২) যোধপুর হইতে অমরকোট হইয়া সিন্ধু পর্য্যন্ত এক গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহা সম্পন্ন হইলে আগ্রা হইতে ধান্য চাউল মরুভূমি দিয়া সহজে সিন্ধুরাজ্যে আসিবে। (৩) বর্ম্মার মান্দালা রেলওয়ে প্রস্তুতপ্রায়। (৪) বিতস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের ছোট লাট তাহা খুলিয়াছেন।

গুণের পুরস্কার—ইংলণ্ডের রাজকীয় ভূগোল সভা নূতন স্থানের আবিষ্কর্ত্তাদিগকে মেডাল পুরস্কার দেন। আফগানস্থানের অনুসন্ধান জন্য সৈনিক পুরুষ হোড্রিক এবং তিব্বতের জন্য বাবু শরচ্চন্দ্র দাস পুরস্কার পাইয়াছেন।

ইংলণ্ডে জুবিলী—ভারতের অনেক হিন্দুরাজা জুবিলী দেখিতে বিলাত গিয়াছেন, মহারাজ গুইকুমারও যাইতেছেন। তারে সংবাদ আসিয়াছে, মহারাণী রাজপরিবারদিগকে লইয়া ইতিমধ্যে গরিবদিগের শিক্ষা ও আমোদোপযোগী ইষ্টলণ্ডন প্যালেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। জুবিলী উপলক্ষে ইংলণ্ডের উপনিবেশী সকলের এক মহা সভা লণ্ডনে বসিয়াছে, নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ড, ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানের প্রতি-নিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। সাধারণ শিক্ষা ও পূর্ত্তকার্য্যাদির উন্নতি সম্বন্ধে আলাপ হইতেছে।

পশুজাতির প্রতি দয়া—(১) বোম্বাইয়ের একজন প্রধান জজ বোম্বাইয়ের পশুরক্ষণশালা দর্শন করিয়া তাহার যথেষ্ট প্রশংসাসূচক রিপোর্ট করিয়াছেন। বৃদ্ধ রুগ্ন জন্তুদিগের বাসস্থানের ও আহারের স্বতন্ত্র সুন্দর ব্যবস্থা আছে, ঘোড়া গোরুদিগের চিকিৎসার কলেজ আছে। জীবের প্রতি দয়া বিষয়ে ইউরোপীয়েরা এদেশ হইতে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। (২) পুনা হইতে সাতারা হইয়া মহাবালেশ্বরে যে সকল ঘোড়া গোরু চালিত হয়, তাহাদিগের প্রতি কোন নিষ্ঠুর ব্যবহার না হইতে পারে, এজন্য গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্থান সকলের মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন।

ইংরাজ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি—জুলু-রাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়াতে দক্ষিণাফ্রিকা প্রায় সমস্তই ইংরাজাধি-

কৃত হইল। তথায় ওলন্দাজদিগের সামান্য অধিকার মাত্র রহিল।

স্ত্রীচিকিৎসা—কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল বিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগকে চিকিৎসা শিক্ষা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক সামান্যরূপ বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে জানেন ও পাটীগণিতের ভগ্নাংশ ও ত্রৈরাশিক পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি করা হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের ১০ জন বিনা বেতনে শিক্ষা করিবেন ও লেডী ডফারিণের ফণ্ড হইতে ৭৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে লইয়া যাইবার জন্য বিদ্যালয় হইতে গাড়ীর ব্যবস্থা করা হইবে। আমরা মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান, বিশ্রাম গৃহ প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছি, বন্দোবস্ত মন্দ নহে। স্ত্রীলোকদিগকে সকল প্রকার চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষা দেওয়া হইবে। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর হইবে।

জাপানে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার।

জাপানীরা গত ২০ বৎসরের মধ্যে সাধারণতঃ সকল বিষয়ে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন, আসিয়াখণ্ডের অন্য কোন জাতি এত অল্প সময় মধ্যে সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। জাপানে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা সমস্ত অধিবাসীর সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প, কিন্তু জাপানের অধিকাংশ লোকই শিক্ষাপ্রাপ্ত। ইংলণ্ড ও জর্ম্মণিতে নিয়ম আছে যে সকলকেই কিছুকাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। জাপানে এই নিয়ম অদ্যাপি প্রচলিত হয় নাই বটে, কিন্তু যাহাতে শীঘ্র প্রচলিত হয় তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষ হইতে শত বৎসরের মধ্যে যত সংখ্যক লোক ইয়োরোপ বা আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিতে গমন করিয়াছে, জাপান হইতে গত ২০ বা ২৫ বৎসর মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক সংখ্যক লোক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় গমন করিয়া শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা সভ্য রাজ্যে গমন করিয়া কেবল সাহিত্য ইতিহাসাদি শিক্ষা করেন না, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যও শিক্ষা করেন। জাপানে স্ত্রীশিক্ষাও ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য সবিশেষ যত্নবান্। জাপানে নগরে নগরে বালিকা বিদ্যালয়

আছে, আর সম্প্রতি ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগত জাপানীরা একত্রিত হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে উচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য একটী কালেজ সংস্থাপন করিয়াছেন। ঐ কালেজ ইংলণ্ডের গার্টন কালেজ নামক সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রী কালেজের অনুকরণে সংস্থাপিত। জাপান রমণীগণ বুদ্ধিমতী ও জ্ঞানোপার্জ্জনে উৎসাহবতী। এই কালেজে ইতিমধ্যে অনেক গুলি যুবতী ছাত্রী প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। অতি অল্প কাল মধ্যে জাপানী স্ত্রীলোকগণ যে উচ্চ শিক্ষা লাভে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবেন, যাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও স্বাভাবিক ক্ষমতা জানেন, তাঁহারা সে বিষয়ে বড় আশান্বিত।

জাপান দ্বীপের অধিপতি সম্রাট্ নামে অভিহিত। ইহার মহিষী অতি সুশিক্ষিতা। ইংরাজী ও অন্যান্য কয়েকটী ভাষায় ইহাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে। সম্প্রতি জাপানী স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদের কিরূপ সংস্কার হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে ইনি একটী সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় এক্ষণকার প্রচলিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়া একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা পাঠ করিলে তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও সুশিক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। জাপান সম্রাজ্ঞী স্বীয় রাজ্যে যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা বহুলরূপে বিস্তৃত হয়, তজ্জন্যও সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগিনী। জাপান অনেক বিষয়ে ভারতের দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের তীর্থ স্থান।

মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থ স্থান মক্কা। কিন্তু মক্কা ভারতবর্ষ হইতে বহুদূরে ও সমুদ্র পারে অবস্থিত বলিয়া ভারতবাসী মুসলমানদিগের পক্ষে তথায় গমন করা সুবিধাকর নহে। আজি কালি কুক কোম্পানী মক্কা যাত্রীদিগকে অল্পদিনে ও অল্প ব্যয়ে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু এতদিন এরূপ কোন সুবিধা ছিল না। মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকালে মক্কা তীর্থ এতদূর দুর্গম ছিল যে তাঁহারা অতুল ধনশালী হইলেও তথায় গমন করিতে সক্ষম হইতেন না। মক্কা তীর্থ বহুদূরে স্থিত এবং তথায় গমন করা কষ্টকর বলিয়া ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমানদিগের কতক গুলি তীর্থস্থান সৃষ্ট হইয়াছে। ধর্ম্মবীর মুসলমানদিগের গোরস্থানই মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। ভারতবর্ষে এরূপ অনেক মুসলমান তীর্থস্থান আছে। মুলতান নগরে কয়েকটী মুসলমান ধর্ম্মবীরের কবর

আছে। কথিত আছে কয়েকজন মুসলমান স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন হিন্দু রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন— সেই যুদ্ধে মুসলমানদিগেরই পরাজয় হয়। ঐ মুসলমান বীরদিগের সর্ব্ব-প্রধান বীর গোর্ সুলতানের কবর মুলতান নগরে আজও বর্ত্তমান আছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের মুসলমান ঐ স্থানে সর্ব্বদা তীর্থ করিতে গমন করেন। পীর গোর্ সুলতানের কবর ৩৫½ ফিট উচ্চ একটী মন্দির। আরও দুই তিনটী মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। তৎসমস্তও মুসলমান তীর্থ স্থান বলিয়া বিদিত। অনেক মুসলমান উহা দর্শন করিতে গিয়া থাকে।

আজমীর নগরে খোজা মনিউদ্দীন সঞ্জর নামক একজন মুসলমান মহা-পুরুষের সমাধি আছে। উহা ভারতীয় মুসলমানদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। ১২৩৫ খৃষ্টাব্দে সঞ্জরের মৃত্যু হয়, সেই অবধি উহা মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। সম্রাট আকবর আজমীরস্থ এই কবরে পদব্রজে তীর্থ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে তিনি পীর সঞ্জরের নিকট পুত্র সন্তান কামনা করেন এবং ইহার পর তাঁহার তিনটী পুত্র সন্তান হয়। আজমীর নগরে খোজা সাহেব নামক একজন মুসলমান পীরের কবর আছে। সকল শ্রেণীর মুসলমান বিশেষতঃ পাঠানগণ ইহা একটী প্রধান তীর্থ স্থান জ্ঞান করেন। ১২৩৫ শালে উক্ত পীরের মৃত্যু হয়, তদবধি মুসলমানগণের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য অবিচলিত রহিয়াছে। এই কবরের পার্শ্বে সম্রাট আকবর ও শাজাহান দুইটী মসজীদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। আকবর চিতোর লুঠ করিয়া যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য আনয়ন করেন, তাহা এই পীর খোজা সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল দ্রব্য ঐ মসজীদে আজও রক্ষিত আছে। দৌলত রাও সিন্ধিয়া হিন্দু হইয়াও আজমীরের মুসলমানগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য খোজা সাহেবের কবরের উপর রক্ষার্থ একটী স্বর্ণখচিত মূল্যবান চন্দ্রাতপ উপহার দেন।

দিল্লির নিকট মিরোলি নামক গ্রামে কুতব মিনারের অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত কুতব সাহেবের কবর আর একটী প্রধান মুসলমান তীর্থ স্থান। কুতব সাহেব একজন সুপ্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।

পঞ্জাবের অন্তর্গত পাখ্পট্টান্ নামক স্থানে বওয়া ফরিদের কবর আর একটী মুসলমান তীর্থ স্থান। ১২৬৭ শালে বওয়া ফরিদের মৃত্যু হয়। সম্রাট টাইমুর এই তীর্থ স্থান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। আজও এখানে প্রতি

বৎসর ৬০।৭০ হাজার মুসলমান তীর্থ করিতে গমন করিয়া থাকে।

পানিপতের নিকট কালন্দর্ সাহেব নামক এক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর আছে। দিল্লির মুসলমান সম্রাট গণ সর্ব্বদাই এই তীর্থ দর্শন করিতে যাইতেন। ১৮৫৭ শালে সিপাহির হঙ্গামার সময় এই স্থানে বহুসংখ্যক মুসলমান একত্রিত হইয়া ব্রিটিষ শাসনের বিরুদ্ধে "জেহাদ" বা ধর্ম্ম যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

মান্দ্রাজ প্রদেশে মুসলমানদিগের অধিক সংখ্যক তীর্থ স্থান নাই। যে কয়েকটী আছে, তন্মধ্যে একটী খুব প্রসিদ্ধ। উহা নটর আউইলার কবর নামে খ্যাত। ইহা ত্রিচিনপলি নগরে অবস্থিত। মুসলমানগণ ঐ নগরকে "নটর নগর" বলিয়া থাকে। ১৩১০ শালে নটর্ আউইলার মৃত্যু হয়। সেই সময় হইতে উহাঁর কবর তীর্থ স্থান রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

নিজামের রাজ্যে কুলবর্গা নামক নগরে "বন্দা নওয়াজ" নামক মুসলমান সাধু পুরুষের কবর। হাইদ্রাবাদের মুসলমানগণ এই স্থানকে একটী মহা-তীর্থ জ্ঞান করেন। ১৪৩৬ সালে বন্দা নওয়াজের মৃত্যু হয়। তাহার পর হইতেই তাঁহার কবর তীর্থ রূপে গণ্য হইতেছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে সিন্ধু দেশে টাট্টা নামে একজন মুসলমান সাধু পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর সমাধি মন্দির ঐ প্রদেশের মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অদ্যাপি তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত।

আগরার নিকট ফতেপুর সিক্রিতে শেখ সালিম নামক এক সাধু মুসলমানের সমাধি মন্দির আছে। এই সমাধি মন্দির শ্বেত প্রস্তরে অতি সুন্দর রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। বহুদূর হইতে মুসলমানগণ এখানে তীর্থ করিতে আইসেন এবং অন্যান্য নানা ধর্ম্মাবলম্বীগণও এই সমাধি মন্দিরের সুন্দর গঠন দর্শন করিবার জন্য আসিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশে মুসলমানগণের যে কয়েকটী তীর্থ স্থান আছে, তন্মধ্যে যশোহর জেলার অন্তর্গত বাগীরহাটস্থ পির আলির কবর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৪৫৮ সালে এই কবর নির্ম্মিত হয়। দুই জন ফকির অদ্যাপি পির আলির সেবক রূপে এই স্থানে অবস্থিতি করে। অনেক মুসলমান এই তীর্থ দর্শনে উপস্থিত হইয়া থাকে।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি।

স্ত্রীশিক্ষা এক সময় যে দেশে মহা অমঙ্গলের কারণ বলিয়া লোকের সংস্কার ছিল, বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বালিকা বা যুবতীদিগকে জ্ঞান চর্চ্চায় প্রবৃত্ত দেখিলে যে দেশের নরনারীগণ নিন্দা উপহাস করিত, সেই বঙ্গদেশে এখন দি সহস্রাধিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে প্রায় আশি হাজার বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অবশ্য ইহার মধ্যে অধিকাংশ বালিকা বোধোদয়ের অধিক কোন পুস্তক ধরিতে না ধরিতে বিবাহিত হয় এবং তাহাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু অপর দিকে আবার কোন কোন যুবতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি লাভ করিয়া যুবাদিগের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। পূর্ব্বে এক সময় যে সকল উচ্চ উপাধি পুরুষদিগেরও দুষ্প্রাপ্য ছিল, তাহা এখন নারীগণ অধ্যবসায় সহকারে সংগ্রহ করিতেছেন। ক্রমে এরূপ রমণীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ডাক্তারী শিক্ষায় কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছেন। আগামী বিশ বৎসরের মধ্যে বিদুষী মহিলাগণ কৃতবিদ্য উকীল ও ডাক্তারদিগের যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন, তাহা আর এখন স্বপ্নকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। পরম আনন্দের বিষয় যে ভদ্র হিন্দু পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণ এক্ষণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে শিখিয়াছেন। পত্রাদি লিখন পঠনে এবং কাব্য নাটকাদি অধ্যয়নে অনেকেরই অধিকার জন্মিয়াছে। ইহার ফল অবশ্য সর্ব্বত্র মঙ্গলজনক নহে, কিন্তু সাধারণতঃ স্ত্রী জাতির মধ্যে অনেকেই এখন লিখিতে পড়িতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের অন্ধকারময় অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হইয়াছে ইহা ভাবিয়াই আমরা সুখী হইতেছি। ভবিষ্যবংশের পুত্র কন্যাগণ ইহাঁদের স্তন্য দুগ্ধের সহিত যে বিশুদ্ধ সংস্কার, সুরুচি, জ্ঞান, ভাব আত্মস্থ করিতে পারিবে তদ্বিষয়ে পথ পরিষ্কার হইয়াছে।

কিন্তু নারীজাতির প্রকৃত শিক্ষা এবং জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে বামাহিতৈষী ব্যক্তিগণের দায়িত্ব এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। তাঁহারা মুখ খুলিয়া দিলেন, বস্তুর আস্বাদন বুঝাইলেন, এক্ষণে কুভক্ষ্য ভক্ষণে কাহারও রোগোৎপত্তি না হয় তাহা দেখিতে হইবে, এবং স্ত্রীগণ স্বভাবোচিত বিদ্যা লাভে কৃতকার্য্য হইয়া জন সমাজের কল্যাণকারিণী হন তাহার বিষয়েও ভাবিতে হইবে। চিন্তা করিয়া দেখা উচিত, এই যে সকল মহিলা স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ভাষায় নানা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে যশস্বিনী হইতেছেন,

ইহার পরিণাম ফল কি এই পর্য্যন্ত? কতকগুলি বঙ্গবালা পুরুষোচিত জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে জ্ঞানের কথা আলোচনা করিতেছেন, উচ্চ উপাধি এবং বৃত্তি পাইতেছেন, ইহা দেখিয়াই কি আমরা সন্তুষ্ট থাকিব? ইহা দেখিতে আপাততঃ অতি সুন্দর বটে, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে ইহার ফলোপধায়িতা কিরূপ তাহা একবার ভাবিয়া দেখা চাই। এক দিকে ঐ সকল উপাধি বৃত্তি আর অন্য দিকে কাব্য নাটক চর্চ্চা এবং সাময়িক পত্রে বালিকাগণের পদ্য প্রবন্ধ, ইহাই কি নারীশিক্ষার চরম ফল হইবে? ইহা অপেক্ষা আর না হয় এই পর্য্যন্ত প্রত্যাশা করিব যে, ভবিষ্যতে কেহ কেহ ডাক্তার ও শিক্ষয়িত্রী এবং উকীল হইয়া অর্থ উপার্জ্জনে সক্ষম হইবেন। বিদুষী নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের নিকট সমস্ত ভাল বিষয়েরই আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করিয়া কি আমরা বসিয়া থাকিতে পারি? আমরা এই চাই যে, যাঁহারা এত দিন উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় দিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহ কর্ম্ম সম্পাদনে সমস্ত জীবন উৎসর্গ না করিয়া, স্বদেশের অশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতা ভগ্নীগণের উন্নতি পক্ষে কিছু কিছু সাহায্য দান এবং সময় ব্যয় করেন। তাঁহাদের এই প্রাচীনা সহচরী এবং শিক্ষয়িত্রী "বামাবোধিনী" কি বামাগণের রচিত সারগর্ভ প্রবন্ধাবলীতে সুশোভিতা হইবে না? গুটি কতক অবিবাহিতা এবং নববিবাহিতা বালিকার নবানুরাগের উপরেই কি চির দিন সে ভার অর্পিত থাকিবে? এদেশের মহিলাগণ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া কিরূপ চিন্তাশীল তত্ত্বদর্শী হইলেন, তাঁহাদের জ্ঞান সংস্কার কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিল, তাহা বামাবোধিনী জানিবার জন্য উৎসুক এবং তাহার নিকট নারীকুলহিতৈষী ব্যক্তিগণ শুনিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, ইহা কি তাঁহারা বুঝিতেছেন না? "যাঁহাকে যত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার নিকট হইতে তত লওয়া হইবে।" এই প্রাচীন নীতি বাক্য যেন সুশিক্ষিতা বামাগণের স্মরণ থাকে।

গাভী ও কাক।

উদর পূরিয়া গাভী আহার করিল,
চারি পদ গুটাইয়া মাটীতে শুইল।
ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলিতে লাগিল,
প্রবল বাতাসে যেন ধূলিকা উড়িল।
নিকটে কাঁটাল গাছ, তাহে কাক ছিল,
উড়িয়া গাভীর পৃষ্ঠে আসিয়া বসিল।
"কেন ভগবতি, মোরে ডাকিলে এখন,
কি কাজ করিতে হবে কহ বিবরণ?"

শুনিয়া কাকের বাণী গাভী তারে কয়,
"কেন তোরে দেখি নাই দিন পাঁচ ছয়?
দিন আধ না দেখিলে তোর কাল রূপ,
মরি কি বাঁচিয়া আছি না জানি স্বরূপ।
কত ভালবাসি তোরে ওলো কাল সই,
জানেনা জগতে কেহ জগন্নাথ বই।
তোর যদি নিন্দা কথা শুনি কোন স্থানে,
বোধ হয় এইবার মরি আমি প্রাণে।"
এত বলি ভগবতী গাভী নীরবিল,
দর দর চক্ষে জল বহিতে লাগিল।

"কেন কি হয়েছে দেবী বলনা আমায়,
দেখিলে তোমার দুঃখ প্রাণ ফেটে যায়।
আমিত পাখীর ওঁছা জানে সর্ব্বজন,
আমার নিন্দায় এত দুঃখ কি কারণ?
কিবা ভাল কিবা মন্দ কিছুই না জানি
কিবা নিন্দা যশঃ কিবা মনে নাহি গণি।
অনন্ত বিশ্বেতে আছে যতবিধ প্রাণী,
একের চাকর সবে এইমাত্র জানি।
যারে যে কাজের ভার দিয়াছেন প্রভু
সেই তাহা করে, নহে অন্যমত কভু।
কাজ—করি, খাই-শুই, সুখে কাল কাটি,
কেবল নিনকহারী মানুষে না খাঁটি।"

শুনিয়া কাকের কথা সানন্দ অন্তরে
কহিলেন ভগবতী গাভী পক্ষিবরে।
"চতুরের চূড়ামণি তুমি পক্ষি-রাণী
ইঙ্গিতে বুঝহ ধনি, তুমি সব বাণী।
মানুষের কথা শুনে অঙ্গ জ্বালা করে,
কেন বিধি এত রুষ্ট তাহাদের পরে?
বলে কিনা পক্ষী মধ্যে অতি নীচ কাক,
কালা পালা করে কাণ শুনে তার ডাক।
বিস্বাদ কাকের মাংস নাহি খাব কেহ,
অপবিত্র বস্তু খায় অপবিত্র দেহ।
ধূর্ত্ত সে কাকের ন্যায় কেহ নাহি আর
ফাঁকি দিয়ে কেড়ে খেতে যেন অবতার।
অশুভ কাকের ডাকে সোণার সংসার
একদিনে হয় নাকি সব ছার খার।
এইরূপ কত কথা বলে তোরে তারা,
শুনিয়া হই লো আমি যেন জ্ঞানহারা।

আমাদের দুধে হয় ক্ষীর-ছানা ঘৃত
রসনার তৃপ্তিকর ভাল খাদ্য যত।
আমাদের পুরুষেরা করে চাস বাস,
তাহাতে নরের পূর্ণ হয় সর্ব্ব আশ।
এই হেতু কত যত্ন আমাদের করে,
ঘাস জল যোগাইতে খেটে খেটে মরে।
প্রত্যক্ষে আপন হিত যার কাছে পায়,
দশ মুখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসে তাহায়।
সমুখে না দেখে যার কৃত উপকার
কত ছলে কত নিন্দা করে নর তার।
পরের নিন্দায় তার সুখ হয় যত,
কোটিমুদ্রা হস্তগতে সুখ নয় তত।
তুমি দয়া করে সখি রেখেছ বাঁচিয়ে,
মানুষের গোষ্ঠী পুষি তাই প্রাণ দিয়ে।
তোমরা একত্রে যদি ছাড় বঙ্গদেশ,
দুগ্ধ-ঘৃত-চাস-বাস সেই দিন শেষ।
পরোক্ষ দেখিতে চক্ষু মানুষের নাই,
তাইতে তোমারে ভাবে আলাই বালাই।"

এত কথা বলি গাভী প্রসারি চরণ,
ছাড়িল নিশ্বাস ভূমে পাতিল বদন।
মুখের নিকটে কাক উড়িয়া বসিল।
মহানন্দে শশব্যস্তে খাইতে লাগিল,—
নাসা-কর্ণ-চক্ষু-বিলে ক্ষুরের ভিতর
ছিল যত মল, তাহা খাইল সত্বর।

এইরূপে সেইসব অঙ্গ পরিষ্কারে
যে অঙ্গ রক্ষিতে গাভী নিজে নাহি পারে।
কাকের এরূপ কর্ম্মে বিবিধ পীড়ায়
গোরু জাতি সদাকাল পরিত্রাণ পায়।
তার পর কাক পুনঃ মস্তকে বসিল,
শৃঙ্গমূলে কণ্ডুয়ন আরম্ভ করিল।
পরে গাত্রে মল দ্বারে লাঙ্গুলের মূলে
ঠুকারিল বার বার নিজ চঞ্চু ছলে।
এলাইল অঙ্গ গাভী সুখের আবেশে,
হেনকালে এক শিশু আসি সেই দেশে,—
"দুরন্ত কাকেতে গাভী মারিয়া ফেলিল ?"
বলিয়া বেগেতে বাড়ী লইয়া তাড়িল।
কি করে প্রাণের ভয়ে পলাইল কাক,
দেখিয়া মানুষ, গাভী সম্বরিল বাক্।

পৃথিবীর স্থলভাগের উচ্চতার হ্রাসবৃদ্ধি।

(২৬৮ সংখ্যা ৩০ পৃষ্ঠার পর)

ভূমিকম্প দ্বারা অনেক সময় এরূপ বিস্তৃত ভূখণ্ড হঠাৎ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় যে তাদ্দ্বারা বহুদিনব্যাপী ক্ষয় নিবন্ধন যে ক্ষতি হয় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার পূরণ হইয়া যায়। সার চার্লস্ লায়ের গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে চিলিদেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল,তাহাতে মিসর দেশীয় প্রকাণ্ড পিরামিডের লক্ষটীর যে ওজন তৎপরিমাণ বৃহৎ একটী শৈলখণ্ড দক্ষিণ আমেরিকার ভূভাগের সামিল হইয়া যায়। যদি এক বারের ভূকম্পে এত ভূমি জল গর্ভ হইতে উত্থাপিত হইতে পারে, তবে ভূপৃষ্ঠের ক্ষতি পূরণের পক্ষে ভূমিকম্পের শক্তি যে বিশেষ কার্য্যকরী, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

(২) ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালনা—ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের যে সঞ্চালন হয়, তাহা আকস্মিক ও অত্যন্ত প্রচণ্ড। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আকস্মিক ও ত্বরিত উত্থাপন ও অবনমন ব্যতীত আর এক প্রকারের সঞ্চালন আছে। ধীরে—অতি ধীরে পৃথিবীর অংশ বিশেষ ঊর্দ্ধে বা অধোদিকে চালিত হইয়া থাকে। বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া না দেখিলে ইহা ধরা যায় না। কিন্তু যদিও ইহা আপাততঃ অতি সামান্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি বোধ হয় মোটের উপর ইহার প্রভাব ভূপৃষ্ঠের পূর্ব্বোক্ত আকস্মিক সঞ্চালন অপেক্ষা অনেক গুরুতর।

এমন অনেক পুরাতন পোতাশ্রয় ও সমুদ্রতীরস্থ প্রাচীর দেখিতে পাওয়া যায় যেখানে এককালে সমুদ্র তরঙ্গ ক্রীড়া করিত, কিন্তু এখন সেখানে পূর্ণিমা অমাবস্যাতেও জোয়ারের জল উঠে না। মহাদেশের সন্নিহিত অনেক দ্বীপ উপদ্বীপে পরিণত হইয়াছে। এমন

অনেক গুহা আছে যাহা সমুদ্র তরঙ্গ দ্বারা উৎখাত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এখন আর সেখানে সমুদ্রের জল পঁহুছিতে পারে না। শত শত ফীট উচ্চ পর্ব্বতে শঙ্খ শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। আজিকালি সমুদ্রের জল যেখানে উঠে না, এমন স্থানেও অবিকল সমুদ্র কূলের ন্যায় কঙ্কর ও সামুদ্রিক জীবের কঙ্কালবিশিষ্ট সমতল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৩০০ ফীট উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এইরূপ সমতল ভূভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা যে এক সময় সমুদ্রের বেলাভূমি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাঠিকাগণ বলিলে বিশ্বাস করিবেন কি যে যে হিমালয়ের সমান উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে নাই, তাহা এককালে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, পরে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে? ইহা কিন্তু সত্য কথা। আজিও হিমালয়ের অনেক স্থানে কড়ি, শুক্তি ও অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। সমুদ্র-গর্ভে নদীবাহিত কর্দ্দমাদি সঞ্চিত হইয়া অদৃশ্যভাবে যে ভূখণ্ড নির্ম্মিত হয়, কালে ভূপৃষ্ঠের শনৈঃ সঞ্চালন দ্বারা কখনও বা তাহা উর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়া দ্বীপের আকার ধারণ করে এবং মনুষ্য ও অন্যান্য নানাবিধ স্থলচর জীবের আবাস-ভূমি হইয়া উঠে, আবার কখনও বা অনেক দিনের পুরাতন দ্বীপ একেবারে জল মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে কোন কোন স্থানে সুদীর্ঘ উপকূল ভাগ ধীরে ধীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে উঠিতেছে। সুইডেন দেশে ষ্টক-হলম হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উত্তর দিকস্থ সমস্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান প্রতি শতবর্ষে অর্দ্ধ ফুট হইতে আড়াই ফীট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থাপিত হইতেছে। আরও উত্তরে স্পিট্‌জ্‌বর্জেন নামক দ্বীপের চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে উর্দ্ধদিকে ১৪৭ ফীট পর্য্যন্ত বেলা ভূমির চিহ্ন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। উত্তর রুসিয়া ও সাইবিরিয়ার উপকূল ভাগস্থ সামুদ্রিক শুক্তিবিশিষ্ট উত্থাপিত বেলা ভূমি দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে অতি অল্পদিন হইল ঐ ভূভাগ জল হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে পূর্ব্বে উত্তর মহা-সাগর, আরল হ্রদ, কাস্পিয়ান হ্রদ, ও কৃষ্ণসাগর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত ছিল। কালে উত্তর মহাসাগর ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যস্থিত ভূভাগের কোন কোন অংশ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। কাস্পিয়ান সাগরের বক্ষ সমুদ্রবক্ষ হইতে ৮৫ ফীট নিম্নে অবস্থিত এবং উহার গভীরতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফীট। ইহার জলে সীল ও অন্যান্য সামুদ্রিক জন্তু বাস

করে, এবং কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান ও আরল হ্রদ হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সমস্ত ভূখণ্ডে মৃত সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁরা আরও অনুমান করেন যে, পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্য সাগর পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। পরে কোন অভাবনীয় কারণে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পূর্ব্বে কৃষ্ণসাগরের উদ্বৃত্ত জলরাশি কাস্পিয়ান সাগরের মধ্য দিয়া উত্তর মহাসাগরে গিয়া পতিত হইত। ভূমধ্যসাগরের উপকূল সম্বন্ধেও এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। সাহারা নামক বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ ভূভাগ পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল, অতি অল্প দিন হইল উহা ঊর্দ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। এখনও উহার স্থানে স্থানে, এমন কি সমুদ্রবক্ষ হইতে ৯০০ ফীট উপরেও, সামুদ্রিক শুক্তির দেহাবশেষ বিকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অপর দিকে কত স্থান ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ সুইডেনের সমুদ্রতীরস্থ কোন কোন নগরের রাস্তা খুঁড়িতে খুঁড়িতে এমন অনেক পুরাতন গাঁথুনি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা পূর্ব্বে সমুদ্র বক্ষ হইতে উচ্চে অবস্থিত ছিল, পরে নামিয়া গিয়াছে। স্কটলণ্ডের উপকূলের কোন কোন স্থানে এবং ইংলণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে সমুদ্রের জলের ভিতরে বৃক্ষের ভগ্নাবশেষ জীবিতাবস্থায় যে ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সেই ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। একবার কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে একটী কূপ খনন করিবার সময় মাটির অনেক নীচে সুন্দরী গাছের গুঁড়ি ঐ ভাবে প্রোথিত দেখা গিয়াছিল। ইহাহইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে যে ভূমিতে ঐ সকল বৃক্ষ উৎপন্ন হইত, কালে তাহা অবনত হইয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থ প্রবল দ্বীপের গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিলেও ভূপৃষ্ঠের অবনমনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রবাল কীটগণ গভীর জলে বাস করিতে পারে না। তাহারা সমুদ্রবক্ষ হইতে ১২০ ফীটের অধিক নীচে বাস করে না। সুতরাং প্রবাল দ্বীপের মূলদেশ ইহা অপেক্ষা অধিক গভীর স্থানে অবস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ তাহার অন্যথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে উক্ত কীটগণ প্রথমে যে স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, ক্রমে তাহা নামিয়া গিয়াছে, অথচ উহারা ক্রমাগত আপনাদের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে উপরে উঠিয়াছে। প্রবাল দ্বীপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যতদূর জানা গিয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় সমুদ্রতলের স্থানে স্থানে বহুবিস্তীর্ণ অংশ ক্রমে অবনত হইতেছে। মাদাগাস্কর ও ভারতবর্ষের মধ্যস্থ সমুদ্রে অনেক প্রবাল দ্বীপ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত মহা-

সাগরে আরও অনেকদূর ব্যাপিয়া এইরূপ অবনমন ক্রিয়া চলিতেছে।

ঈশ্বরের অসীম রাজ্যের তুলনায় যে পৃথিবী একটী সামান্য বালুকাকণা হইতেও ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যেই প্রতি নিয়ত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটন হইতেছে, যাহা ভাবিলে একেবারে স্তম্ভিত হইতে হয়। আমরা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ তাই এত দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার অপার মহিমা, অনন্ত জ্ঞান, অসীম মঙ্গলভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি না। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির সাক্ষিস্বরূপ হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

—:০:—

ভালবাসা।

ভালবাসা কথাটী যেমন মধুর, ইহার শক্তিও তেমনি মোহিনী। যেখানে ভালবসা আছে, সেখানে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে—মেঘের মধ্যে বিজলী আছে—মরুভূমির মধ্যে ওয়েসিস্ আছে—কণ্টকের মধ্যে সুগন্ধি পুষ্প আছে। ভালবাসার রাজত্ব অনন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বলপ্রয়োগে যে কার্য্য সিদ্ধ হয় না—অত্যাচারীর পীড়নে যাহা সম্পন্ন হয় না—শোণিত পাতে যাহা সাধিত হয় না, ভালবাসার কুসুম হস্তে মোহিনী শক্তিতে তাহা অবাধে সাধিত হয়। বলপ্রয়োগ কিম্বা ভ্রূকুটীতে ভয় ও অনিচ্ছায় কার্য্য করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্নে সেই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। বলের রাজত্ব শরীরের উপর, ভালবাসার রাজত্ব হৃদয়ের উপর। অত্যাচারীর অত্যাচার তাহার সহিত লয় পায়, ভালবাসা চিরকাল থাকে। আরংজেব ও সেরাজ উদ্দৌলার প্রভূত ক্ষমতা ও পৈশাচিক অত্যাচার তাঁহাদের সহিত লয় পাইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধ চৈতন্য ঈশা প্রভৃতি মহাত্মাদের ভালবাসা আজও প্রত্যেক হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে। ভালবাসা যতই বিতরণ করা যায়, ততই বৃদ্ধি পায় এবং যত বৃদ্ধি হইবে ততই সুখ হয়। যে হৃদয়ে ভালবাসার বিস্তার আছে, সেখানে কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় না। ভালবাসায় সুবিমল সলিলে প্রতারণা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি মিশিতে পারে না। যে ভালবাসায় হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি রহিয়াছে, তাহা দুর্গন্ধময় জলের সমান। পবিত্র ভালবাসা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর ন্যায় সদা প্রবহমানা, সে ভালবাসার স্রোত তীরবর্ত্তী সর্ব্ব স্থান পবিত্র করিয়া অনন্তসাগরে যাইয়া মিশে। যে ভালবাসা অনন্ত পবিত্রতা

সাগরের দিকে ধাবিত, তাহাতে পূতিগন্ধময় দ্রব্য স্থান পায় না, তাহা খরস্রোতে ভাসিয়া যায়—তলদেশ অধিকার করিতে পারে না। যে ভালবাসা সীমাবদ্ধ, তাহা পুকুরের জলের মত; এ ভালবাসার স্রোত নাই—এ ভালবাসার বিস্তার নাই—এ ভালবাসা সীমাবদ্ধ থাকিয়া দুর্গন্ধময় হয়। তাই ভালবাসার বিস্তৃতি নিতান্ত আবশ্যক। ভালবাসার বিস্তার না করিলে বিমল সুখ অনুভব করা যায় না। যাঁহারা আপনার চেয়ে অন্যকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা অন্যের সুখে নিজ সুখ প্রতিফলিত দেখিয়াছেন—অন্যের দুঃখে নিজ দুঃখ দেখিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যদি ভালবাসা বিস্তৃত করা যায় তাহা হইলে সুখের সম্ভাবনা। কৈ? যেহেতু কোন না কোন ব্যক্তির দুঃখ আছেই আছে এবং তাহার প্রতি ভালবাসা থাকিলে নিজেরও সেই সঙ্গে দুঃখ হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভালবাসার রাজত্বে দুঃখের মধ্যে সুখ আছে—কান্নার মধ্যে হাসি আছে। যে অন্যের কষ্টে নিজে কষ্ট পাইয়াছে—অন্যের দুঃখ দেখিয়া যাহার হৃদয় গলিয়া গিয়াছে, সেই জানে ইহাতেও সুখ আছে। যাহার হৃদয় অন্যের অশ্রুজলে সিক্ত না হইয়া উত্তপ্ত বালুকার ন্যায় সর্ব্বদাই বিশুষ্ক থাকে, সে তাহার কি বুঝিবে? শিশির ধৌত কুসুম যেমন প্রভাশালী হয়, অন্যের অশ্রুজলসিক্ত মনুষ্য হৃদয়ও তেমনি দীপ্তিশালী হয়। দুঃখের সহিত সহানুভূতি থাকিলে—দুঃখে দুঃখে মিশামিশি থাকিলে দুঃখ সুখে পরিণত হয়। রোগী মর্ম্মান্তিক কষ্ট ও যাতনা অনুভব করিতেছে, এমন সময় তাহার উপর ভালবাসার চোক পড়িল, তাহার যাতনার অনেক উপশম হইল, তাহার হৃদয় কান্নার মধ্যেও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, যে ভালবাসা অন্যকে দুঃখের মধ্যে সুখ দেয়, সে ভালবাসা যে ধারণ করে তাহারও সুখ হয়। কারণ অন্যের সুখে তাহার সুখ। প্রত্যেক মনুষ্যের ভালবাসা আছে। প্রেমময় ঈশ্বরের প্রেমকণিকা লইয়া মনুষ্যহৃদয় গঠিত। তাঁহার ভালবাসা প্রত্যেক মনুষ্যের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। কিন্তু এ ভালবাসার বিস্তার মনুষ্যের যত্নের উপর নির্ভর করে। যাঁহারা এই বিন্দু বিন্দু ভালবাসা অনন্ত সাগরে মিশাইয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা অনন্তের সহিত এক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিস্তারিত না করিয়া সমভাবে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের ভালবাসা ক্রমে শুকাইয়া গিয়াছে। সংসারের স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ, যাতনা প্রভৃতির প্রচণ্ড উত্তাপে তাহা কতক্ষণ সমভাবে থাকিতে পারে? কিন্তু যাঁহাদের প্রেম ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরপ্রেমে-সেই অনন্তসাগরে মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের ভালবাসা সংসারের

কোন উত্তাপ কিছুই করিতে পারে না—তাঁহাদের ভালবাসা সংসারকে জয় করিয়াছে। এই জয় লাভ করাতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ সংসারের সহস্র অত্যাচার সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও কোন কষ্ট অনুভব করেন নাই। এই সংসারকে জয় করায় এই ভালবাসার মিশামিশি থাকায় এক মহাত্মা নিজের প্রাণহন্তাদিগের অপরাধের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই সংসারকে জয়করায় এবং অন্যের দুঃখে প্রাণ কাঁদিয়া উঠায় শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন চরণে ঠেলিয়া রাজ্যসুখ ত্যাগ করিয়া অনন্ত প্রেমে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইয়া দিলেন। আবার সে দিন চৈতন্য দেব এই সংসারের উপর জয় লাভ করিয়া হরিনামে নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেম অনন্তে মিশিয়াছিল বলিয়া সংসারের কোন কষ্ট কোন অত্যাচার তাঁহাদিগের ভালবাসার প্রবল বেগ খর্ব্ব করিতে পারে নাই এবং তাহাদিগকে বিমল সুখ ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বলি ভালবাসার বিস্তার না থাকিলে বিমল পবিত্র সুখ অনুভব করা যায় না।

রেলওয়ে।

মূল বিষয়ের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে আমরা একটু মুখবন্ধ করিতেছি। একদল লোক আছেন তাঁহারা ঘোর সাংসারিক—বৈষয়িক সুখ ভোগের বড়ই পক্ষপাতী। যে বিজ্ঞান চর্চ্চা দ্বারা, যে চিন্তা দ্বারা বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার আবিষ্কৃত না হয়, সে বিজ্ঞান চর্চ্চা সে চিন্তাকে তাঁহারা অনর্থক মনে করেন, তজ্জন্য যাঁহারা সময় ব্যয় করেন তাঁহারা সময়ের অপব্যবহার করিতেছেন এইটী ইহাঁদের ধারণা। তাই মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান চর্চ্চা এবং বৈষয়িক চিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা তাঁহাদিগের মনঃপূত হইতেছে না। ইউরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই শ্রেণীর লোক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা মানুষকে পশু শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করি না। ইন্দ্রিয় ভিন্ন মানুষ আরও কতকগুলি উৎকৃষ্ট বৃত্তি পাইয়াছে। সেই বৃত্তি গুলির উৎকর্ষ সাধনও মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য এই জন্য কেবল জ্ঞানের জন্য জ্ঞানালোচনা, এবং চিন্তার জন্য চিন্তা করার পক্ষপাতী। এরূপ করিলে বৈষয়িক সুখের নূতন পন্থা আবিষ্কৃত না হইলেও জ্ঞান এবং চিন্তা-শক্তি বিলক্ষণ পরিপুষ্ট এবং পরি-

বর্দ্ধিত হয়। এই উদ্দেশ্যে আমরা "রেলওবে" প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ বৈষয়িক সুখের নূতন দ্বার কেবল দেখিতে পাইবেন না, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফলও প্রত্যক্ষ করিবেন আশা করা যায়।

রেলওয়ে দ্বারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ—বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া (goods traffic.) দ্বিতীয়তঃ—যাত্রীদিগকে গন্তব্য স্থানে বহন করিয়া লওয়া (passengers traffic.) তৃতীয়তঃ—ডাক লইয়া যাওয়া (mail service.)

অল্পসময়ে এবং অল্প ব্যয়ে বাণিজ্য দ্রব্য একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাইবার সুবিধা হওয়াতে রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে জিনিসের দরের প্রায়ই সমতা দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা বুঝাইতেছি। মনে কর বর্দ্ধমানে চাউলের আমদানি বেশী বলিয়া তথায় চাউল সস্তা দরে বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইল। কলিকাতায় চাউলের আমদানি কম বলিয়া তথায় চাউল অধিক দরে বিক্রীত হইতেছে। ব্যবসায়ীগণ ইহা জানিতে পারিয়া বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতায় চাউল রপ্তানি করিল। সুতরাং বর্দ্ধমানে আমদানি কমিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দরও বাড়িতে লাগিল, কলিকাতায় তাহার বিপরীত হইল। কাজেই দুই জায়গার দর প্রায় সমান হইয়া উঠিল। দরের এইরূপ সমতা হওয়াতে বর্দ্ধমানের ক্রেতাগণের একটু ক্ষতি হইল, কিন্তু এক দিকে যেমন ক্রেতাগণ ক্ষতি সহ্য করিতেছে, অপর দিকে বিক্রেতাগণ তেমনই লাভ করিতেছে। বিশেষতঃ বর্দ্ধমানেও আবার অনেক জিনিষের দর কমিয়া যাইতে পারে, তদ্দ্বারাও ক্রেতাগণের ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা। এতদ্ভিন্ন ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানের লোকেরা যে জিনিষের অভাব সহ্য করিয়া আসিতেছিলেন, রেলওয়েদ্বারা সেই জিনিষ পাইতে পারেন।

পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে রপ্তানি করিবার সুগম হওয়াতে দেশের ধনের পরিমাণও বাড়িয়া যায়। বর্দ্ধমানের কৃষকগণ ইতিপূর্ব্বে যে কতিপয় বাজারে জিনিস রপ্তানি করিত, তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাজারে এখন তাহাদের মাল কাটিতে দেখিয়া অধিক পরিমাণে জিনিস উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে জমিতে শস্য করিলে কোন লাভ হইত না, সেই পতিত জমিতে তাহারা চাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে দেশের উৎপাদিত জিনিসের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা ইহা প্রমাণ করিতে পারি, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত থাকিলাম।

কোন রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে অনায়াসে তণ্ডুল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য পাঠাইয়া অনেক লোকের প্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে, অন্যথা ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা হইতে না পারায় অনেক লোকের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়। যাতায়াতের সুগম না থাকাতে খাদ্য জিনিষ শীঘ্র শীঘ্র পাঠান যায় না, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কিংবা দয়ালু ব্যক্তিগণ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও কোন ফলোদয়ের বড় সম্ভাবনা থাকে না।

রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনায়াসে তথায় সৈন্যদিগের রসদ যোগান যায়। এজন্য সভ্য জাতি যুদ্ধ করিতে করিতে যেমন অগ্রসর হন, অমনিই সঙ্গে সঙ্গে রেল বসাইয়া যান।

(২) পথ সুগম হওয়াতে যাত্রীগণ নিরাপদে এবং অল্পব্যয়ে, অল্প সময়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে সমর্থ হন। ভ্রমণের এইরূপ সুবিধা বলিয়া মানুষের জ্ঞান এবং প্রেমের রাজ্য ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ হইতেছে:—বিভিন্ন দেশের দৃশ্য, বিভিন্ন মানব জাতির চরিত্র, রীতি, নীতি ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুর প্রকৃতি জানিতে পারিয়া মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। রেলওয়ে জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চার একটী প্রধান বিদ্যালয় হইয়াছে। কত বিভিন্ন জাতীয় বিভিন্ন মতাবলম্বী লোক পরস্পর পরস্পরের সহিত চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ে কত শিক্ষা লাভ করিতেছেন। আর এক কথা, ইতিপূর্ব্বে যাহাকে জানিতাম না, চিনিতাম না, তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া পরম আপ্যায়িত হইতেছি। পরিচয়ের পর তাঁহার সহিত কেমন বন্ধুত্ব জন্মিয়া গেল, এইরূপে অনেক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হৃদয়ের যোগ সম্পাদন হইয়াছে। কোথায় বোম্বাই? কোথায় মান্দ্রাজ? কোথায় পঞ্জাব? কোথায় অযোধ্যা? সকলে যেন এক প্রেমসূত্রে গ্রথিত হইতেছে।

(৩) ডাক যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে মাশুলও কম লাগিতেছে, সুতরাং লোক অধিকসংখ্যক চিঠি লিখিতেছে। এতদ্ভিন্ন সংবাদ পত্র এবং পুস্তকও অধিক সংখ্যক লোক পাঠ করিতে সমর্থ হইতেছে। এই সুবিধা জন্য ব্যবসার সৌকর্য্যসাধন, জ্ঞান বৃদ্ধি, শাসন কার্য্যের সুশৃঙ্খলা, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সুচারুরূপে গৃহকার্য্য নির্ব্বাহের বন্দোবস্ত হইতেছে।

আমরা এপর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য সমস্ত দেশেই প্রয়োজ্য। কিন্তু রেলওয়ে বিস্তার দ্বারা ভারতবর্ষে আর দুইটী বিশেষ কার্য্য সাধিত হইতেছে। প্রাচীন জাতিভেদ এবং ভারত রমণীদিগের অবরোধ প্রথা ক্রমে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। একজন

ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল এক শ্রেণীর গাড়িতে চড়িল। সেখানে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে কোথায়? ব্রাহ্মণ তাঁহার মান মর্য্যাদা রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন, জাতি গৌরবের দোহাই দিয়া অধিক স্থান অধিকার করিতে উদ্যত হইতেছেন, চণ্ডাল অমনি স্পষ্টাক্ষরে বলিল "মহাশয় আমি কি আর পয়সা দিয়া টিকিট কিনি নাই?" ব্রাহ্মণ চণ্ডালের এইরূপ স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্ হইলেন, কিছু বলিবার সাধ্য নাই—গার্ড সাহেবের ভয়! মনের ক্ষোভ মনেই সংবরণ করিলেন। আবার আর এক ব্রাহ্মণ বাগ্দীর সঙ্গে একাসনে বসিয়া তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে "তৃণে কাষ্ঠে রণে যজ্ঞে" শ্লোক আওড়াইতেছেন। এইরূপে প্রাচীন জাতিভেদ প্রথার আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে। কিন্তু একদিকে যেমন তাহা বিনষ্ট হইয়া সাম্য স্থাপনের পথ মুক্ত করিতেছে, অপরদিকে অর্থ জন্য আর এক জাতিভেদের ভিত্তি ভূমি স্থাপিত হইতেছে। একজন ধনী বণিক আসিয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চাপিলেন। আর তাহার বাহাদুরী দেখে কে? অমনি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর পথিকদিগকে গো মেষাদি ইতর জন্তু বলিয়া মনে করিতেছেন। এ জাতিভেদ বড় বিপদজনক? রমণীদিগের অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা আবশ্যক। ইতিপূর্ব্বে যে সব রমণী অন্তঃপুরের বাহির হইতেন না, তাঁহারা এখন স্বামী কিংবা আত্মীয়ের সহিত প্রকাশ্য গাড়ীতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছেন। অধিক দূরে যাইতে হইলে দুই ভিন্ন অপরিচিত পুরুষ নিজ নিজ পরিবার লইয়া এক প্রকোষ্ঠে যাইতেছেন। কেবল ইহা নহে, একজন প্রয়োজন মতে সময় সময় অপরের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এইরূপে গাড়িতে পরস্পরের সৌহার্দ্দ জন্মিয়া যায়। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন, কাহারও মনে মালিন্য থাকে না।

রেলওয়েদ্বারা কি কি বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে, তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা পশ্চাৎ বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ত্রিভুবন জয়ী কে?

কাম ক্রোধ লোভ হিংসা স্বার্থ অহঙ্কার,
ষড়রিপু বশীভূত হইয়াছে যার;
পরমুখে কটুভাষা শুনিয়া যে জন,
আশীর্ব্বাদে পরিতুষ্ট করে তার মন;
প্রহার তাড়না দণ্ডে ক্ষমা-পরায়ণ
হয়ে, যেই শত্রুহিত করয় সাধন;
অপ্রেমেতে প্রেমভাব ক্ষুণ্ণ নহে যার,
ত্রিভুবন জয়ী সেই দেব অবতার।

রমণীর কর্ত্তব্য।

বাসভবন সম্বন্ধে কয়েকটী উপদেশ।

বাসগৃহ প্রস্তুত করিবার সময় সর্ব্ব-প্রথমে স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যে স্থান ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, যে স্থানে জলাশয় অধিক আছে বা যে স্থানে পূর্ব্বে পুষ্করিণী ছিল এরূপ স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে না। শেষোক্ত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিলে ঐ গৃহ স্থায়ী ও স্বাস্থ্যকর হয় না। তাহার পর প্রতিবেশীদিগের চরিত্র কিরূপ দেখিতে হইবে। যাহারা অপরিষ্কার, যাহাদের নীতির প্রতি দৃষ্টি নাই, যাহাদের স্ত্রী ও সন্তানেরা কলহপ্রিয় এরূপ প্রতিবেশীর সহিত একত্রে বাস করিবে না। সচ্চরিত্র, নীতিপরায়ণ প্রতিবেশীদিগের মধ্যে, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন সুন্দর স্থানে শান্তিপ্রিয় গৃহস্থ বাসভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবেন। বাসভবনের জন্য যত অধিক স্থান পাওয়া যায়, ততই ভাল, প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাটী নির্ম্মাণ করিবে। বাটীর চতুর্দ্দিকে সুন্দর ফলকর ও সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে, তাহাতে নানা প্রকার পক্ষী সকল আসিয়া সুস্বরে গান করিয়া গৃহস্থের প্রাণে ভগবৎ প্রেম ঢালিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে তাহাদের সুশীতল ছায়ায় গৃহস্থ কত আরাম লাভ করিবেন! প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি পুষ্পের ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিবে। এরূপ পুষ্প বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে যেন সকল সময়ে পুষ্প পাওয়া যায় অর্থাৎ কতকগুলি বৃক্ষ এরূপ হইবে যাহাদের শীতকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের গ্রীষ্মকালে পুষ্প হয়, কতকগুলি এরূপ হইবে যাহাদের বর্ষাকালে এবং কতকগুলি এপ্রকার হইবে যাহাদের বসন্তকালে পুষ্প হয়। তাহা হইলে বৎসরের যে কোন সময়ে হউক পুষ্প পাওয়া যাইবে এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও নয়ন মনের প্রীতিকর পুষ্প, সকল সময়ে গৃহস্থের বাটীতে বিরাজ করিয়া পরমেশ্বরের সৃষ্টি-কৌশল ও আমাদের প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। প্রাঙ্গণে তুলসী গাছ রোপণ করিবে। তুলসী পাতার ঘ্রাণ সুন্দর এবং ইহার বায়ু অতি স্বাস্থ্যজনক। প্রাচীন ঋষিরা তুলসী বৃক্ষের এত অধিক সমাদর করিতেন যে, তাহা ইদানীন্তনকালে দেবতারূপে পরিণত হইয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ বারান্দায় টবে করিয়া সুন্দর পুষ্প বৃক্ষ সকল ও সুরঞ্জিত পত্রের বৃক্ষ সকল রোপণ করিবে। পুষ্প উদ্যানের মধ্যে একটী লতামণ্ডপ করিয়া দিবে, গ্রীষ্মকালে এইস্থল অতি আরামপ্রদ। পুষ্প

উদ্যানের কিছু দূরে একটী ক্ষেত্র থাকিবে, তাহাতে নানাবিধ তরকারী ও শাকের গাছ রোপণ করিবে। যখন যে তরকারীর সময়, তখন সেই গাছ রোপণ করিবে; ফল হইয়া গেলে গাছ মারিয়া ফেলিয়া স্থান পরিষ্কার করিয়া তাহার স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপণ করিবে। গৃহস্থিত বালক বালিকাদিগের মধ্যে কাহারও উপর বৃক্ষে জল সেচনের এবং কাহারও উপর পুষ্প বৃক্ষের ও তরকারী গাছের গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া দিবার, কাহার উপর ঘাস সকল তুলিয়া ফেলিবার ভার থাকিবে, বালক বালিকারা অপরাহ্নে এই সকল কার্য্য করিবে। বালক বালিকাদিগের উপর এই ভার প্রদান করিলে তাহাতে ৪টী উপকার দেখিতে পাওয়া যায়:—প্রথমতঃ, বালক বালিকাদিগের ব্যায়াম অভ্যাস হয়, দ্বিতীয়তঃ, বালকেরা সাংসারিক এরূপ কার্য্যে শিক্ষা লাভ করে, তৃতীয়তঃ, সাংসারিক ব্যয় বিষয়ে অনেক সুবিধা হয়, চতুর্থতঃ, ইহাদ্বারা বালকেরা একপ্রকার সুন্দর আমোদ প্রাপ্ত হয়।

প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে বাসভবন নির্ম্মিত হইবে। ঘরের মেজে ভূমি হইতে যত অধিক উচ্চ হয়, ততই ভাল, গৃহের ছাদও অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিতে হইবে। ঘরের মেজে মাটী দিয়া ভরাট না করিয়া খোয়া, রাবিশ, ছাই অথবা কলের গাড়ীর কয়লা গোড়া ছাই দিয়া ভরাট করিয়া উত্তমরূপে পিটিয়া তাহার মেজে প্রস্তুত করিবে। এরূপ হইলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হয় না অথবা বর্ষাকালে জল উঠে না। মাটী দিয়া ভরাট করিয়া তাহার উপর সিমেণ্টের মেজে করিলেও বর্ষাকালে ঘরের মেজেতে জল উঠিতে পারে না। গৃহের চতুর্দ্দিকে জল নির্গমের জন্য ইট দিয়া গাঁথিয়া পরিষ্কার সুন্দর প্রণালী করিতে হইবে। সেই জল যেন একেবারে বাটীর বাহিরে গিয়া পড়ে। গৃহের নিকটে জল জমিলে ঘরের মেজে সেঁত সেঁতে হইয়া স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়। এই জন্য গৃহ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে বাসভবনের নিকটে কোন জলাশয় অথবা পচা পুষ্করিণী না থাকে, কারণ পুষ্করিণী পচা হইলে ঐ পুষ্করিণী হইতে সর্ব্বদা দূষিত বায়ু নির্গত হইয়া নিকটস্থ স্থান সমূহকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলে। গৃহের দরজা সকল প্রশস্ত ও উচ্চ হইবে, জানালা সকল ঋজুভাবে বসান হইবে। গৃহের উপর ও নীচে বায়ু গতায়াতের জন্য কতকগুলি গর্ত্ত বা ছিদ্র থাকাও আবশ্যক, তাহাহইলে দূষিত বায়ু বাহির ও বিশুদ্ধ বায়ু সহজে ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে পারে। দক্ষিণদিকে গৃহের সম্মুখ দিক্ থাকিবে, দক্ষিণ দিক্ যেন বেশ ফাঁকা থাকে।

এই প্রস্তাবের প্রথমে যে কয়েকটী গৃহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী গৃহ থাকা

আবশ্যক। প্রথম—একটী গৃহ থাকিবে, সে গৃহটী ঈশ্বরের উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। সে গৃহে পাক, ভোজন বা কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ গল্প করা হইবে না। শাস্ত্রপাঠ, ঈশ্বরের ভজন সাধন প্রভৃতির জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সে গৃহে, পরমার্থ বিষয়ের সঙ্গীত, মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত, ধর্ম্ম শাস্ত্র, ধর্ম্মপুস্তক প্রভৃতি গ্রন্থ সকল থাকিবে। ঈশ্বর বিষয়ক সঙ্গীতে যে সকল বাদ্যযন্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়, এরূপ কয়েকটী বাদ্যযন্ত্র থাকিবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বসিবার আসন থাকিবে। মহাপুরুষদিগের প্রতিকৃতি গৃহের দেওয়ালে লম্বমান থাকিবে। শাস্ত্রোক্ত বচন সকল সুন্দর অক্ষরে লিখিয়া গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন থাকিবে। গৃহটীকে বিশেষ ভাবে পবিত্র রাখিতে হইবে, সে গৃহের কোন দ্রব্য যেন অন্য কার্য্যে ব্যবহার করা না হয়। এরূপ গৃহে প্রবেশ করিলেই মনে আপনা আপনি ধর্ম্মভাব আসিয়া উপস্থিত হয়।

আর দুই একটী বাহিরের গৃহ থাকিবে। কোন কুটুম্ব অথবা বন্ধু বান্ধব আসিলে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একটী গৃহ। সে গৃহে ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনা করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি থাকিবে। আর একটী গৃহ অতিথিদিগের জন্য; কোন অপরিচিত বিপন্ন ব্যক্তি হঠাৎ আশ্রয়হীন হইয়া আসিলে সে যেন আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তাহাকে আশ্রয় দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য, কিন্তু আবার সকল সময়ে অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করা যায় না, কেন না দেখা গিয়াছে অনেক অপরিচিত ব্যক্তি দরিদ্রতার ভান করিয়া অনেক সদাশয় ভদ্রলোকের সর্ব্বস্ব চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে। সুতরাং অতিথিদিগের জন্য বাহির বাটীতে একটী স্বতন্ত্র গৃহ থাকিবে, সেই গৃহের সঙ্গে একটী রন্ধই গৃহও থাকিবে। অতিথি সৎকার গৃহস্থের একটী প্রধান কর্ত্তব্য; কিন্তু যেন এই অতিথি সৎকার উপযুক্ত পাত্রে প্রদত্ত হয়। অনেক স্থলে অতিথি সৎকারের অনুরোধে অলসতার প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়। সুতরাং গৃহস্থ ব্যক্তি সাবধান হইয়া আতিথ্য ধর্ম্ম পালন করিবেন।

এই প্রস্তাবে বাসভবন সম্বন্ধে স্থূল স্থূল কতকগুলি উপদেশ দেওয়া হইল। বুদ্ধিমতী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা রমণী সর্ব্বপ্রকার সুবিধা অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজন মত অন্যান্য অভাব মোচনের উপায় চিন্তা করিলে তাহা উদ্ভাবন করিয়া লইতে পারিবেন। গৃহ-স্বামীও সে বিষয়ে সহায়তা করিবেন সন্দেহ নাই।

মৃচ্ছকটিক।

(২৬৮ সংখ্যা ১৯ পৃষ্ঠার পর।)

এ দিকে রাজশ্যালক বিচারালয়ে গিয়া বিচারপতিকে কহিল, "কোন নৃশংস ব্যক্তি অলঙ্কারের লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছে।" ইহা শুনিয়া বিচারপতি বসন্তসেনার মাতাকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কন্যা বসন্তসেনা কোথায়?" সে বলিল "আমার কন্যা চারুদত্তের বাটিতে গিয়াছে।" তদনন্তর প্রাড্‌বিবাক চারুদত্তকে ডাকাইয়া আনিলেন। তিনি চারুদত্তকে জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য চারুদত্ত, বসন্তসেনার সহিত কি তোমার পরিচয় আছে?" চারুদত্ত লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিলেন, "হাঁ আছে।" প্রাড্‌ বিবাক পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন, "তবে এক্ষণে বসন্তসেনা কোথায়?" চারুদত্ত বলিলেন, "গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে।" তাহা শুনিয়া শকার কহিল, "মিথ্যাবাদিন্‌, অলঙ্কার লোভে জীর্ণোদ্যানমধ্যে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া কহিতেছ বাটী ফিরিয়া গিয়াছে।" এই সময়ে বীরক নামা রক্ষী তথায় উপস্থিত ছিল, সে কহিল "হাঁ আমিও জানি বটে, বসন্তসেনা চারুদত্তের শকটে চড়িয়া জীর্ণোদ্যানে গমন করিতেছিল।" ইহা শুনিয়া প্রাড্‌বিবাক পুনরপি চারুদত্তকে বলিলেন, "আর্য্য চারুদত্ত, সত্য কথা বল।" চারুদত্ত কহিলেন, "লতা হইতে পুষ্প গ্রহণ করিতেও আমার হৃদয় ব্যথিত হয়, আমি যে অলিসন্নিভ অলক আকর্ষণ পূর্ব্বক সেই কুসুমকোমলা অবলার প্রাণসংহার করিয়াছি, ইহা কিরূপে সম্ভব?"

এই সময়ে মৈত্রেয় বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। বসন্তসেনা রোহসেনকে শকট নির্ম্মাণার্থে যে আভরণ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকট ছিল। শকার চারুদত্তের নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছে বলিয়া মৈত্রেয় যেমন ক্রোধভরে তাহাকে প্রহার করিতে যাইবে, অমনি সেই আভরণ তাহার বক্ষ হইতে পতিত হইল। শকার আভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাড্‌বিবাককে কহিল, "মহাশয় দেখুন এই আভরণের লোভেই চারুদত্ত বসন্তসেনাকে মারিয়াছে।" তখন বিচারপতি স্বীয় অনুচরকে কহিলেন, "তুমি যাইয়া এই বৃত্তান্ত নরপতি পালককে জানাইয়া, তাঁহার নিকট দণ্ডাজ্ঞা লইয়া আইস।" অনুচর আসিয়া কহিল, "নরপতি পালক আদেশ করিলেন যে যে আভরণের নিমিত্ত চারুদত্ত বসন্ত-

সেনাকে নিহত করিয়াছে, তাহা চারুদত্তের গলদেশে বদ্ধ করিয়া ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হউক।" বিচারপতিও চণ্ডালদিগকে নৃপাদেশ অনুষ্ঠান করিতে আজ্ঞা দিয়া বিচারালয় হইতে চলিয়া গেলেন।

অনন্তর চণ্ডালদ্বয় দরবিগলিত নয়নে চারুদত্তকে কবরীর মালায় ভূষিত করিয়া বধ্যস্থানাভিমুখে লইয়া যাইতে লাগিল। চারুদত্তের প্রিয়বয়স্য মৈত্রেয় শিশু রোহসেনকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রিয়বন্ধুর সকাশে সমাগত হইলেন। রোহসেন চণ্ডালদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "অরে চণ্ডালেরা তোরা কি নিমিত্ত আমার পিতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিস্?" চণ্ডালেরা বলিল, "আমাদিগের অপরাধ কি? আমরা কেবল রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছি।" তাহা শুনিয়া শিশু পুনরপি বলিল "ওহে চণ্ডালেরা, আমার পিতাকে ছাড়িয়া দিয়া আমাকে বধ কর।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত অশ্রুপূর্ণনেত্রে পুত্রের কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "আহা পুত্র কি স্নেহের সামগ্রী! ইহা দরিদ্র ধনী উভয়েরই সমান; ইহা চন্দন অপেক্ষাও হৃদয়কে শীতল করে।" অনন্তর তিনি মৈত্রেয়কে কহিলেন "সখে! তুমি ইহাকে এখান হইতে লইয়া যাও।" তাহা শুনিয়া মৈত্রেয় বলিলেন, "সখে, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তোমার প্রাণবিয়োগ হইলে আমি আর জীবন ধারণ করিব?" চণ্ডালদ্বয় শিশু এবং মৈত্রেয়কে তথা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, ডিণ্ডিম বাজাইতে বাজাইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "মহাশয়েরা শুনুন্ শুনুন্, সার্থবাহ সাগরদত্তের পুত্র আর্য্য চারুদত্ত আভরণের লোভে জীর্ণোদ্যান মধ্যে বরাঙ্গনা বসন্তসেনাকে নিহত করিয়াছিল, এক্ষণে লোপ্র (বনাল) সহিত ধৃত হইয়াছেন। সুতরাং নরপতি পালক এইরূপ দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন যে, উহাকে দক্ষিণ শ্মশানে লইয়া শূলে আরোপিত করা হইবেক।"

এদিকে বসন্তসেনা শ্রমণের সহিত বিহারে গিয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামানন্তর চারুদত্তের ভবনে যাইতে যাইতে পথে সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে চণ্ডালেরা চারুদত্তকে শূলে চড়াইবার উপক্রম করিতেছিল। বসন্তসেনা তাহাদিগকে কহিলেন, "মহাশয়েরা ইহাকে মারিবেন না; আমিই বসন্তসেনা, যাহার জন্য ইহার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে। আমি মরি নাই।" চণ্ডালেরা তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই সময়ে দূর হইতে কথিত হইল, "নৃপাধম পালককে নিহত করিয়া, এবং তদীয় রাষ্ট্রে আর্য্যকের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদনানন্তর, নৃপনরপতি আর্য্যকের আদেশানুসারে আমি বিপৎ-পতিত

চারুদত্তের উদ্ধার সাধনে অগ্রসর হইতেছি।" অতঃপর শর্ব্বিলক চারুদত্ত সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া কহিল, "আর্য্যক মহোদয়ের শকটে আরোহণ করিয়া পূর্ব্বে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে তিনি যে রাজ্য লাভ করিলেন, সেও মহোদয়েরই সাহায্যে লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।" অনন্তর শার্ব্বিলকের আদেশে শকার তথায় আনীত হইল। নির্লজ্জ এক্ষণে চারুদত্তের চরণে নিপতিত হইয়া কহিল, "আর্য্য চারুদত্ত, আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।" উদারচেতা চারুদত্ত কহিলেন, "শরণাগতকে অভয়দানে আমি কুণ্ঠিত নহি।"

এই সময়ে কতিপয় পুরুষ ব্যস্তভাবে আসিয়া কহিল, "আর্য্য চারুদত্তের গৃহিণী ধূতা প্রজ্বলিত পাবকে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার শিশু সন্তান রোহসেন তাঁহার চরণে নিপতিত হইতেছে, তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইতেছেন না।" ইহা শুনিয়া চারুদত্ত শর্ব্বিলক প্রভৃতি সকলে দ্রুতপদে ধূতার চিতা সমীপে সমুপস্থিত হইল। চারুদত্ত কহিলেন, "প্রিয়ে, দিনমণি অস্তমিত না হইতে হইতে নলিনী মুদিত হয় না, আমি বর্ত্তমান রহিয়াছি, তুমি এরূপ উপক্রম করিয়াছ কেন?" মৈত্রেয় চারুদত্তকে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং বলিল "আহা সতীত্বের কি মাহাত্ম্য, মৃত্যুমুখ হইতে পতিকে প্রত্যাবৃত্ত করিল!" ধূতা ও বসন্তসেনাকে দেখিয়া বলিলেন, "ভগিনি, কুশলে আছ ত?" বসন্তসেনা উত্তর করিলেন, "এক্ষণে কুশল বটে।" অতঃপর শর্ব্বিলক বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আর্য্যে বসন্তসেনে, মহারাজ আর্য্যক পরিতুষ্ট হইয়া আপনাকে 'বধূ' শব্দে বিশেষিত করিতেছেন। আপনি অদ্য হইতে সার্থবাহ চারদত্তের ধর্ম্মপত্নী হইলেন।"

এইরূপে আর্য্য চারুদত্ত বিপদ-জলধি উত্তীর্ণ হইলেন। পতিব্রতা ধূতা এবং বরবর্ণিনী বসন্তসেনা নির্ব্বিবাদে তাঁহার সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। রোহসেনও দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া জনক জননীর পরম প্রীতির বিষয় হইয়াছিল। মিত্রানুরক্ত মৈত্রেয়ও জীবন অবসান পর্য্যন্ত উদার-হৃদয় চারুদত্তের আশ্রয় ত্যাগ করেন নাই।

দানা বাঁধা।

বিজ্ঞানের রাজ্যে বাহ্যরূপের আদর বড় কম। প্রসাদভোগী চাটুকারের মত একচক্ষু দৃষ্টি বিজ্ঞানের রাজ্যে সম্ভবে না। সুখ সমৃদ্ধিতে বর্দ্ধিত লক্ষপতি ও পথের কাঙ্গালি উভয়েরই তুল্য গৌরব! কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি বিজ্ঞানের সকল কথা বিশ্বাস করিতে মন উঠে না। যত্নের রত্ন হীরকও মলিন অঙ্গার বিজ্ঞানের চক্ষে এক; তাও কি সম্ভব? কবি বলিতেছেন তাঁহার সুন্দরী নায়িকার প্রশান্ত-নয়ন-প্রান্তবাহী মুক্তাফল সদৃশ প্রেমাশ্রু-বিন্দু তুলনায় তাঁহার কণ্ঠাভরণ হীরক খণ্ড হইতেও অধিকতর উজ্জ্বল, প্রীতিপদ ও প্রিয়দর্শন। কবির মুখে এ সকল কথাই সাজে। কিন্তু শুনিয়া অবাক্ হইবেন বিজ্ঞান সত্য সত্যই প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃটিশ রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মুকুট শোভিত জগতের অতুল রত্ন ভারত কোহিনুর আর জঘন্য অন্ধকার-কৃষ্ণ অঙ্গার এক গোষ্ঠিসম্ভূত ও একই পদার্থ! বিজ্ঞানবিৎ ল্যাভয়সিয়র সূর্য্যরশ্মি একত্র করিয়া তাহার উত্তাপে হীরক দগ্ধ করিয়া দেখিয়াছেন যে তাহাতে অঙ্গারাম্ল ব্যতীত দগ্ধাবশিষ্ট আর কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং ইহা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে হীরক অঙ্গারের রূপান্তর মাত্র—অঙ্গারই দানা বাঁধিয়া হীরক হয়। দানা বাঁধিলে অঙ্গারের পরমাণু সকলের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান থাকিয়া যায় এবং অঙ্গার কৃষ্ণরূপ পরিহার করিয়া উজ্জ্বল স্ফটিক বর্ণে প্রতিভাত হয়।

দানা বাঁধিলে পদার্থের পরমাণুগুলি খুব কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি, গায়ে গায়ে মেশামিশি করিয়া অবস্থিতি করে, এক্ষণে দেখা যাক কিরূপে এই ব্যতিক্রম ঘটে। আমরা জানি যে সকল পদার্থই পরমাণুর সমষ্টি মাত্র; কিছুই এক এবং অবিভক্ত পদার্থ নহে। পরমাণু আর কিছুই নহে—পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ—তাহা দৃষ্টিরও অগোচর। এইরূপ অসংখ্য পরমাণু একটি অপরের গায়ে লাগিয়া মিলিত হইলেই এই সমষ্টিকে পদার্থ বলে। কিন্তু এই যে একটি পরমাণু অপরটির গায়ে মিশিয়া থাকে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান থাকে—এই ব্যবধান আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেও প্রকৃতির নিয়মে ইহা অবশ্যম্ভাবী। যত গোলযোগ এই জড় পরমাণু লইয়া, বিজ্ঞান বলেন জড়-জগতের সকল ঘটনার কারণ কেবল এই পরমাণুগুলির নড়ন-চড়ন ও গতি-বিধি।

এক্ষণে দেখা যাক্ এই পরমাণুগুলি একত্রে বাঁধা থাকে কিসে। আমরা জানি যে জড় পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—ঘন, তরল এবং বাষ্পীয়। বরফ ঘন বা কঠিন পদার্থ, কিন্তু

উত্তাপ পাইলে গলিয়া জলে পরিণত হইবে, আবার জল আরো উত্তপ্ত হইলে বাষ্পে পরিণত হইবে। এই গেল জলের তিন অবস্থা; অনেক পদার্থ এইরূপ তিন অবস্থায় থাকে; এবং তরল অবস্থা হইতে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইবার সময় দানা বাঁধে। সমুদায় জড় পদার্থে দুইটি শক্তি কার্য্য করিতেছে,—আণবিক আকর্ষণ ও উত্তাপ শক্তি। এই দুই শক্তিতে চির-বৈরভাব। আণবিক আকর্ষণ ক্রমাগত অণুসকলকে পরস্পর কাছাকাছি টানিয়া আনিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছে, পক্ষান্তরে আবার এই অণু সকলকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াই উত্তাপ শক্তির প্রাণগত চেষ্টা।

জড়জগতে এই দুই শক্তির সংগ্রামে একের দুর্ব্বলতায় অপরের জয়। যখন উত্তাপ শক্তি এত প্রবল হয় যে আণবিক আকর্ষণ তাহার নিকট পরাভূত হয়, তখনই জড়পদার্থের অণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সেই পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়; যখন উত্তাপ শক্তি ও আণবিক আকর্ষণ এতদুভয়ের বল সমান থাকে, তখনি পদার্থের তরল অবস্থা; আর যখন এই উত্তাপ শক্তির হ্রাস হয় এবং আণবিক আকর্ষণ অণু সকলকে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া দেয়, তখনই পদার্থের কঠিন অবস্থা।

তরল পদার্থ ধীরে ধীরে কঠিন অবস্থায় পরিণত হইলে তাহার অণু সকল স্তূপাকারে সঞ্চিত না হইয়া সুশৃঙ্খলতার সহিত পরস্পর মিলিত হয়, সুতরাং নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পলকাটা দানার আকার ধারণ করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের ভিন্ন ভিন্নরূপ দানা হইয়া থাকে। কিন্তু এক পদার্থের দানা সকলগুলিই এক রকমের, কেবল কোনটি বড় কোনটি বা ছোট। তুঁতে, ফট্‌কিরী, সোরা প্রভৃতি অনেক পদার্থের অতি সুন্দর সুন্দর দানা হইয়া থাকে।

পাঠিকাগণ ইচ্ছা করিলে ফট্‌কিরী প্রভৃতির দানা বাঁধিয়া নানা প্রকার গৃহ সজ্জার সুন্দর সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারেন। সকলেই মিছরির দানার মধ্যে একটি একটি সুতা দেখিয়াছেন,—দানা বাঁধিবার সময় মিছরির জলে এই সকল সুতা ঝুলাইয়া দেয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া দানা বসে। খড়িকার সাজি, ডালা বা অন্য কোন সুন্দর দ্রব্যে দানা বসাইলে দেখিতে বড়ই সুন্দর হয়। পাঠিকাগণ একটু যত্ন করিলেই নিম্নলিখিত উপায়ে ফট্‌কিরীর সাজি প্রস্তুত করিতে পারেন।

প্রথমতঃ খড়িকা বা কুঁচি বা পরিষ্কার তারের একটি সাজি বা ডালা

সংগ্রহ করিতে হইবে (প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব ভাল)। পরে একটি পাত্রে যথেষ্ট পরিমাণে জল ঢালিয়া তাহাতে ফট্‌কিরী দ্রব করিতে হইবে (যেন ফটকিরীর চূড়ান্ত দ্রব saturated solution হয়)।

পরে এই ফট্‌কিরীদ্রব আগুণে চড়াইতে হইবে। অনেকক্ষণ টগবগ করিয়া ফুটিলে পর আগুণ হইতে নামাইয়া লইয়া এই পাত্রে সাজিটি ডুবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলেই সাজির গায়ে ক্রমে ক্রমে দানা বসিতে থাকিবে। এইরূপে যখন দেখা যাইবে বেশ সুন্দর দানা প্রচুর পরিমাণে বসিয়াছে, তখন জল হইতে তাহা আস্তে আস্তে উঠাইয়া লইলেই হইল। সরু তার দিয়া কোন নাম লিখিয়া অথবা ইচ্ছানুরূপ নক্‌সা করিয়া তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত উপায়ে দানা বসাইতে পারা যায়; ধান বা যবের শিস অথবা দার্জ্জিলিঙ্গের সুন্দর সুন্দর ফারণ গাছের পাতা প্রভৃতিতে এইরূপ দানা বসাইলে অতি মনোহর, দেখিতে হয়; যত্ন এবং সুরুচি থাকিলে অনায়াসেই এই সকল দ্বারা ঘর সাজাইতে পারা যায়।

অষ্ট্রেলীয় আদিমবাসীদিগের প্রেতযোনি।

অষ্ট্রেলীয়াবাসীরা আপনাদিগের বাসদ্বীপ কখনও পরিত্যাগ করে না, এজন্য তাহারা বিশ্বাস করে তাহাদিগের মধ্যে কেহ মরিলে সেও আর কোথাও যায় না, সেই দ্বীপের মধ্যে কোন প্রকার নূতন আকার ধারণ করিয়া বাস করে। আজি কালি কামতর ইউরোপীয়গণ এই দ্বীপের সর্ব্বাংশে দেখা দিয়া থাকেন, স্থানে স্থানে অনেক উপনিবেশও স্থাপন করিয়াছেন। সরল বিশ্বাসী আদিম নিবাসীগণ ইহাঁদিগকে দেখিয়া স্বজাতির প্রেতযোনি বলিয়া মনে করে। ইহাদিগের কাহারও গঠন, আকৃতি, মুখভঙ্গী বা চক্ষুভঙ্গীতে তাহাদিগের মৃত কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র সাদৃশ্য দেখিলে বা অনুমান করিতে পারিলে তাহাকে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির প্রেতযোনি বলিয়া স্থির করে এবং তাহার প্রতি স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শনে ত্রুটি করে না। অসভ্যদিগের এই প্রকার বিশ্বাস হেতু এক সাহেব যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা নিজে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন:—

আমি একাকী অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যদেশে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম আদিমবাসীদিগের একটী ক্ষুদ্র দল আসিতেছে, তাহাদিগের মুখপাত্র দুইটী স্ত্রীলোক চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে অগ্রসর হইতেছে। দুইটী রমণীর মধ্যে একটী বৃদ্ধা ও

অপরটী যুবতী। বৃদ্ধা আমার নিকট আসিয়া সজলনয়নে কিছুক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "গোয়া গোয়া বন্দ বল" ইহার অর্থ, "হাঁ, সেই বটে, সেই বটে।" তৎপরে বৃদ্ধা সজোরে আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া চীৎকার রবে কাঁদিতে লাগিল, সেই সময় যুবতী আমার পদতলে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রথম স্ত্রীলোকটী যেমন জরাজীর্ণা, সেইরূপ কদাকার ও ম্লেচ্ছ। সে আমাকে লইয়া কেন এরূপ করিতেছে, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু স্নেহবশতঃ এইরূপ করিতেছে ভাবিয়া আমি স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। তাহার স্নেহে বশীভূত হইয়াছি এই মনে করিয়া সে তখন আরও স্নেহচিহ্ন দেখাইতে লাগিল এবং আমার উভয় গণ্ডে ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল। তৎপরে আরও কিছুক্ষণ রোদন করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিল এবং যে কথা বলিতে লাগিল, তাহার ভাবার্থ এই বুঝিলাম, তাহার পুত্রের বক্ষে বর্ষাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং আমি তাহারই প্রেতযোনি। যুবতীটী আমার সহোদরা। সে বয়স্থা বলিয়া হউক বা আমি তাহার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলাম, দেখিয়াই হউক, আমার প্রতি আর অধিক স্নেহ নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারিল না। কিন্তু বৃদ্ধা, আমার নিজের মা অনেক দিন পরে আমাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে দেখিলে যেরূপ আদর করিতেন, সেইরূপ করিতে লাগিল। মাতা অবসৃত হইলে আমার পিতা এবং ভ্রাতারা আসিয়া দেশীয় প্রথানুসারে আমাকে সাদর সম্ভাষণ করিতে লাগিল। তাহারা এক একজন আসিয়া বাহুদ্বারা আমার কটিদেশ জড়াইয়া ধরিল, আমার দক্ষিণ জানুর সম্মুখে তাহাদিগের দক্ষিণ জানু রাখিয়া বক্ষে বক্ষ চাপিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিল। যতক্ষণ এই ব্যাপার চলিতে লাগিল, আমি গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। পরে তাহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমি আপদ-শান্তি দেখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলাম।

—:*:—

সাধু দৃষ্টান্ত।

১। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের মাতা রাণী আন বোলিন প্রতিদিন নিজ ব্যয়ের জন্য যে টাকার তোড়া পাইতেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে গরিবদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার যতগুলি পরিচারিকা ছিল, দরিদ্রদিগের পোষাক তৈয়ারে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাতে সপ্তাহে অনেকগুলি গাত্রাচ্ছাদন

প্রস্তুত হইত, তাহা স্বয়ং উপযুক্ত দয়ার পাত্রদিগকে বিতরণ করিতেন। এইরূপ সাধুকার্য্যের আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া তাঁহার জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইত।

২। রুসিয়েশ্বরী কাথারিণ মস্কৌ-নগরে পরিত্যক্ত শিশুদিগের জন্য আশ্রম গৃহ যখন নির্ম্মাণ করেন, তখন তাহার আনুকূল্যার্থ অজ্ঞাতনামা কোন ব্যক্তি ৫০ সহস্র রোবল (প্রায় লক্ষ টাকা) মুদ্রাপূর্ণ এক বাক্স পাঠাইয়া দেন। তৎ-সঙ্গে কেবল এইরূপ কয়েকটী কথা লেখাছিল "এই দানদ্বারা রুসিয়া ভবি-ষ্যতে যদি একজন মাত্র জ্ঞানী, সুখী ও ধার্ম্মিক প্রজা লাভ করেন, তাহা হইলেই দাতার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

৩। ওয়ারউইকের সুবিখ্যাত কাউ-ণ্টেস তাঁহার প্রভূত আয়ের তৃতীয়াংশ দানকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত স্থানের মধ্যে দরিদ্র-দিগের অবস্থা অনুসন্ধান ও তাহাদিগকে সাহায্য দান তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা আন-ন্দের বিষয় ছিল। যাহারা খাটিয়া খাইতে পারে না এবং ভিক্ষা করিতে অসমর্থ, এইরূপ লোকদিগকে তিনি সাহায্য করিতেন, ইহাতে অনেক গরিব বিধবা, অনাথ শিশু এবং দুর্দ্দশাপন্ন ভদ্র পরিবার তাঁহার অযাচিত সাহায্য লাভ করিয়া পরমোপকৃত হইত। অনেকে নিতান্ত দৈন্যাবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার প্রসাদে পুনরায় সৌভাগ্য সোপানে উত্থান করিয়াছে। মানবীয় কোন দুঃখ বিমোচনে তিনি যত্নের ত্রুটি করিতেন না। ধর্ম্ম রক্ষার্থ যে সকল বিদেশী ইংলণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছে, বুদ্ধিমান্ বালক যাহারা অর্থাভাবে বিদ্যানু-শীলনে অসমর্থ, গুণবান্ লোক যাহারা দারিদ্র্য প্রযুক্ত আপনাদিগের গুণের পরিচয় দানে অক্ষম, নানা সম্প্রদায়ের নির্দ্ধন ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ সকলেই তাঁহাকে আপনাদিগের আশ্রয় ও সহায় বলিয়া জানিতেন। শরণাগতদিগকে কেবল আশ্রয় ও অন্ন দিয়া তিনি সাহায্য করি-তেন না, কর্ম্ম কার্য্য ও হিতকর উপদেশ দিয়া তাহাদিগের সহায়তা করিতেন, অতি নীচ শ্রেণীর কোন ব্যক্তিও পীড়িত বা বিপন্ন হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাহার দয়া প্রার্থনা করিত। তাঁহার দাতব্য লাভার্থ যে সকল দরিদ্র ভিক্ষুক সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হইত, তাহাদিগের কোন ক্লেশ না হয় এজন্য অগুন নগরে ও তাঁহার বাসপল্লীতে দুইটী আশ্রয় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বাস পল্লীতে নিকটস্থ ৪টী গ্রামের দরিদ্র-দিগকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া রুটী ও মাংস দান করিতেন। তাঁহার উইলে তিনি বহুপ্রকার দয়ার কার্য্যে অর্থ দান করিয়া যান, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিয়মিত দান ব্রত সকল মৃত্যুর পর চারিমাস কাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে যাহাতে চলে তাহারও ব্যবস্থা করিয়া যান।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শুক্তিকানন—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। ইহা একখানি বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত সুন্দর উপন্যাস গ্রন্থ। লেখকের কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি অনেক স্থলে প্রশংসনীয়।

২। জীবন-প্রদীপ—শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ১৵০ আনা। ইহাও একখানি উপন্যাস গ্রন্থ। উপন্যাসে বিচিত্র ঘটনা এবং বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে, ভীষণ সমাজচিত্র সকল অঙ্কিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে বর্ণনাগুলি বেশ হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে। গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজের কুপ্রথা সকল বিদূরিত হইয়া সুপ্রথা সকল প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহার জন্যও তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ দেখা যায়।

বামারচনা।

সাধের মেয়ে।

(প্রিয়বালার প্রতি)

কেন মা! কাঁদিস এত এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে, ওযে চাঁদ, ধরা নাহি যায় রে
নিবারিতে চাহি যত, তুমি আরো কাঁ'দ তত,
আকাশের চাঁদ, ওযে ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয়! নহে প্রিয় থামে না। ১

হাস প্রিয়! একবার, দূর হক এ আঁধার
দেখি মা সরগ-শোভা ও মুখ নলিনে,
কার সোহাগের ধন, কার করে সমর্পণ!
কে জানে মরম তোর, আমি তো জানিনে—
যে জানিত সে জানিত, আমি তো জানিনে;
কে দিল অমূল্যনিধি হেন হীন দীনে! ২

একদিন প্রিয়—তোরে স্মরণে কি রবে না?
বিগত সে সব কথা কিছু মোরে কবে না?
কেমন মধুরতর মধুর মধুরতর
সেই স্নেহ তোর মনে কভু কি রে হবে না?
একদিন প্রিয় তোরে, স্নেহের মধুর ডোরে
বেঁধে সেই, নাচাইত কতই আদরে,
বুকে রেখে, হাসি হাসি হাসাইত তোরে! ৪
"পরাণ-প্রতিমা" তুই "নয়নের তারা"—
সে দিন গিয়াছে তাই, কাঙ্গালী আমরা!
সোহাগের ধন তুমি সাধের কমল রে
কেমনে ফুটিবে, বুকে দারুণ অনল রে!

মরি! ও ললিত কায়,অশ্রুজলে ভেসে যায়,
প্রভাতি শিশির মেথে শতদল-দল রে
মৃদুল পবনে যথা করে টল মল রে। ৫
জড়িমা-জড়িত স্বরে,এক কথা বারে বারে
চোখে জল মুখে হাসি,মুনি-মনোলোভা!
তো হতে দেখিনু ভবে স্বরগের শোভা।
কার পুণ্য বলে তুমি ভূতলে উদয়?
কে আনিল বারিবিন্দু মরু সাহারায়? ৬
কারে শুনাইব প্রিয় কার সনে হাসিব,
কোন্ কোলে দিয়ে তোরে প্রাণ ভরে
দেখিব?
কি আগুণে জলি আমি,কিছুই জান না
তুমি,
তোর হাসি তোর কথা কার সনে কহিব?
অরে বিধি! এ যাতনা কত দিন সহিব!৭
কাঙ্গালীরে এরতন,দিতে কিবা প্রয়োজন,
রাজ-বালা-গলে দোলে মণিময় হার—
কি চিনিবে ভিখারিণী কি জানিবে তারা
নিদারুণ বিধি যদি এই ছিল মনে,
শ্মশানে সোনার ফুল ফুটাইলে কেনে?৮
জলি উঠে কালানল যখন হৃদয়ে রে,
যখন নয়নে নীর দর দর বয় রে,
নিরখি আমার পানে,কি যেন উদয় প্রাণে
খেলা ধূলা হাসি রাশি কিছু নাহি চায়রে,
আমরি ও সোনামুখী নীরবে দাঁড়ায়
রে!৯
বদন নলিন করে, চারু চোখে জল ঝরে,
কভু যেন ভয়ে ভয়ে কেমনে তাকায়,
কখন বা ছুটে ধরে আদরে গলায়?
এতই কুহক মাখা বিধির কৌশল,
কে কবে দেখেছ, ফোটে অনলে
কমল? ১০
কে আনিল এ মরতে স্বরগের ফুল রে
এ ধন এ পাপ ভবে বিধাতার ভুল রে!
যে দেশে বিষাদ নাই, শোক রোগ মৃত্যু
নাই,
পাপ তাপ জীবে যথা করেনা আকুল রে
সে দেশের নিধি এযে, এ ভবে অতুল
রে!১১
মরমে মরিয়া যাই, মরণ শরণ চাই,
অমনি আঁচল টেনে হাসে বোকা মেয়ে
মরিতেও ভুলি প্রিয় তোরি মুখ চেয়ে,
অনলে পুড়িব তবু ম'রে কায় নাই।—
ননীর পুতুল টুকু কারে দিয়ে যাই? ১২
তোরে দিয়া অভাগীরে মহাপাশে বাঁধিয়া,
চলি গেছে, তোরে মোরে "একাকিনী"
ফেলিয়া,
পরাণ পাষাণময়, সহজে হ'ল না লয়,
মরিতে পারিনে মাগো তোর মুখ চাহিয়া,
নিবারি চোখের জল তুমি কাঁদ বলিয়া!১৩
যবে সে স্নেহের কোলে, উঠিতে মধুর
বোলে,
আধ আধ ছাই পাশ বকিতে বকিতে,
মরতে স্বরগ আমি ভাবিতাম চিতে!
তাঁরি পুণ্য ফলে তুমি ভূতলে উদয়,
তোমাতে মাখান সেই "স্বর্গীয়" প্রণয়।১৪
সেই মুখ সেই ছটা সে মধুর হাসি রে
তোর ও সরল মুখে যায় ভাসি ভাসি রে!
চাহিয়া চাহিয়া যেন, কি জানি কি হই
হেন,
প্রাণে প্রাণে জাগে যেন বেহাগের বাঁশিরে,
তুমি কি মা দেববালা কহ তা প্রকাশি
রে? ১৫
হা'স প্রিয় একবার,দূর হোক এ আঁধার,
দেখিব কেমনতর স্বরগ শোভন,
হাসরে হাসরে মোর কাঙ্গালের ধন!
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী,
কেবলি সুধার কণা তুমি মা আমারি!১৬
আবার কাঁদিস মাগো—এতো বড় দায় রে
বোকা মেয়ে! চাঁদ কভু ধরা নাহি
যায় রে,
আয় চাঁদ! ধরি পায়, ধরাতলে নেমে
আয়,
আকাশের চাঁদ হায় ধরাতলে নামে না,
আয় আয় চাঁদ আয়, নহে প্রিয় থামে
না। ১৭

প্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৭০ সংখ্যা | আষাঢ় ১২৯৪—জুলাই ১৮৮৭। | ৪র্থ কল্প ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

প্রবেশিকা পরীক্ষা—গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৩,৩০৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে ১ম বিভাগে ৯১৬,২য় বিভাগে ১,৭৩৬ ও ৩য় বিভাগে ৬৫৬ জন। শতকরা প্রায় ৬০ জন উত্তীর্ণ, গত দুই বর্ষের অনাবৃষ্টির পর এবারে কিছু অতি বৃষ্টি। উত্তীর্ণা স্ত্রীলোকদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম বিভাগ।

হেমলতা ভট্টাচার্য্য,	বেথুন স্কুল
যামিনী সেন,	ঐ
জীবনবালা ঘোষ,	ঐ
জ্ঞানদা মিত্র,	ঐ
বোল্‌টন ক্লারা,	নাইনীতাল স্কুল
মাইন গ্রেস,	ঐ
রসেল আনী,	ঐ
লিটান ব্লান্স,	কলিকাতা বালিকা ,,
ভগান ডোরা,	ডাইওসিসান ,,
কারবারী মেরী,	লোরেটো ,,
গ্রোসার আনী,	ঐ

দ্বিতীয় বিভাগ।

বসন্তকুমারী বসু,	কানপুর খুঃ চঃ
কমল চক্রবর্ত্তী,	লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়
কামিনী চট্টোপাধ্যায়,	ফ্রি চর্চ্চ নর্ম্মাল ,,
হেডিঙ এমিলী,	সেণ্ট যোজেফ ,,
কেনিডি আইডা,	ডফটন ইনষ্টিটিউসন
মাসি সোফিয়া,	বেনারস নর্ম্মাল স্কুল
প্রিয়বালা সিংহ,	অমৃতসর এলেকজান্দ্রা স্কুল
সিপেলম্যান হেনরিটা,	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট স্কুল
টমাস লিনা,	কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়
ওয়াটস মেরি থেরিসা,	রেঙ্গুণ কনভেণ্ট স্কুল

তৃতীয় বিভাগ।

কুসুম বিশ্বাস,	লালবাগ বালিকা বিদ্যালয়
আইমোজেন দত্ত পান্থ,	আলমোড়া ,,

কুইন বিক্টোরিয়া জুবিলী—বিলাতের সর্ব্বত্র মহা ধুমধাম। ১৯শে জুন রবিবার লণ্ডনের সেণ্টপল গির্জ্জায় বিশেষ উপাসনা হইবে, লর্ড মেয়র ও সেরিফগণ তাহাতে উপস্থিত থাকিবেন। ডবলিনে যুবরাজ উপস্থিত থাকিয়া উৎসব করিবেন, তথায় কাশরোগ-গ্রস্তদিগের হাসপাতালের জন্য প্রায় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে, তন্মধ্যে ৭০ হাজার টাকা এডওয়ার্ড গিলনেফ নামে এক ব্যক্তি দান করিয়াছেন। রাজভক্ত ইংরাজ পুরুষ রমণী বিবিধ প্রকারে বদান্যতা দেখাইতেছেন, কেহ বাড়ী ভাঙ্গিয়া সাধারণের জন্য বাগান করিয়া দিতেছেন,কেহ হাজার হাজার বালককে একত্র করিয়া ভোজ দিতেছেন, কেহ দরিদ্রদিগকে বিপুল অর্থদান করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা জুবিলী ফণ্ডে হাজার হাজার টাকা দিতেছেন। লেডী আরনট গরিবদিগকে ১৫০০ কম্বল ও ৫০০ লেপ বিতরণ করিবেন।

বিক্টোরিয়া সংস্কৃত টোল—বহরমপুর কলেজ রক্ষা করিয়া মহারাণী স্বর্ণময়ী যেমন আপনার বিদ্যোৎসাহিতা ও দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন, দেবী আন্না কালী সংস্কৃত টোল স্থাপন দ্বারাও সেইরূপ সুকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। টোলে বিনা ব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বাস করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবে। ইহার সঙ্গে একটী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকালয়ও থাকবে। সাধুদৃষ্টান্ত সাধু দৃষ্টান্তের প্রসূতি।

হাঁসপাতাল—(১) সিমলাতে যে রিপণ হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ড এবং ধাত্রীশিক্ষার ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে এক সকের বাজার হইয়া অনেক টাকা উঠিয়াছে। (২) দার্জ্জিলিঙে দেশীয়দিগের একটী স্বাস্থ্যনিবাসের উদ্যোগ হইতেছে। (৩) অল্প দিন হইল, লণ্ডন হাঁসপাতালে দিবসে ১০০ ও রাত্রিকালে ৫০ জন ধাত্রী থাকিবার গৃহ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে; যুবরাজ সপত্নীক তাহা খুলিয়াছেন। (৪) লণ্ডনে শিশুদিগের জন্য যে বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল আছে,তাহার ২০ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মেট্রপলিটন হোটেলে ভোজ হয়, কেম্ব্রিজের ডিউক সভাপতিত্ব করেন। হাঁসপাতালে এ পর্য্যন্ত ৭,৯৭২ জন রোগী আশ্রয় পাইয়াছে, বাহির হইতে ৩,৬৪১৬৪ জন চিকিৎসা সাহায্য পাইয়াছে।

ধর্ম্মপুস্তক প্রচার—ব্রিটিশ ও ফরেন বাইবেল সোসাইটী গত বর্ষে ৩৯,৩২,৬৭৮ খানি বাইবেল ও বাইবেল সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় জগতে আরও কত প্রচার সভা হইতে কত অসংখ্য ধর্ম্মপুস্তক বাহির হইয়াছে!

উপযুক্ত উত্তর—স্বাস্থ্যহানি হয়

বলিয়া নূতন বিধি দ্বারা ইংলণ্ডীয় কয়লার খনিতে স্ত্রীলোকদিগের কাজ বন্ধ করাইবার চেষ্টা হয়, লাঙ্কাসায়ারের স্ত্রী কুলিরা কাজ করিবার সজ্জা সহিত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর দেখাইয়া জয় লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বিরুদ্ধে পুরুষদের অনেক আন্দোলন এই রূপ অমূলক।

পণ্ডিতা রমাবাই—এখন আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া নগরে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপ্রণালী শিখিতেছেন। তিনি একবর্ষ মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবেন এবং বালিকা বিধবাগণের জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে শিল্পসাহিত্য ও নীতি শিক্ষা দিবেন।

স্ত্রী-কীর্ত্তি—(১) আয়র্লণ্ডের ডনিগেল নামক স্থানে যত দরিদ্রের আবাস! অনাহারে তাহাদের অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইত। বিবী হার্ট ৩ বৎসর ইহাদিগের মধ্যে বাস করিয়া সূতাকাটা, পশমের কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া শত শত পরিবারকে ঘোরতর দারিদ্র হইতে মুক্ত করিয়াছেন। এ দেশে এরূপ দেশহিতৈষিণী সকলের কবে অভ্যুদয় হইবে? (২) আমেরিকার অর্লিয়েন্স প্রদেশে একটী সমাজ আছে, তাহার নাম Society of Ladies Servants of the Poor" অর্থাৎ গরিবদিগের পরিচারিকা মহিলা সমাজ। ইহা ১৮৬১ সালে স্থাপিত হয়, সম্ভ্রান্ত দরিদ্র পরিবারের সাহায্য বিধান এবং বৃদ্ধ ও অনাথা ভদ্রমহিলাদিগের ভরণ পোষণ ইহার উদ্দেশ্য।

দুর্ঘটনা—গত মে মাসে বঙ্গোপসাগরে রিট্রিবার ও সার জন লরেন্স নামে দুইখানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়া প্রায় ৮০০। ৯০০ লোক মারা গিয়াছে। শেষোক্ত জাহাজের অধিকাংশ আরোহী জগন্নাথের যাত্রী ছিল, তাহাদের মৃত্যুতে বঙ্গের অনেক পরিবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। অনাথ পরিবারদিগের সাহায্যার্থ চাঁদা তোলা হইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগের ডাক্তারী শিক্ষা—কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি যুবতী ছাত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন। ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ছাত্রীশ্রেণী খুলিতে না খুলিতে ১০। ১২ জন ভর্ত্তির প্রার্থী হইয়াছেন। আগ্রা মেডিকেল স্কুলে এক বৎসরের মধ্যে ৪৭টী ভর্ত্তি হইয়াছেন, ইহাদের মধ্যে ১৪ জন হিন্দু, ২ জন মুসলমান এবং ৩১ জন দেশীয় খ্রীষ্টান যুবতী।

রাজদর্শন—কুচবিহারের মহারাণী মহারাজের সহিত একত্র হইয়া ভারতেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছেন, এবং ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া উপাধি পাইয়াছেন। তার-

তের আরও কয়েকটী রাজা ও রাজপুত্রের এই সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে।

দীর্ঘজীবিনী স্ত্রীলোক—থানাকুল থানার অন্তর্গত কায়বা গ্রামের ৺জগন্নাথ নারায়ণ রায়ের স্ত্রী ১১৪ বৎসর বয়সে গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে ইনি অর্দ্ধসের চাউলের অন্ন ও এক সের দুগ্ধ আহার করিতেন এবং ২০। ২১ জন লোকের খাদ্য স্বহস্তে রন্ধন করিতেন। নব্য পাঠিকারা কি বলেন?

শান্ত-স্বভাব।*

কালের বক্ষের উপর কত জীবন মৃত্যুর খেলা, কত বিচিত্র বিপ্লব, কত শুভাশুভ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহার সংখ্যা নাই, তবুও কাল কেমন নীরবে অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে; কেমন প্রশান্ত! মনুষ্য কল্পনার অতীত অতীত —কাল হইতে প্রকৃতির হস্তে কত সুমহান্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে যাহা কল্পনারও আয়ত্তাধীন করা মনুষ্যের সাধ্য নয়, তবুও প্রকৃতি কেমন অবিচলিত ভাবে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে, কেমন প্রশান্ত! আবার যিনি সেই অনন্ত কর্ম্মশীল প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যের মূলে জ্ঞানময় শক্তিরূপে বিরাজমান, যাঁহার কণামাত্র কার্য্যকৌশল বুঝিতে গিয়া মনুষ্য মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হইয়া পড়িতেছে, সেই অনন্ত ক্ষমতাশালী মহান্ ব্রহ্ম কি নিস্তব্ধ! কেমন প্রশান্ত! একবার নিমীলিতনয়নে ধ্যানস্থ হইয়া দেখ; মানব! যদিও তোমার ক্ষুদ্র জ্ঞান, সীমাবিশিষ্ট শক্তি, ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জীবন, তবুও কি তুমি কাল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে মহান্ আদর্শ স্বরূপ সম্মুখে রাখিবে না? শান্ত হইবে না? তোমার বক্ষের উপর দিয়া শত শত শোক দুঃখ, সহস্র সহস্র শুভাশুভ ঘটনা, মান অপমান অবিশ্রান্ত চলিয়া যাইবে, আর তুমি শান্ত ভাবে ধর্ম্মের সরল পথে অবিরাম গতিতে চলিতে থাকিবে ইহাই তোমার প্রকৃত মনুষ্যত্ব। প্রকৃতির ন্যায় নিঃশব্দে নীরবে শান্তভাবে বৃহত্তম কার্য্য সকল করিতে পারিলেই তোমার যথার্থ মহত্ত্ব।

ভাবিয়া দেখিলে প্রকৃত শান্ত স্বভাবের মানুষই প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারেন। অশান্ত ও অস্থিরমতি মনুষ্য বিপুল ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন; পৃথিবীব্যাপী যশ মানের অধিকারী হইতে পারেন; কিন্তু যাহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধর্ম্ম, তাহা তিনি প্রকৃত পক্ষে লাভ করিতে

* একটী চিন্তাশীলা রমণীর লিখিত।

পারেন না। মনুষ্যের অমূল্য অধিকার একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হওয়া ও মনুষ্য নামের যোগ্য হইবার জন্য গভীর হইতে গভীরতর বিষয়ের চিন্তাতে চিত্তকে একবারে ডুবাইয়া দেওয়া—ইহা অশান্তচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার, তাই বলিতেছি তিনি প্রকৃত পক্ষে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন না।

যিনি জড়ের ন্যায় নিরুৎসাহ নিরুদ্যম, মৌন, ও সর্ব্বপ্রকার হিতানুষ্ঠান-বিহীন, যিনি বিদ্যা চর্চ্চা না করিয়া জ্ঞানী হইতে চান, সাধন ভজন বিহীন হইয়া ব্রহ্ম যোগে যোগী হইতে চান, এবং দেহ মন মস্তিষ্ককে পরিশ্রান্ত হইতে না দিয়া স্বদেশের হিতকামনা করেন, তিনি কখনও শান্ত স্বভাব নামে অভিহিত হইতে পারেন না। যিনি সম্ভবতঃ রোগে স্থির, শোকে ধীর, ক্রোধে প্রকৃতিস্থ ও ক্ষমাশীল, বাচালতা-বিহীন, পরিণামদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী, যিনি গভীর চিন্তাপূর্ণ কঠিন কঠিন গ্রন্থপাঠে অধীর হইয়া পড়েন না, ধ্যানশীল হইবার জন্য একাগ্রতা অভ্যাস করেন, ও স্বদেশের হিতকামনায় লোকের মুখাপেক্ষা না করিয়া দেহ মন মস্তিষ্ককে নিরন্তর শ্রান্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিতে অগ্রসর, তিনিই প্রকৃত শান্তস্বভাব নামের যোগ্য, তিনিই একদিন মনুষ্য নামের—মহাত্মা নামের—প্রকৃত ধার্ম্মিক নামের অধিকারী হইবেন।

শান্ত-স্বভাব যেমন চিন্তাশীলতা-সাপেক্ষ, তেমনি চিন্তাশীল হওয়াও শান্ত-স্বভাব সাপেক্ষ, তন্নিমিত্ত উক্ত দুই মহোপকারী—চরিত্রোৎকর্ষ-সাধক ও ধ্যান ধারণার পরম সহায়কে অতীব প্রয়োজনীয় জানিয়া দুয়েরই সাধনা করা উচিত। যিনি উন্নত উন্নত চিন্তার বিমল আনন্দে আনন্দিতচিত্ত অথচ শান্তপ্রকৃতি, কি তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্য! কি তাঁহার মুখ-মণ্ডলের দেবোপম শোভা! যেমন ইট, কাট, পাথর দেখিতে দেখিতে সুন্দর শ্যামল বৃক্ষ লতা, সুমন্দ বায়ু হিল্লোলে হিল্লোলিত হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, সমতল ভূমিতে শিশির বিন্দু শোভিত বাল-তৃণ সমূহ নয়ন পথে পতিত হইলে নয়ন স্নিগ্ধ হয়, তেমনি অশান্ত-স্বভাবের লক্ষণ-সমন্বিত—ক্রোধী, পর-নিন্দুক, বাচাল, স্থূলদর্শী, আপাতদর্শী, আড়ম্বরপ্রিয়, বিষয়পিপাসু ধ্যানধারণা ও চিন্তাবিহীন মনুষ্যগণকে দেখিতে দেখিতে ধ্যানশীল, চিন্তাশীল, নিষ্কাম, নিস্পৃহ, বিনয়াবনত শান্তপ্রকৃতি নর নারী দেখিতে পাইলে মনশ্চক্ষুও আরাম, স্নিগ্ধতা ও আনন্দ লাভ করে। কি ধন-জন-পরিবেষ্টিত ভাগ্যবান-গৃহস্থ, কি সংসারবিরাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসী, কি উন্নত শিক্ষায় উন্নতহৃদয় অহরহ মস্তিষ্ক বিলোড়নকারী বিদ্বান্, কি দুর্ভাগ্য নিরক্ষর মানুষ, কি অতুল ঐশ্বর্য্যবন্ত ধনী, কি পথের ভিখারী, কি

জ্ঞানালোকে আলোকিতা বীণারঞ্জিত পুস্তকহস্ত সহরবাসিনী নারী, কি গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা অবগুণ্ঠনবতী গ্রাম্য রমণী প্রকৃত শান্ত-স্বভাব সকলেরই চরিত্রোৎকর্ষ ও জ্ঞান ধর্ম্মলাভের পরম সহায় সন্দেহ নাই। মানুষ অশান্ত হইয়া প্রবল প্রবৃত্তি স্রোতের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে হইতে চলিলে মনুষ্যত্ব সুদূরে পড়িয়া রহিবে।

কি জড়, কি প্রাণ, কি মন এ জগতের যে দিকেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, সেই দিকেই ক্ষুদ্রের তুলনায় বৃহৎ যাহা তাহাই অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ও শান্তভাবের দেখিতে পাইবে। প্রবল-বাত্যায় ধূলিস্তূপ বালুকাস্তূপ কোথায় উড়িয়া যায়, পর্ব্বত যেখানকার সেইখানে বসিয়া থাকে; লতিকা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া যায়, মহাদ্রুম সকল শীঘ্র স্বস্থানবিচ্যুত হয় না। বৃহৎ মৎস্য সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের ন্যায় জলের প্রায় উপরিভাগে চঞ্চলভাবে ঘুরিতে থাকে না, গভীর জলাশয়ের তলে তলে শান্তভাবে ফিরিতে থাকে। ক্ষুদ্র পক্ষিগণের ন্যায় সুন্দর বৃহৎ পক্ষিগণ নিমেষের মধ্যে শত সহস্রবার পক্ষ, পুচ্ছ, মস্তক নাড়িতে থাকে না, বৃক্ষশাখা রূপে আলোকিত করিয়া পুচ্ছ ঝুলাইয়া কেমন শান্তভাবে বসিয়া থাকে! পশুজাতির মধ্যে উষ্ট্র ও হস্তী অধিক শান্ত ও কষ্টসহিষ্ণু। মনের দিক দেখিলেও দেখা যায়, ক্ষুদ্র হৃদয় দুঃখ কষ্টে কি পর্য্যন্ত না অশান্ত হইয়া পড়ে, আর বৃহৎ হৃদয় দুঃখ কষ্টের সময় কি এক মহৎ ভাবে যে পূর্ণ হইয়া শান্ত-ভাব ধরিয়া থাকে তা, কে বলিতে পারে? ক্ষুদ্র স্নেহমমতা অল্প কারণেই চঞ্চল ও বিচলিত হয়, কিন্তু বৃহৎ স্নেহমমতা চিরদিন প্রশান্তভাবে হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বিনয় এক একবার সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত হয়, আবার কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, এইরূপ চঞ্চল অবস্থায় আজীবন ঘূর্ণিত হইতে থাকে, আর বৃহৎ বিনয় হৃদয়কে চিরদিন পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া থাকে, তাহাতে এমন একটু স্থান থাকে না যেখানে অহঙ্কার পলকের জন্যও একটী পা রাখিতে পারে। হৃদয়াকাশে বৃহত্তম বিনয় চন্দ্রমা চিরদিন শান্তভাবে মধুর স্নিগ্ধ-জ্যোতি বিতরণ করিয়া পৃথিবীর সন্তপ্ত জীবগণকে সুখী ও বিমোহিত করে, এক নিমেষের জন্যও শান্তভাব বর্জ্জিত হইয়া স্বস্থান বিচ্যুত হয় না। বৃহৎ বিনয় কীটানুকীটের নিকটেও শান্তভাবে মস্তক অবনত করে। বৃহৎ বিনয়ের কি সন্তাপহারক ভাব! কত বিশাল মহত্ত্ব! কেমন অতুলনীয় মাধুর্য্য! তবুও তাহা কেমন প্রশান্ত! হৃদয়কে জ্ঞান ধর্ম্মে পরিপুষ্ট করিয়া বৃহৎ হইতে দাও, প্রকৃত শান্তস্বভাব আপনিই আসিবে।

যদি অস্থিরমতিত্বের জন্য মানুষ একবার স্থির হইয়া ভাল মন্দ ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার অবসর না পায়, যদি দিনান্তে একবার ইহা ভাবিতে না পারে যে, আজ দেহ মন বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছি কি না, আজ পরিণাম-সুখকর বিমল আনন্দজনক কঠোর ধর্ম্মনীতির অনুসরণ করিয়াছি কি না, তাহাহইলে আর কেমন করিয়া চরিত্রোৎকর্ষ সাধন করিবে? অন্ততঃ জীবনের প্রত্যেক দিনে পূর্ব্বোক্ত চিন্তায় একবার চিত্তকে নিমগ্ন করা মানুষের প্রধানতম কর্ত্তব্য। এ চিন্তায় সময় ক্ষেপণ করিলে সে সময় টুকু বৃথা যাইবে না, কারণ ভাবিয়া দেখিলে উক্ত চিন্তাই মানুষকে মানুষ করিয়া তুলিতে সক্ষম। অস্থির-মতি মানুষের ও সব চিন্তা করিবার অবসর নাই, সুতরাং অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্যহৃদয়ের কমনীয় ভাবসমূহ চঞ্চলতাময় হৃদয়ে বাস করিতে ভাল বাসে না,—শান্তহৃদয়েই চিরবাস করিতে চায়, কারণ শান্ত-হৃদয় চঞ্চল হৃদয়ের মত তাহাদিগকে একবার থাকিতে স্থান দেয়, একবার বিদায় করিয়া দেয় না। শান্ত-হৃদয়ে জ্ঞান ও বুদ্ধি সুজ্ঞান এবং সুবুদ্ধিতে পরিণত হয়। পবিত্র সুন্দর ফুল যেমন ধনীর সুরম্য হর্ম্ম্যে কি দীনের পর্ণকুটীরে যেখানেই থাকুক না কেন—সেইখানেই আপনার অতুল সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি তোমার হৃদয় প্রভূত ধন মান যশে স্ফীত হইয়া সুখময় আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত থাকিয়া ধনীর প্রাসাদের মতনই হউক, আর শোকে তাপে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণায় দীনের পর্ণকুটীরের মতনই হউক, সেখানে শান্ত-ভাব রূপ বিমল সুন্দর ফুল রাখিয়া দাও, সে ফুল তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অন্তর্নিহিত পবিত্র সুগন্ধ বিস্তার করিবেই করিবে। যখনই দেখিবে, প্রচণ্ড সংসারতাপে এই ফুল শুষ্কপ্রায়, তখনই শান্তভাবরূপ ফুলের অসীম উদ্যান প্রশান্ত ব্রহ্ম হইতে শিশিরসিক্ত বিকশিত জীবন্ত ফুল তুলিয়া আনিবে।

শান্ত হও, কিন্তু হৃদয়ে যেন পবিত্র তেজের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চিরদিন নিহিত থাকে, সময় আসিলেই যেন সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, যেন সে জলন্ত ভীষণ পূতাগ্নিতে কি বাহ্যজগতের কি অন্তর্জগতের সমস্ত অন্যায় অসত্য অধর্ম্ম ভস্মীভূত হইয়া যাইতে পারে।

অপূর্ব্ব প্রস্তরমূর্ত্তি।

সভ্য জগতের সর্ব্বত্রই কারুকার্য্যের পরিচায়ক প্রতিমূর্ত্তিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ মূর্ত্তি সকল সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীক, রোম ও মিসরেও

মূর্ত্তির অসদ্ভাব ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আধুনিক সুসভ্য দেশ সভ্যতাব্যঞ্জক বিরাট মূর্ত্তি সকল নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রক্ষা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। সম্প্রতি এক ক্ষুদ্র দ্বীপ মধ্যে এমন বিরাট মূর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তদ্দর্শনে বর্ত্তমান সভ্য জগতের উন্নত মস্তক হেঁট হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ইষ্টার দ্বীপ নামে একটী ক্ষুদ্র আগ্নেয় পর্ব্বতময় দ্বীপ আছে। ইহার পরিমাণ ১১ মাইল দীর্ঘ এবং ৬ মাইল প্রস্থ। বাসিন্দা সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা অসভ্য পলিনিসীয় জাতি, লেখাপড়া বা শিল্পকার্য্য প্রায় কিছুই জানে না—গত পঞ্চবিংশতি বৎসর মধ্যে ফরাসী প্রচারকদিগের যত্নে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে মাত্র। টাহেটীর একটী ব্যবসায়ী এই দ্বীপটীর অধিকারী, তিনি ইহার উর্ব্বর উপত্যকায় গবাদি চারণ করিয়া থাকেন। দ্বীপটী একে ক্ষুদ্র, তাহাতে সিন্ধুর একপ্রান্তে অবস্থিত, সুতরাং অল্প লোক তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে।

নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যেরও সেরূপ প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু ইতস্ততঃ শত শত প্রস্তরের বিরাট মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়,তন্মধ্যে কোন কোনটী ৪০ পাদ উচ্চ। এগুলি প্রায় দ্বীপের সকল অংশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রবল ভূমিকম্পে অধিকাংশই ভূতলে পতিত রহিয়াছে। আগ্নেয় গিরি-প্রসূত গলিত উপলখণ্ড খুদিয়া এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে বোধ হয়। কোন কোনটী বা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাহারা ইহাদিগকে অমানুষী শক্তিসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকে। বর্ত্তমান অধিবাসীরা যে দ্বীপের আদিমবাসী নহে, ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রশান্ত মহাসাগরে এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল, এই দ্বীপ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র, সমস্ত দেশ সাগরগর্ভসাৎ হইয়াছে। এই সকল বিরাট মূর্ত্তি সেই মহা দ্বীপবাসীদিগের নির্ম্মিত, তাহারা প্রতিমা বিধানে ইহাদিগের পূজা করিত। মহাদেশের সমুদ্রে পরিণত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। আট্‌লাণ্টিক সম্বন্ধেও এরূপ অনেক সপ্রমাণ উক্তি প্রচলিত আছে। প্রবাদ আছে, লক্ষদ্বীপ এক সময় লঙ্কান্তর্গত ছিল, বর্ত্তমান লক্ষদ্বীপ কত দূরে পড়িয়াছে! সিংহলের দক্ষিণ হইতে ভারতের দ্বীপপুঞ্জের পঞ্জরস্বরূপ সমুদ্রগর্ভে আগ্নেয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রসারিত আছে, ইহারা যে এক সময়ে আমেরিকার ন্যায় প্রশস্ত মহাদেশ ছিল না তাহার প্রমাণ কি? সেদিন বাবা দ্বীপের অগ্ন্যুৎপাতে কয়েকটী দ্বীপ সমুদ্রসাৎ এবং কয়েকটী নূতন উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার কারণ ভূতত্ত্ববিদ্‌দিগের অগোচর নহে।

স্মিথসনিয়ান ইনিষ্টিটিউসনে ইষ্টার দ্বীপস্থ একটী মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছে, ইহার ওজন ১২ হইতে ১৫ টন, অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪১০ মণ। দুই বৎসর হইল, জর্ম্মণেরাও একটী মূর্ত্তি লইয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিটী বোধ হয় ভারতীয় বৌদ্ধদিগের নির্ম্মিত বুদ্ধ মূর্ত্তি হইবে, নতুবা সেরূপ প্রাচীনকালে এরূপ বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ অন্য জাতি পক্ষে সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

বৈদিক কাল।

(২৬৭ সংখ্যার ৩৭১ পৃষ্ঠার পর।)

২৫—শচী।

নিম্নে যে রমণীদ্বয়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, সেই দুইটী চিত্র বৈদিককালীন নারীগণের একপ্রকার উপসংহার বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিবার মানস রহিল। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই বৈদিক সময়ের নারীচরিত সমাপ্ত হইল।

ঋগ্বেদসংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১৫৯ একশত উনষাটী সূক্তের ৬ ছয়টী ঋকে শচীর বচন নিবদ্ধ আছে। শচীর বহু সপত্নী ছিল, উক্ত ঋক্ সমুদয় পাঠ দ্বারা প্রতীত হয়। শচীর পুত্রগণ বলশালী, তাঁহার কন্যা সুশোভনা, শচী নিজেও সর্ব্বপ্রধানা নারী এবং স্বামীর প্রিয়তমা ইত্যাদি বৃত্তান্ত শচী স্বয়ং উপরি উক্ত ৬ ছয় ঋকে বর্ণনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদসংহিতার স্থলান্তরে ইন্দ্রাণীর প্রসঙ্গ অবলোকিত হয়। সেই ইন্দ্রাণী ও এই শচী, একই ব্যক্তি কি না, বলা যায় না। দেবী শচী, ইন্দ্রের পত্নী, ইহার আভাস বেদসংহিতা মধ্যে পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। পুরাণে শচী ও ইন্দ্রাণী এই দুই আখ্যা, এক জনেরই প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে। বেদের অন্যত্র যে এক ইন্দ্রাণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে, তিনি দশম মণ্ডলের ১৪৫ এক শত পঁয়তাল্লিশ সূক্ত সঙ্কলন করেন। এই সূক্তেও ৬ ছয়টী ঋক্ আছে। সপত্নী-পীড়ন উক্ত মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য। ইন্দ্রাণী, সপত্নীদিগের অত্যাচারে বিব্রত হইয়াছিলেন, মন্ত্রগুলি পাঠ করিলেই, হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন ঔষধ-সংক্রান্ত কোন কোন বিবরণও উহা পাঠ করিলে, জ্ঞাত হওয়া যায়।

২৬—সরণ্যূ।

সরণ্যূ, ত্বষ্টার কন্যা। বিবস্বানের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সরণ্যূর গর্ভে অশ্বিদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। ত্বষ্টা, ইন্দ্রের বজ্র প্রস্তুত করিয়া দিতেন। এই ত্বষ্টাই পুরাণে বিশ্বকর্ম্মারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। বেদব্যাখ্যাকার সায়ণ বলেন,

গুহ্যগণ, ত্বষ্টার শিষ্য। সরণ্যু দেবী, পুত্র-প্রসবের পর অন্য এক দেবীকে নিজ স্থানীয় করিয়া, অশ্বিনীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক পলায়ন করেন। বিবস্বান্‌ও অশ্বরূপ পরিগ্রহ করিয়া তৎপশ্চাৎ ধাবমান হন। এই প্রকারে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। সরণ্যু, অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়, তাঁহারাই যম ও যমী। এই যমীর প্রসঙ্গ বিগত বর্ষের চৈত্র মাসে লিখিত হইয়াছে। যে দেবীকে সরণ্যু, নিজ পরিবর্ত্তে যম ও যমীর পালনার্থ রাখিয়া যান, তাঁহার নাম সবর্ণা। বিবস্বান্ সহযোগে সবর্ণার যে পুত্র জন্মে, তিনিই বৈবস্বত মনু। বৈদিক অভিধানকার যাস্কের এইরূপ মত। কাহারও কাহারও মতে সরণ্যুর অর্থ প্রাতঃকাল। যম ও যমী শব্দে দিবস ও রজনীকে বুঝায়,—এই কথাও তাঁহারা কহিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে এটী একটী রূপক বর্ণনা।

মরুদ্‌গণের মাতা পৃশ্নির বিষয়ও বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

পুরাণের (মহাভারত) কাল।

২৭—সুলভা।

সুলভা ক্ষত্রিয়-কুমারী; রাজর্ষি-শ্রেষ্ঠ "প্রধান" নামক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির গোত্রে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিচয় ব্যতীত তাঁহার পারিবারিক আর কোন বৃত্তান্তই আমরা অবগত নহি। তিনি যোগধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবনীমণ্ডলে সন্ন্যাসিনীর বেশে পর্য্যটন করিতেন। ভ্রমণ-সময়ে তাঁহার সমভিব্যাহারে কোন সহচরী বা সহচর থাকিত না,—একাকিনী নিঃসহায় হইয়া পরিভ্রমণ করিতেন। তিনি কোন সময়ে শুনিতে পাইলেন, বিদেহ নগরীর ধর্ম্মধ্বজ * নৃপতি অতিমাত্র পবিত্রাত্মা। রাজা প্রকৃত পক্ষে মুমুক্ষু কি না, জানিতে তাঁহার অন্তর কৌতূহলাক্রান্ত হইল এবং তদর্থে তিনি দ্রুতপদবিক্ষেপে মিথিলা পুরীতে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজর্ষি ধর্ম্মধ্বজ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কে ইনি, কাহার নন্দিনী, এবং কোথা হইতেই বা এ স্থলে আসিলেন? সুলভার তখন আর যোগিনী বেশ ছিল না;—তিনি মিথিলায় ভিন্ন মূর্ত্তিতে গিয়াছিলেন। ভূপবর অতঃপর অভ্যাগতের যথাবিধি অভ্যর্থনা করিয়া ভক্ষ্য-পেয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অনন্তর সুলভা, ক্ষিতিপতির মোক্ষধর্ম্মে কত দূর অধিকার, প্রবৃত্তি ও আসক্তি আছে, জানিবার জন্য সভামধ্যেই মহীপতির লোচন-যুগলে নিজ নয়ন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে একেবারে যোগপ্রভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তদ্দণ্ডেই তাঁহার বাহ্য শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। অনেক কৌশলের পর

* ধর্ম্মধ্বজ শব্দে জনক রাজাকে বুঝাইতেছে।

বিদেহরাজ স্মিত মুখে সুলভাকে প্রশ্ন করিলেন,—ভাল দেবি! আপনার বসতি কোথায়? আপনি কোন্ মহাপুরুষের সুতা? কোথা হইতে আপনি এখানে আসিলেন? কোন্ স্থানেই বা যাইবেন? আমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার তাৎপর্য্য এই যে, বিনা জিজ্ঞাসায় কাহারও বয়স, জাতি বা বিদ্যা বুদ্ধি অবগত হইতে পারা যায় না। আপনার সমীপে উপরোক্ত জিজ্ঞাসার উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে আমার নিজের শাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিষয় সংক্ষেপে অবগত করিতেছি। পরাশর-কুলোদ্ভূত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চশিখ মুনির আমি শিষ্য। তদীয় সকাশে আমি সাংখ্য দর্শনের তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলাম। বৈরাগ্যই মুক্তিলাভের একমাত্র সেতু,—একথা তাঁহার শিক্ষাবলেই আমার দৃঢ়প্রত্যয় হইয়াছে। ইত্যাদি অনেক কথা কহিয়া অবশেষে পুনরায় বলিলেন, দেবি! প্রথমতঃ আপনাকে সন্ন্যাসিনী বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল। আপনার বয়ঃক্রম ও রূপলাবণ্য দর্শনে আমার পূর্ব্ব সংস্কার ভ্রান্তিসঙ্কুল বোধ হইল। আপনার যোগ-সম্বন্ধে আমার চিত্তে ভয়ানক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, এই সংশয় নিরসন নিমিত্ত আপনি আমার দেহ রুদ্ধ করিয়া সদ্যুক্তির কার্য্য করিতে পারেন নাই। আপনি ব্রাহ্মণজাতীয়া, আমি ক্ষত্রিয়। আমাদের উভয়ের একত্র সংযোগ কদাচ প্রার্থনীয় নয়। আর, আপনি ভিক্ষুকী, আমি গৃহী। সুতরাং আমরা পরস্পর সংমিলিত হইলে, আশ্রম সঙ্কর হইবে। আপনি আমার সমানগোত্রা কি না, আমার জানা নাই। পক্ষান্তরে আপনার ভর্ত্তা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে আপনি অগ্রাহ্য। আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্য গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব আপনার শাস্ত্রাধ্যয়ন মিথ্যা হইল। আপনি বিজয়লাভার্থে আমাকে ও আমার সভাস্থ সকলকেই পরাস্ত করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। যদি আপনি কোন রাজার কার্য্য-সাধনার্থে আসিয়া থাকেন, বলুন। রাজার নিকট কাপট্য নিন্দনীয়। আপনি কপটতা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক নিজের জাতি, বিদ্যা, মনোগত ভাব, চরিত্র ও আগমন-কারণ যথার্থ করিয়া বলুন।

মিথিলাধিপের বচনাবলী শ্রবণ করিয়া সুলভা অণুমাত্রও বিরক্ত হইলেন না। তিনি সুমধুর স্বরে বলিতে লাগিলেন।

সুলভা।—"নরনাথ! আমি কোপ, দম্ভ বা ভয়াদির বশীভূত হইয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম জ্ঞানে উত্তর প্রদানে অগ্রসর হইলাম। যে রাজা এই অসীমবৎ পৃথ্বী পালনে ব্যাপৃত থাকেন, তিনি প্রত্যহ এক নগরেই আবদ্ধ থাকেন। রাত্রিতে

আবার এক গৃহে তাঁহাকে অবস্থান করিতে হয়। সেই গৃহের একাংশে যে একটী পালঙ্ক থাকে, তাহাতেই তিনি তখন বিশ্রাম সুখ ভোগ করেন। সেই খট্টার সমগ্র ভাগও তিনি অধিকার করিতে পারেন না। মহীপতিকে সতত অন্যের অধীন হইতে হয়। সন্ধি, যুদ্ধ, মন্ত্রণা, বিচার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত পরাধীন। আমি আপনার শরীর স্পর্শ করিয়াছি, অতএব উহা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে,—আপনি যে এই কথা বলিয়াছেন, তাহা বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। স্বীয় দেহেরই সহিত যখন আমার সংযোগ নাই, তখন অপরের কায়া কেমন করিয়া স্পর্শ করিব? আপনি ঋষিবর পঞ্চশিখের নিকটে মুক্তি ও অপরাপর নানা বিষয় শ্রবণ করিয়াও, আমায় বর্ণসঙ্কর-কারিণী বলিয়া তিরস্কার করিলেন কিরূপে বুঝিতে পারিলাম না। আপনি যদি জিতেন্দ্রিয় হইতেন, তবে ছত্র, চামর প্রভৃতি বাহ্য আড়ম্বরে আপনার এখনও কেন প্রবৃত্তি রহিয়াছে? আপনার শাস্ত্রাধ্যয়নে কোনই ফল ফলে নাই। আপনার মনে তত্ত্বজ্ঞানোদয় হয় নাই। আমি সত্ত্ব-গুণবলে ভবদীয় দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি।"

"মহারাজ! আমি আপনার স্বজাতি, সুতরাং সদ্বংশেই আমার উৎপত্তি হইয়াছে;—আপনাকে স্বীকার করিতেই হইবে। রাজর্ষি "প্রধানের" কুলে আমার জন্ম হইয়াছে। "প্রধানের" নাম আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে। আমার নাম সুলভা। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আমার বিবাহ হয় নাই। গুরুলোকেরা আমাকে যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেন, তাহাই আমার ধর্ম্ম হইয়াছে। আমি কপটাচারিণী নহি। সবিশেষ বিবেচনা করিয়াই মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছি। শুনিয়াছি, আপনি না কি মোক্ষধর্ম্মে প্রধান, তাই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। দেখুন, যিনি বাদানুবাদে কালাতিপাত করেন, তিনি মুক্তিমার্গের বহু দূরে আছেন। যিনি বৃথা বিতণ্ডা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মে নিমগ্ন থাকেন। ভিক্ষুক যেমন পথে, প্রান্তরে বা শূন্য গৃহে অবস্থিতি করে, আমিও সেইরূপ আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অদ্য নিশাবসান করিয়া আগামী কল্য প্রস্থান করিব। আপনি আমার যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন, আমি আপনার বচন-পরম্পরা শ্রবণে সুখিনী হইলাম।" সুলভা যে সমস্ত গুরুতর দার্শনিক মতের প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে এ স্থলে তাহা পরিত্যক্ত হইল।

রাজর্ষি জনক, সুলভার হেতুগর্ভ বাক্যে মোহিত হইয়া গেলেন এবং তদ্বিরুদ্ধে বাক্যমাত্রও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইলেন না। দর্শন শাস্ত্রে সুলভার কিরূপ বোধাধিকার ছিল, পাঠক পাঠিকারা এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারি

লেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানই বা কিরূপ ছিল, তাহাও সকলেই প্রণিধান করিলেন। ভারতের কথা দূরে থাক্,—সমস্ত পৃথিবী-মধ্যেও 'সুলভা' সুলভা নহে, ইহাই তাঁহার গৌরব। জনক রাজা, সুলভাকে সদ্ভাবের সহিত প্রশ্ন না করিলেও, সুলভা বিরক্ত হন নাই, এটী প্রকৃত সন্ন্যাসিনীর উপযুক্ত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই। যে জনক রাজর্ষি কত শত ঋষি মুনিকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই শাস্ত্রীয় বিচারে ও তত্ত্ব কথায় একটী প্রমদার নিকট পরাজিত হইলেন, ইহা বড় সহজ কথা নয়। বর্ত্তমান সময়ে যাহাকে মেস্‌মেরিজম্ বলে, সেই উপায়ে সুলভা, জনকের নেত্রদ্বয় দিয়া তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হন। এ বিষয় অবিশ্বাস করিবার কাল অতীত হইয়াছে। পুরাকালে ভারতবর্ষে যোগতত্ত্বের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পাতঞ্জল দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। মেস্‌মেরিজম্ বা তাড়িত প্রক্রিয়া ঐ যোগ বিদ্যার এক অংশ বৈ আর কিছুই নহে।

রমণীর কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আহার প্রস্তুত—মনুষ্যের স্বাস্থ্য আহারের উপর বিশেষ পরিমাণে নির্ভর করে। আবার আহারের বন্দোবস্ত মন্দ হইলে আমাদের অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ কাল প্রায় অনেকেই আহারের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সমুদায় দোষই বেতনভুক্ পাচক অথবা পাচিকার উপর দিয়া থাকেন। অনেকানেক বাটীতে উনানেরই দ্বারা পাক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, অনেক স্ত্রীলোক পাক কার্য্য অপরিষ্কারের কার্য্য মনে করেন এবং অত্যন্ত কষ্টকর ভাবিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়া সাংসারিক সুখের একটী সুন্দর ও প্রধান উপায়কে যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ করিয়া ফেলেন। বেতনভুক্ ব্যক্তি দ্বারা পাক কার্য্য সুন্দর না হইবার কারণ এই যে, একটী দ্রব্য আমি আহারের জন্য ক্রয় করিয়া আনিলাম, তাহার উপর আমার যত অনুরাগ হইবে, আর একজন অশিক্ষিত স্বার্থপরায়ণ লোকের তত অনুরাগ হওয়া সম্ভব নহে। যে দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তাহা সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গকে আহার করাইলে আমার যত তৃপ্তি হয়, অপর একজন অশিক্ষিত কর্ত্তব্য-জ্ঞান-হীন বেতনভুক্ ব্যক্তির

সে আনন্দ হয় না। সে বেতনের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকে; তাহা ব্যতীত রন্ধন কার্য্যে তত সুদক্ষ নহে। অনেক রমণী রন্ধন কার্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও সাংসারিক ব্যস্ততা ও নানা কার্য্যের বাহুল্য জন্য পাচিকা রাখিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের এটী জানা কর্ত্তব্য যে, অন্যান্য সাংসারিক কর্ত্তব্যের মধ্যে রন্ধন একটী বিশেষ কর্ত্তব্য—নিজের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগের পাক করা সামান্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিয়া যেরূপ তৃপ্তি হয়, উক্তরূপ পাচিকার পাক করা দ্রব্য আহারে তত তৃপ্ত হয় না, আবার এক একটী পাচিকা এত অপরিষ্কার যে তাহাদের ব্যবহার দেখিলে ও রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিলে মনে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়। আর একটী কথা—আজ কাল কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যে সকল পাচক পাচিকা সচরাচর পাওয়া যায়, তাহাদের অধিকাংশের চরিত্র অতি জঘন্য, তাহাদিগকে নিজ পরিবারের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়াই উচিত নহে। ঐ সকল জঘন্য চরিত্রের অনেক স্ত্রীলোক মফস্বলে গিয়াও পাক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই সকল কারণে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা পাক কার্য্য ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা ব্যতীত যে সকল বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে তাহাদিগকে পাক কার্য্য বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালিকাগণকে সকল কার্য্যে দৃষ্টি করিতে হইবে। এক এক দিন (বিদ্যালয়ের ছুটীর দিন) জননী কন্যাগণের হাতে রন্ধন কার্য্যের ভার দিবেন, আহার করিয়া পাকের দোষ গুণ নির্ব্বাচন করিবেন এবং ত্রুটির কারণ ও তাহার প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া দিবেন।

যে গৃহিণী সামান্য দ্রব্যে সুন্দর অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পরিবারবর্গের তৃপ্তি সাধন করিতে পারেন, তিনিই পাকা রাঁধুনী—কারণ ভাল দ্রব্যে ভাল পাক করা তত কঠিন নহে, সামান্য দ্রব্যে ভাল পাক করাই কঠিন। আমরা এই প্রস্তাবে ঐ প্রকার পাকের উল্লেখ করিব। নানা প্রকারের ব্যঞ্জন প্রস্তুত, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত, আচার প্রস্তুত প্রভৃতি অনেক কার্য্য আমাদের গৃহে সম্পন্ন হইতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে নানা প্রকার আচার প্রস্তুতের প্রণালী লিখিত হইতেছে। এই প্রকার আচার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। কলিকাতার বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা যে মূল্যে ক্রয় করিতে হয়, গৃহে প্রস্তুত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে। আচার অতি মুখ-রোচক, আহারে ইহা অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে তৃপ্তি হয় ও অরুচি রোগের উপশম হয়।

আচার।

১ম প্রকার—কাঁচা আমগুলিকে সর্ব্ব প্রথমে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া তাহার